THE

HIGHER EXPLANATORY

BENGALI GRAMMAR

For the use of the Middle English & Middle Vernacular Scholarship Candidates

BY

KRISHNA KISHORE BANERJEE

Seventeenth Edition.

বাঙ্গালা-ব্যাকরণ

মধ্য ইংরাজি ও মধ্য বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার্থীদিগের নিমিত্ত

৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

সপ্তদশ সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত)

CALCUTTA

PRINTED BY R. DUTT
HARE PRESS
46, BECHU CHATTERJEE STREET
PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY
30 CORNWALLIS STREET
1908

দশম বারের বিজ্ঞাপন।

ইদানীন্তন প্রচলিত বাঙ্গালা ব্যাকরণগুলি যে ভাষান্তরিত সংস্কৃত ব্যাকরণ ইহা অনেকেরই হৃদগত হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণ কেবল নাম মাত্র বাঙ্গালা ব্যাকরণের ভাণ করিয়া সম্পূর্ণরূপে সংস্কৃত ব্যাকরণের কার্য্য করে ইহা অনেক শিক্ষিত সহৃদয় মহোদয়গণের অনুমোদিত নহে। এজন্য ১০ম সংস্করণে এই বাঙ্গালা ব্যাকরণ বাঙ্গালা ভাষার সর্ব্বথা অনুসরণপূর্ব্বক সংশোধিত ও পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রচারিত হইল। মধ্য বাঙ্গালা পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে যে গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয় তাহাই ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বিশেষতঃ সন্ধি, তদ্ধিত, কৃৎ ও সমাস প্রকরণে সংস্কৃতপক্ষীয় বিষয় গুলিকে যথারীতি বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক পরিহার করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই নূতন সংস্করণে সকল প্রকরণেরই বিশেষতঃ তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণের বিশেষরূপ সুশৃঙ্খলা সম্পাদন করা গিয়াছে। বাঙ্গালা ব্যাকরণে সংস্কৃত প্রত্যয়ের স্থারিভাগ মাত্র নির্দ্দেশ করাই সঙ্গত বিবেচনায় তাহাই করা হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য মুগ্ধবোধসম্মত মূল সংস্কৃত প্রত্যয়ের একটী তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল। এইরূপ পরিবর্ত্তন করিতে গিয়া সময় সংক্ষেপ বশতঃ কোন কোন অংশের যে কিছু ব্যতিক্রম ঘটিল আগামী সংস্করণে তাহার প্রতি সবিশেষ দৃষ্টি রাখা যাইবে।

কলিকাতা
৮ই ডিসেম্বর ১৮৯৪। } শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

একাদশ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

১২৮৫ বঙ্গাব্দে এই ব্যাকরণ "বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা পদ্ধতি" নামে প্রথম প্রচারিত হয়। দশমবার মুদ্রাঙ্কনের সময় বহুতর বিচক্ষণ মহোদয়গণের মতানুসারে ইহার অনেক অংশ পরিষ্কৃত, পরিবর্জ্জিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

সম্প্রতি বাঙ্গালা ব্যাকরণ সম্বন্ধে সেণ্ট্রাল টেক্সট্‌বুক কমিটির প্রচারিত নিয়মানুসারে একাদশ সংস্করণে সমগ্র পুস্তক এইরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে ইহা এক প্রকার নূতন কলেবর ধারণ করিয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এমন কি বিষয় পরিবর্ত্তনের অনুরোধে উহার নামেরও পরিবর্ত্তন করিতে হইয়াছে। ফলতঃ বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পক্ষে যাহাতে কোনরূপ অসম্পূর্ণতা না থাকে তজ্জন্য বাঙ্গালা ব্যাকরণ হইতে যতটুকু সাহায্য নিতান্ত আবশ্যক তাহারই প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া উপস্থিত সংস্করণ সম্পাদিত হইল।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট সংস্কৃত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক মাননীয় শ্রীযুক্ত শিবনারায়ণ শিরোমণি মহাশয় ইহার সংশোধন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।

কলিকাতা
২০শে মার্চ্চ ১৮৯৭ } শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পণ্ডিত কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বাঙ্গালা ব্যাকরণের প্রশংসা পত্র।

কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয় প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম প্রীতি লাভ করিলাম। গ্রন্থকর্ত্তা মুগ্ধবোধ, পাণিনি ও কৌমুদী প্রভৃতি সংস্কৃত ব্যাকরণ অবলম্বনে এই ব্যাকরণ খানি লিখিয়াছেন, সুতরাং এই গ্রন্থ সন্নিবিষ্ট সংস্কৃতানুরূপ অংশগুলি ইংরাজী প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদিগের পক্ষে বিশেষ উপকারে আসিবে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা এই নূতন সংস্করণে তদ্ধিত ও কৃৎ প্রকরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত হইয়াছে এবং এই ব্যাকরণ অধ্যয়নের পর যাঁহারা সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিবেন তাঁহাদের সুবিধার জন্য মুগ্ধবোধ সম্মত মূল সংস্কৃত প্রত্যয়ের একটী তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। বাস্তবিকই এই ব্যাকরণ খানি আদ্যন্ত পাঠ করিলে বাঙ্গালা ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারা যায় এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ অধ্যয়ন কালে বিশেষ উপকার হইতে পারে। শিক্ষাবিভাগের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ব্যাকরণ খানি পাঠ্যরূপে নির্ব্বাচিত করিয়া গ্রন্থকর্ত্তাকে উৎসাহিত করুন ইহাই প্রার্থনা ইতি

শ্রীনবীনচন্দ্র শর্ম্মা (বিদ্যারত্ন)
সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ;
মেট্রপলিটন ইনিষ্টিটিউসন,
(কালেজ ডিপার্টমেণ্ট) কলিকাতা

হুগলী নর্ম্ম্যাল স্কুল।

চুঁচুড়া ২৮শে জানুয়ারী ১৮৯৫।

৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও রচনা পদ্ধতির দশম সংস্করণ আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি; এই ব্যাকরণ খানি যে প্রণালীতে লিখিত তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। বাঙ্গালা বা ইংরাজি স্কুলের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হইয়াছে এবং অত্যন্ত বৃহৎও নহে! সংক্ষেপে স্পষ্টার্থে ব্যাকরণের প্রতিপাদ্য সমুদায় কথাই উল্লিখিত আছে। দোষ, গুণ, ছন্দ ও অলঙ্কারাদির বিষয়ও অতি বিশদরূপে সংক্ষেপে বলা হইয়াছে। সুতরাং ইহা মধ্য ছাত্র-বৃত্তি পরীক্ষার্থীগণের পক্ষে বিশেষ উপকারী, কোন কোন ব্যাকরণে ইংরাজীর অনুকরণে লিঙ্গ প্রকরণ করা হইয়াছে; ইহাতে সে দোষ নাই। তদনুসারে প্রথম সংস্কৃত পাঠার্থিগণের পক্ষেও ইহা সুবিধাজনক কহিতে হয়।

শ্রীলালমোহন শর্ম্মা।

বাঙ্গালা ব্যাকরণ। ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। দশম সংস্করণ মূল্য ॥৵০ আনা। এই সংস্করণে কোন কোন অংশ সংশোধন করা হইয়াছে। বাঙ্গালায় যে কখানি উৎকৃষ্ট ব্যাকরণ আছে তাহার মধ্যে এই খানি অনেক দিন হইতে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছে। অনুরোধ উপরোধের বশবর্ত্তী হইয়া অকর্ম্মণ্য পুস্তক পাঠ্য না করিয়া যদি অধ্যাপক মহাশয়গণ এই পুস্তক খানি পাঠ্য করেন, তবে বালকগণ অনেক শিখিতে পারে। হিতবাদী।

৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত বাঙ্গালা-ব্যাকরণ ও রচনা পদ্ধতির কোন কোন স্থান পাঠ করিয়াছি ; ইহার প্রণালী ভাল। যে প্রণালীতে ইহা রচিত হইয়াছে, তাহাতে কেবল বাঙ্গালা শিক্ষার্থীর নহে, সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থীদিগের পক্ষেও ইহা উপযোগী হইয়াছে। তদ্ধিত ও কৃৎ প্রত্যয় গুলি বাঙ্গালার উপযোগী রূপে লিখিত হইলেও উহার সহিত সংস্কৃত প্রত্যয়ের সমীকরণ করিয়া দেওয়ায় সে অসুবিধার প্রতিকার হইয়াছে। আমার বিশ্বাস গ্রন্থ-খানি ছাত্রদিগের যথেষ্ট উপকারে আসিবে।

শ্রীচন্দ্রকান্ত শর্ম্মা।

সংস্কৃত কালেজ।

আমি ৺কৃষ্ণকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালা ব্যাকরণ খানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া দেখিলাম, ইহাতে ব্যাকরণ পাঠ্য অবশ্য জ্ঞেয় কোন বিষয়ই উপেক্ষিত হয় নাই, আমার বিবেচনায় বাঙ্গালা ব্যাকরণ গুলির মধ্যে এই খানি অতি উপাদেয়। ছাত্রবৃত্তি-পরীক্ষার্থী বালকেরা মনোযোগপূর্ব্বক উক্ত ব্যাকরণ পাঠ করিলে অনায়াসেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। তাহাদিগকে ব্যাকরণান্তর পাঠ করিয়া কষ্টস্বীকার করিতে হইবে না। ১০ম সংস্করণে অনেকগুলি অনাবশ্যক বিষয় পরিত্যক্ত হওয়াতে, পুস্তক খানি আরও, উপাদেয় হইয়াছে।

শ্রীবীরেশ্বর চট্টোপাধ্যায়।

হেড পণ্ডিত, কলিকাতা নর্ম্মাল বিদ্যালয়।

হুগলী মডেল স্কুল,
১৬।১১।৯৭।

সাদর সম্ভাষণ পুনঃসর সমাবেদনম্।

প্রিয় হরিবাবু!

ব্যাকরণ খানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে আমি পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, আমার দেখিবার জন্য আর পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। ইতি

শুভার্থিনঃ
শ্রীবেণীমাধব গোস্বামীনঃ।

সূচীপত্র।

বাঙ্গালা-ব্যাকরণ।

১। মনুষ্যগণ যে সকল সার্থক শব্দ উচ্চারণ করিয়া মনের ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম ভাষা। প্রত্যেক জাতির এক একটি স্বতন্ত্র ভাষা আছে, তাহাকে জাতীয় ভাষা বলে। যথা, বাঙ্গালা ভাষা, ইংরেজি ভাষা, ফরাসী ভাষা ইত্যাদি।

২। যে পুস্তক পাঠ করিলে বাঙ্গালা ভাষা বিশুদ্ধ রূপে লিখিতে ও কহিতে পারা যায় তাহার নাম বাঙ্গালা ব্যাকরণ।

বর্ণ।

৩। অ, আ, ই, ঈ, ক্, খ্, গ্, ইত্যাদি এক একটী বর্ণ বা অক্ষর। দেবনাগর, বাঙ্গালা, উড়ে প্রভৃতি নানারূপ অক্ষর আছে।

বর্ণ দুই প্রকার, স্বর ও ব্যঞ্জন।

স্বরবর্ণ।

৪। যে বর্ণ অন্যবর্ণের সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং উচ্চারিত হয়, তাহার নাম স্বরবর্ণ। যথা,

অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, (১) ঌ, এ, ঐ, ও, ঔ, এই তেরটী স্বর।

স্বরবর্ণ দ্বিবিধ; হ্রস্ব ও দীর্ঘ।

---

(১) বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋকারযুক্ত শব্দ প্রচলিত নাই। কিন্তু বিদীর্ণ, উত্তীর্ণ প্রভৃতি শব্দগুলির ধাতু লিখিতে হইলে দৄ, তৄ এইরূপ লিখিতে হয়। এজন্য বর্ণ গণনার মধ্যে দীর্ঘ ৠকারের উল্লেখ করিতে হইল।

অ, ই, উ, ঋ, ঌ এই পাঁচটী হ্রস্ব স্বর। আ, ঈ, ঊ, ৠ, এ ঐ, ও, ঔ, এই আটটী দীর্ঘ স্বর। হ্রস্ব স্বরকে লঘু ও দীর্ঘ স্বরকে গুরু কহে। (১)

৫। যে সকল স্বরবর্ণের উচ্চারণস্থান এক তাহারা পরস্পর সমান। যথা, অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, ৠ, ইহাদের যথাক্রমে দুই দুইটী পরস্পর সমান।

ব্যঞ্জনবর্ণ।

৬। স্বরের সাহায্য ব্যতিরেকে যে বর্ণের উচ্চারণ হয় না তাহার নাম ব্যঞ্জনবর্ণ বা হল বর্ণ। যথা,

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন। প ফ ব ভ ম। য র ল ব। শ ষ স হ ং ঃ। এই পঁয়ত্রিশটী ব্যঞ্জনবর্ণ। বাঙ্গালা ভাষায় বর্ণ সমুদায়ে ৪৮টী। (২)

ক হইতে ম পর্য্যন্ত পঁচিশটী বর্ণকে স্পর্শ বর্ণ কহে। স্পর্শবর্ণ পাঁচভাগে বিভক্ত। এক এক ভাগকে বর্গ কহে। প্রত্যেক ভাগের আদি অক্ষর অনুসারে বর্গের নাম হয়। যথা, ক খ গ ঘ ঙ, কবর্গ; চ ছ জ ঝ ঞ, চবর্গ; ট ঠ ড ঢ ণ, টবর্গ; ত থ দ ধ ন, তবর্গ;

(১) সংযুক্ত বর্ণের পূর্ব্বে হ্রস্ব স্বর থাকিলে উহাও গুরু বলিয়া গণ্য হয়। যথা,—অঙ্গ এখানে অকারটী গুরু।

(২) ড় ঢ় য় এই তিনটী পৃথক বর্ণ নহে, কারণ ড ঢ য এই তিন বর্ণই প্রচলিত উচ্চারণ প্রথানুসারে কোথাও ড ঢ য এবং কোথাও ড় ঢ় য় রূপে উচ্চারিত হয়। "ড" যথা, অণ্ড, উড্ডীন, জাড্য ইত্যাদি, "ড়" যথা—খড়্গ, ষোড়শ, বড়বা, জড়তা ইত্যাদি. "ঢ" যথা—আঢ্য ইত্যাদি; "ঢ়" যথা—আষাঢ় রূঢ়, দৃঢ় ইত্যাদি; "য" যথা—উপযোগ, সমযু, সংযম ইত্যাদি; "য়" যথা—অয়ন, অ্যায়াম, উদয়, বায়ু ইত্যাদি। কিন্তু কোনও পদের আদিস্থিত হইলে ড ঢ য এইরূপেই উচ্চারিত হয়। যথা—ডমরু, ডাকিনী, ডিম্ব, ঢক্কা, ঢোল, ঢাল, যম, যত্ন, যামিনী ইত্যাদি।

প ফ ব ভ ম, পবর্গ; য র ল ব এই চারিটী অন্তঃস্থ বর্ণ। শ ষ স হ এই চারিটীর নাম উষ্মবর্ণ।

এক বিন্দু "ং" ও দ্বিবিন্দু "ঃ" এই দুইটীর নাম যথাক্রমে অনু-স্বার ও বিসর্গ।

বর্গের প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও য র ল ব ইহারা অল্প প্রাণ এবং দ্বিতীয়, চতুর্থ ও শ ষ স হ ইহারা মহাপ্রাণ বর্ণ বলিয়া অভিহিত হয়।

চন্দ্রবিন্দু স্বতন্ত্র বর্ণ নহে। বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বর্ণ নাসিকার সাহায্যে উচ্চারিত হয় তাহাতে "ঁ" এইরূপ একটী চিহ্ন দেওয়া হয়; ঐ চিহ্নের নাম চন্দ্রবিন্দু। যথা, বাঁশ, চাঁদ, হাঁস ইত্যাদি।

উচ্চারণস্থান ভেদে বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন নাম যথা—

অ আ হ এই তিনবর্ণের উচ্চারণস্থান কণ্ঠ, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে কণ্ঠ্য বর্ণ বলে।

ক খ গ ঘ ঙ এই পাঁচ বর্ণের উচ্চারণস্থান জিহ্বামূল, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে জিহ্বামূলীয় বর্ণ কহে।

ই ঈ চ ছ জ ঝ ঞ য শ ইহাদের উচ্চারণস্থান তালু, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে তালব্য বর্ণ কহে।

ঋ ৠ ট ঠ ড ঢ ণ র ষ ইহাদের উচ্চারণস্থান মূর্দ্ধা, অর্থাৎ মস্তক; এই নিমিত্ত ইহাদিগকে মূর্দ্ধন্য বর্ণ কহে।

ঌ ত থ দ ধ ন ল স ইহাদের উচ্চারণস্থান দন্ত বলিয়া ইহাদের নাম দন্ত্যবর্ণ।

উ ঊ প ফ ব ভ ম ইহাদের উচ্চারণস্থান ওষ্ঠ, এই নিমিত্ত ইহাদিগকে ওষ্ঠ্য বর্ণ বলে।

ং অনুস্বার নাসিকা হইতে উচ্চারিত হয়, এই নিমিত্ত ইহাকে অনুনাসিক কহে।

ঃ বিসর্গের উচ্চারণের পৃথক স্থান নাই, ইহা যখন যে স্বরের আশ্রয়ে থাকে সেই স্বরের উচ্চারণস্থানই বিসর্গের উচ্চারণস্থান, এই নিমিত্ত উহার নাম আশ্রয়স্থানভাগী।

বর্ণের বিশেষ বিবরণ।

৭। ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকিলে উহার নিম্নে (্) এইরূপ একটী চিহ্ন দিতে হয়। ঐ চিহ্নের নাম হসন্ত চিহ্ন। যথা, ক ক্ এই দুইটী ক দেখিলেই মনে করিতে হইবে, পূর্ব্বেরটী অকার যুক্ত এবং পরেরটী এক মাত্র ব্যঞ্জনবর্ণ।

যখন আমরা ক খ গ ঘ ইত্যাদি বর্ণমালা উচ্চারণ করি, তখন ঐ সকল ব্যঞ্জনবর্ণে অকার সংযুক্ত করিয়া উচ্চরণ করিয়া থাকি, কারণ ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব্বে বা পরে স্বরবর্ণ না থাকিলে উহাদের উচ্চারণ সম্পন্ন হয় না। অতএব ক্ খ্ গ্ ঘ্ ইত্যাদি বর্ণের শেষে অকার যুক্ত করিয়া ক খ গ ঘ এইরূপে উচ্চারণ করিতে হয়। ঐ সকল বর্ণের পূর্ব্বে স্বররর্ণ থাকিলেও উহাদের উচ্চারণ হইতে পারে। যথা, ঋক্, বিপদ্ ইত্যাদি।

৮। অ এবং ৯ ভিন্ন স্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে বিভিন্ন আকার ধারণ করে। যথা,

আ=া, ই=ি, ঈ=ী, উ=ু, ঊ=ূ, ঋ=ৃ, ৠ=ৄ, এ=ে, ঐ=ৈ, ও=ো, ঔ=ৌ। অকার ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে অকারের কোন চিহ্ন থাকেনা, কেবল অকার যুক্ত হইবার পূর্ব্বে ব্যঞ্জন বর্ণের নীচে যে হসন্ত চিহ্ন থাকে তাহাই উঠিয়া যায়। যথা, ক্+অ=ক। ৯ ব্যঞ্জনবর্ণে যুক্ত হইলে যেমন তেমনই থাকে। যথা, ক্+৯=ক৯।

ঙ ঞ ণ ন ম এই পাঁচটি বর্ণ যেমন যথাক্রমে জিহ্বামূল, তালু, মূর্দ্ধা, দন্ত ও ওষ্ঠ হইতে উচ্চারিত হয়, সেইরূপ নাসিকা হইতেও উচ্চারিত হইয়া থাকে বলিয়া, ইহাদের আর একটী নাম অনুনাসিক।

৯। মধ্যে স্বরবর্ণ ব্যবধান না থাকিলে ব্যঞ্জনবর্ণ সকল মিলিত হইয়া যায়; ঐরূপ মিলিত বর্ণকে সংযুক্ত বর্ণ কহে। যথা, স্ ক স্ক, স্ ত স্ত ইত্যাদি।

কোন কোন সংযুক্ত বর্ণের আকৃতি অন্যরূপ হয়। যথা, ক্ ষ ক্ষ, ঞ্ চ ঞ্চ, জ্ ঞ জ্ঞ, ত্ থ ত্থ, দ্ ধ দ্ধ, হ্ ম হ্ম, ব্ র ব্র ইত্যাদি।

সংযুক্ত অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের কোন্ বর্ণ পূর্ব্বে এবং কোন্ বর্ণ পরে ইহা জানিতে হইলে নিম্নলিখিত উদাহরণটীর ন্যায় অন্যান্য কতিপয় উদাহরণ লইয়া শিক্ষা দিলেই উহা অনায়াসেই বালকদিগের বোধগম্য হইবে। যথা সূক্ষ্ম এই শব্দটীতে স্+ঊ+ক্+ষ্+ন্+ম; এই বর্ণগুলি যথাক্রমে পরবর্ত্তী হইয়াছে।

গুণ।

১০। গুণ হয় বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে ই ঈ স্থানে এ, উ ঊ স্থানে ও, ঋ ৠ স্থানে অর্ এবং ঌ স্থানে অল্ হয়।

প্রশ্নাবলী।

১। ভাষার লক্ষণ কি? ২। বাঙ্গালা-ব্যাকরণ কাহাকে কহে? ৩। বর্ণ কাহার নাম? বর্ণ কয় প্রকার? ৪। স্বরবর্ণ কাহাকে কহে? স্বরবর্ণের ভেদ কি? ৫। ব্যঞ্জনবর্ণ কাহাকে বলে ও তাহার সংখ্যা কত? ৬। স্পর্শবর্ণ কয়বর্গে বিভক্ত ও তাহাদের নাম কি? কোন্‌গুলি উষ্মবর্ণ? এবং কোন্ গুলি অন্তঃস্থ বর্ণ?

৭। রাম, কৃষ্ণ, যজ্ঞ, শঙ্কর, ঈশ্বর, কুম্ভকার, যন্ত্র, ঊর্দ্ধ, মূর্দ্ধা, বর্ত্তিকা, দুষ্টবুদ্ধি ও পরমাত্মা এই শব্দগুলির স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ পর পর পৃথক করিয়া দেখাও।

৮। চন্দ্র, চৈতন্য, ছন্দ, জ্বালা, জন্তু, ঝঞ্ঝা, যজ্ঞেশ্বর, যন্ত্রণা, যমুনা, বিষ্ণু, মানব, নভোমণ্ডল ও লক্ষ্মীকান্ত ইহাদের প্রত্যেক শব্দে কয়টী স্বর ও কয়টী ব্যঞ্জনবর্ণ আছে বল।

বৃদ্ধি।

১১। বৃদ্ধি হয় বলিলে এই বুঝিতে হইবে যে, অকার স্থানে আকার, ই ঈ এ ঐ স্থানে ঐ, উ ঊ ও ঔ স্থানে ঔ এবং ঋ ৠ স্থানে আর্ হয়।

সন্ধি।

১২। নিকটস্থ বর্ণদ্বয়ের মিলনের নাম সন্ধি (১)। ঐরূপ মিলনে কখন পূর্ব্ববর্ণ, কখন পরবর্ণ বা উভয়বর্ণই বিকৃত হইয়া থাকে। যথা, বাক্—ঈশ, বাগীশ; এখানে পূর্ব্ব বর্ণ বিকৃত; ষয্—থ, ষষ্ঠ; এখানে পরবর্ণ বিকৃত; এবং উৎ-হার, উদ্ধার; এখানে উভয় বর্ণই বিকৃত হইয়াছে।

সন্ধি দুই প্রকার; স্বর-সন্ধি ও ব্যঞ্জন-সন্ধি।

১৩। স্বরবর্ণে স্বরবর্ণে যে মিলন হয়, তাহার নাম স্বরসন্ধি। যথা, কুশ—অঙ্কুর, কুশাঙ্কুর।

১৪। ব্যঞ্জনবর্ণে ব্যঞ্জনবর্ণে অথবা ব্যঞ্জনবর্ণে স্বরবর্ণে যে মিলন হয়, তাহার নাম ব্যঞ্জন-সন্ধি। যথা, উৎ—চারণ, উচ্চারণ; সৎ—উপদেশ, সদুপদেশ স্বরবর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণ থাকিলেও ব্যঞ্জন সন্ধি হয়। যথা, বি—ছেদ, বিচ্ছেদ ইত্যাদি।

স্বর-সন্ধি।

১৫। দুই সমান স্বর পরস্পর নিকট হইলে উভয়ে মিলিয়া উহাদের সমান দীর্ঘস্বর হয়।

যথা, কুশ—অঙ্কুর, কুশাঙ্কুর; শীত—আর্ত্ত, শীতার্ত্ত; মহা—অর্ণব, মহার্ণব; মহা—আশয়, মহাশয়; ক্ষুধা—আর্ত্ত, ক্ষুধার্ত্ত;

---

(১) যেখানে সন্ধি করিলে শ্রুতিকটু হয় তথায় সন্ধি না করাই কর্ত্তব্য।

প্রতি—ইতি, প্রতীতি ; ক্ষিতি—ঈশ, ক্ষিতীশ ; মহী—ইন্দ্র মহীন্দ্র ; ভানু—উদয়, ভানূদয় ইত্যাদি। (১)

১৬। অকার কিংবা আকারের পর ই ঈ, উ ঊ, অথবা ঋ থাকিলে, অকার ও আকারের সহিত উহাদের গুণ হয়, গুণ হইলে, এ, ও, অ এই তিন বর্ণ পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং র্ পরবর্ণের মস্তকে যায়। যথা, পূর্ণ—ইন্দু, পূর্ণেন্দু ; ভব—ঈশ, ভবেশ ; মহা—ইন্দ্র, মহেন্দ্র ; মহা—ঈশ, মহেশ ; চন্দ্র—উদয়, চন্দ্রোদয় ; গঙ্গা—উদক, গঙ্গোদক ; মহা—ঊর্ম্মি, মহোর্ম্মি ; দেব—ঋষি, দেবর্ষি ; মহা—ঋর্ষি, মহর্ষি ইত্যাদি।

১৭। অকার কিংবা আকারের পর এ ও ঐ ঔ থাকিলে অকার ও আকারের সহিত উহাদের বৃদ্ধি হয় এবং পরের স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, জন—এক, জনৈক ; বিপুল—ঐশ্বর্য্য, বিপুলৈশ্বর্য্য ; সর্ব্ব—ওষধি, সর্ব্বৌষধি ; মহা—ঔষধ মহৌষধ ইত্যাদি।

১৮। অসমান স্বরবর্ণ পরে থাকিলে ই ঈ স্থানে য, উ ঊ স্থানে ব্ এবং ঋ স্থানে র্ হয় এবং পরের স্বর পূর্ব্ববর্ণে যুক্ত হয়। যথা, প্রতি—অয়, প্রত্যয় ; অতি—আচার, অত্যাচার ; প্রতি—এক, প্রত্যেক ; অনু—অয়, অন্বয় ; পশু—আচার, পশ্বাচার ; পিতৃ—আলয়, পিত্রালয় ইত্যাদি।

১৯। স্বরবর্ণ পরে থাকিলে এ স্থানে অয়্, ও স্থানে অব্, ঐ স্থানে আয়্ এবং ঔ স্থানে অব্ হয়। যথা, শে—অন, শয়ন ; ভো—অন, ভবন ; নৈ—অক, নায়ক ; ভৌ—উক, ভাবুক ইত্যাদি।

---

(১) লঘু উর্ম্মি লঘূর্ম্মি। ভূ—ঊর্দ্ধ ভূর্দ্ধ, পিতৃ-ঋণ পিতৄণ এইরূপ সন্ধি

কুল—অটা, কুলটা; সীম—অন্ত, সীমন্ত (সীঁথি), সীমান্ত (সীমার শেষ); সার—অঙ্গ, সারঙ্গ; প্র—উঢ়, প্রৌঢ়; অক্ষ—উহিণী, অক্ষৌহিণী; বিম্ব—ওষ্ঠ, বিম্বোষ্ঠ; বার—এক, বারেক; অর্দ্ধ—এক, অর্দ্ধেক; দিন—এক, দিনেক; অন্য—অন্য অন্যোন্য (পরস্পর, অন্যান্য (অপরাপর) এইরূপ কতকগুলি পদের সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ। (১)

ব্যঞ্জন সন্ধি।

২০। চ কিংবা ছ পরে থাকিলে ত্ স্থানে চ হয়। যথা, উৎ—চারণ, উচ্চারণ; বৃহৎ—ছত্র, বৃহচ্ছত্র; উৎ—ছেদ, উচ্ছেদ ইত্যাদি।

২১। জ পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে জ্ হয়। যথা, সৎ—জন, সজ্জন; তদ্-জন্য, ইত্যাদি।

২২। মূর্দ্ধন্য ষকারের পর ত কিংবা থ পরে থাকিলে ত স্থানে ট্ ও থ স্থানে ঠ্ হয়। যথা, প্রবিষ্—ত, প্রবিষ্ট; ষষ্—থ, ষষ্ঠ ইত্যাদি।

২৩। যদি ত্ কিংবা দ্ এর পর হ থাকে তাহা হইলে ত স্থানে দ্ ও হ স্থানে ধ্ হয়। যথা, উৎ—হার উদ্ধার; তদ্—হিত, তদ্ধিত ইত্যাদি।

২৪। ত্ কিংবা দ্ এর পর শ থাকিলে ত ও দ স্থানে চ এবং শ স্থানে ছ হয়। যথা, উৎ—শৃঙ্খল, উচ্ছৃঙ্খল; উৎ—শলিত, উচ্ছলিত ইত্যাদি।

২৫। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে সম্ এই উপসর্গের ম্ স্থানে

ঘটিত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এজন্য উদাহরণ স্থলে উহা পরিত্যক্ত হইল।

(১) যাহা লক্ষণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না, তাহাকে নিপাতনে সিদ্ধ কহে।

স্বর-সন্ধির প্রশ্নাবলী।

নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধিবিচ্ছেদ কর।

অদ্যাবধি, রত্নাকর, প্রত্যক্ষ, রাজর্ষি, উপর্য্যুপরি, রক্তোৎপল, প্রতীক্ষা,

সেই বর্গের পঞ্চমবর্ণ অথবা অনুস্বার হয়। যথা, সম্—খ্যা, সঙ্খ্যা, সংখ্যা ; সম্—গতি, সঙ্গতি, সংগতি ; সম্—ঘাত, সঙ্ঘাত, সংঘাত ; সম্—জ্ঞাত, সঞ্জ্ঞাত; সংজ্ঞাত ; সম্—পূর্ণ, সম্পূর্ণ, সংপূর্ণ ইত্যাদি।

২৬। অন্তঃস্থ অথবা উষ্মবর্ণ পরে থাকিলে সম্ উপসর্গের ম স্থানে অনুস্বার হয়। যথা, সম্—যম্, সংযম ; সম্—হার, সংহার ; সম্-শয়, সংশয় ইত্যাদি।

২৭। যে বর্গের বর্ণ পরে থাকে পদমধ্যস্থিত ম ও ন স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা, শাম্—ত, শান্ত ; অন্—কিত, অঙ্কিত ; ইত্যাদি।

২৮। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। যথা, ষট্—আনন, ষড়ানন; বাক্—জাল, বাগ্ জাল ; জগৎ-বন্ধু, জগদ্বন্ধু ; জগৎ—ঈশ, জগদীশ ; ইত্যাদি।

২৯। ন কিংবা ম পরে থাকিলে বর্গের প্রথম বর্ণ স্থানে সেই বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়। যথা, দিক্—নাগ. দিঙ্নাগ ; বাক্—ময়, বাঙ্ময় ; চিৎ—ময়, চিন্ময় ; জগৎ—নাথ, জগন্নাথ ইত্যাদি।

অন্বেষণ, অতুলৈশ্বর্য্য, পিত্রাদেশ, বিষোপম, রচনাবলী, কটুক্তি, স্বাগত, অতীব, উত্তমর্ণ, নরেন্দ্র, বিরাসনোপবিষ্ট, প্রত্যাদেশ, রসনেন্দ্রিয়, বক্রোক্তি, গায়ক, সহোদর, শ্রীশ, প্রত্যুপকার, অভ্যর্থনা, কৃশোদরী।

নিম্নলিখিত উদাহরণে ভিন্ন ভিন্ন পদগুলির সন্ধি কর।

পরম—ঈশ, গজ—আনন, সাধু—উক্তি, হর্ষ—উৎফুল, শ্রবণ—ইন্দ্রিয়, অমৃত—উপম, অধম—ঋণ, উত্তম—ঔষধ, অধি—অয়ন, চক্ষু—আঘাত, প্রসঙ্গ—আয়ত্ত, আদি—অন্ত, বিপরি—অয়, রস—অমৃত, চে—অন, পো—অক।

৩০। ল পরে থাকিলে ত্ ও দ্ স্থানে ল্ হয়। যথা, উৎ—লেখ, উল্লেখ, মৎ-লিখিত, মল্লিখিত ইত্যাদি।

৩১। সম্ ও পরি এই দুই উপসর্গের পর কৃ ধাতু থাকিলে, ধাতুর পূর্ব্বে স হয়, এবং ষত্ব বিধির নিয়মানুসারে উহা মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, সম্—কৃত, সংস্কৃত ; পরি—কার, পরিষ্কার ইত্যাদি।

৩২। স্বরবর্ণের পর ছ থাকিলে ছ স্থানে "চ্ছ" হয়। যথা, বি—ছেদ বিচ্ছেদ ; আ—ছাদন আচ্ছাদন ইত্যাদি।

উৎ—ডীন, উড্ডীন ; উৎ—স্থান, উত্থান ; পর—পর, পরস্পর ; পর—অক্ষ, পরোক্ষ ; বন-পতি, বনস্পতি, প্রভৃতি পদের সন্ধি নিপাতনে সিদ্ধ।

বিসর্গ-সন্ধি।

৩৩। আকার পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী অকার ও আকারের পরস্থিত বিসর্গ উভয়ের স্থানে ও হয়, এবং পরের আকারের লোপ হয়। যথা, মনঃ—অভীষ্ট, মনোভীষ্ট ; বয়ঃ—অধিক, বয়োধিক ইত্যাদি। (১)

৩৪। যদি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং য র ল ব হ পরে থাকে, তাহা হইলে পূর্ব্বের অকার ও অকারের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে ওকার হয়। যথা, সদ্যঃ—জাত, সদ্যোজাতঃ ; শিরঃ-ভূষণ, শিরোভূষণ ; তেজঃ—ময়, তেজোময় ইত্যাদি।

---

(১) পদের শেষস্থিত র্ ও স্ স্থানে বিসর্গ হয়। যথা, পুনর্ পুনঃ ; অন্তর্ অন্তঃ ; ভূয়স্ ভূয়ঃ ; মনস্ মনঃ ; আবিস্ আবিঃ ইত্যাদি। বাঙ্গালা ভাষায় ইচ্ছানুসারে পদের শেষস্থিত বিসর্গের লোপ করা হইয়া থাকে। যথা, মনঃ মন, বস্তুতঃ বস্তুত, শিরঃ শির ইত্যাদি। এজন্য মনান্তর, শিরোপরি প্রভৃতি পদ বঙ্গ ভাষায় প্রচলিত আছে।

৩৫। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয় চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য র ল ব হ পরে থাকিলে, অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণের পরস্থিত বিসর্গ স্থানে "র" হয়। যথা, বহিঃ—ইন্দ্রিয়, বহিরিন্দ্রিয়, আশীঃ—বাদ, আশীর্ব্বাদ ; প্রাদুঃ—ভাব, প্রাদুর্ভাব ; মুহঃ—মুহঃ মুহুর্মুহুঃ ইত্যাদি।

৩৬। স্বরবর্ণ, বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ অথবা য র হ ব হ পরে থাকিলে অকারের পরস্থিত রজাত বিসর্গ স্থানে র হয়। যথা, অন্তঃ—আত্মা ; অন্তরাত্মা ; প্রাতঃ—ভোজন, প্রাতর্ভোজন ; পুনঃ-আগমন পুনরাগমন ইত্যাদি। (১)

৩৭। র পরে থাকিলে বিসর্গের লোপ হয় এবং পূর্ব্বস্বর দীর্ঘ হয়। যথা, নিঃ—রোগ, নীরোগ; নিঃ—রস, নীরস ইত্যাদি।

৩৮। ক, প ও ফ পরে থাকিলে বিসর্গের স্থানে দন্ত্য স হয়। যথা, ভাঃ—কর ভাস্কর ; বাচঃ—পতি বাচস্পতি। সম্ভাবনা থাকিলে ষত্ববিধির নিয়মানুসারে মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, আবিঃ—কার, আবিষ্কার ; নিষ্ফল, ভ্রাতুষ্পুত্র ইত্যাদি। (২)

---

(১) প্রাতঃ, অন্তঃ, পুনঃ, অহঃ ইত্যাদি পদের বিসর্গ রজাত, কিন্তু রাত্রি শব্দ পরে থাকিলে অহঃ এই পদের বিসর্গ স্থানে র হয় না, ওকার হয়। যথা, অহঃ—রাত্র, অহোরাত্র।

(২) কোন কোন স্থলে হয় না ; যথা, প্রাতঃকাল ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত শব্দগুলির সন্ধি বিচ্ছেদ কর।

শরচ্চন্দ্র, মনোরম, নিরঙ্কুশ, উড্ডীন, চতুষ্পদ, উত্থিত, পরিচ্ছন্ন, ধনুর্দ্ধর, ষষ্ঠ, সন্তুষ্টি, হৃষ্ট, তন্ময়, পরিষ্কৃত, বিচ্ছিন্ন, নিশ্চিন্ত, আবিষ্ক্রিয়া, তেজোরাশি, নীরস, ততোধিক, পুরোভাগ, নির্ব্বিকার, সদাত্মা, দিঙ্মণ্ডল, অহোরাত্র, উল্লাস, নিরাকরণ, যণ্মাস, মনোভঙ্গ, উচ্ছিন্ন, মনস্তাপ, জগদ্বন্ধু, দুর্ভেদ্য, পুনর্যাত্রা, পুনর্জন্ম, তেজস্কর, সদ্গতি, দিগ্গজ, সংসর্গ।

৩৯। বিসর্গ স্থানে চ ছ পরে থাকিলে শ, ট পরে থাকিলে ষ, এবং ত পরে থাকিলে স হয়। যথা, নিঃ—চয়, নিশ্চয়; দুঃ—ছেদ্য, দুশ্ছেদ্য; ধনুঃ—টঙ্কার, ধনুষ্টঙ্কার; দুঃ—তর, দুস্তর; নিঃ—তেজ, নিস্তেজ; মনঃ—তাপ, মনস্তাপ ইত্যাদি।

ণত্ববিধান।

৪০। ঋ র ষ এই তিন বর্ণের পরবর্ত্তী পদমধ্যস্থিত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, তৃণ, ঘৃণা, ঋণ, পূর্ণ, জীর্ণ, কৃষ্ণ, তৃষ্ণা, ইত্যাদি।

৪১। ঋ র ষ এবং তৎপরবর্ত্তী ন এই উভয়ের মধ্যে স্বরবর্ণ

২। নিম্নলিখিত পদগুলির সন্ধি যোজনা কর।

পয়ঃ-নিধি, সম্-দিগ্ধ, বাক্-মনঃ, দুঃ-নাম, সম্-শোধন, সম্-জাত, সৎ-প্রাপ্তি, নিঃ-কর, অয়ঃ-কান্ত, দুঃ-কর্ম্ম, নিঃ-কর্ম্মা, দুঃ-উহ, নিঃ-বন্ধ, চতুঃ-ভুজ, বাক্-দান।

ণত্বসম্বন্ধীয় বিশেষ বিধি।

(ক) সমাস নিষ্পন্ন পদের স্থলে যদি পূর্ব্বপদে ঋ র ষ ও পরপদে ন থাকে তাহা হইলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, দুর্নাম, ত্রিনেত্র, রঘুনন্দন ইত্যাদি; কিন্তু উত্তরায়ণ, পরায়ণ, চান্দ্রায়ণ, নারায়ণ, রামায়ণ, শূর্পণখা, প্রণাম, প্রণয়, প্রণিপাত, প্রণিধান, আম্রবণ, ইক্ষুবণ, খদিরবণ প্রভৃতি শব্দের দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়।

(খ) প্র, নির্, পরি উপসর্গের পরস্থিত কতকগুলি ধাতুর উত্তর কৃৎ-প্রত্যয়ের ন মূর্দ্ধন্য হয় না, যথা, নির্গমন ইত্যাদি।

কল্যাণ কঙ্কণ গুণ শোণ শণ পাণি। বাণ তুণ পণ গণ আপণ বিপণি।
মাণিক্য লাবণ্য গণ বণিক গণিকা। পুণ্য অণু কোণ স্থাণু নিপুণ কণিকা।

বীণা বাণী কণ মণি এ সব ণকার।
স্বাভাবিক ণত্ব বলি আছয়ে প্রচার॥

কবর্গ, পবর্গ, য ব হ ব্যবধান থাকিলেও দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, চরণ, পুরাণ, দারুণ অর্পণ, গ্রহণ, রুক্মিণী, জৃম্ভণ, ব্রাহ্মণ, বিষাণ ইত্যাদি। এতদ্ভিন্ন বর্ণ ব্যবধান থাকিলে মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, রটনা, রচনা, অর্চ্চনা, অর্জ্জুন, মূর্চ্ছনা, দর্শন ইত্যাদি।

৪২। তবর্গ সংযুক্ত দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ক্রান্ত, গ্রন্থ, ক্রন্দন, রন্ধন, নিষ্পন্ন ইত্যাদি।* (১)

৪৩। বাঙ্গালা ভাষায় সংস্কৃত মূলক যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহাদেরই দন্ত্য ন মূর্দ্ধন্য হয় অন্য শব্দের হয় না। যথা, মারেন, করেন, হরেন, জর্ম্মান, তুরান, কোরান ইত্যাদি।

ষত্ব বিধান।

৪৪। অ আ ভিন্ন স্বরবর্ণ অথবা ক কিংবা র এর পরস্থিত পদমধ্যগত প্রত্যয়ের স ও বিসর্গজাত স প্রায়ই মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, ভবিষ্যৎ, শ্রীচরণেষু, মুমূর্ষু, নিষ্কাম। সাৎ প্রত্যয়ের স মূর্দ্ধন্য হয় না। যথা, ভূমিসাৎ, অগ্নিসাৎ, ইত্যাদি।

শব্দ প্রকরণ।

শব্দ।

৪৫। যাহা দ্বারা কোন বস্তু বা বস্তুর বিশেষণ অথবা ক্রিয়ার

---

(১) বিষণ্ণ ক্ষুণ্ণ ইত্যাদি স্থলে হয়।

ষত্বসম্বন্ধী বিশেষ বিধি।

(ক) উপসর্গের ইকার বা উকারের পরস্থিত স্থা, সিচ্, সিধ্, সেব, সদ্, প্রভৃতি ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, প্রতিষ্ঠা, অনুষ্ঠিত, অভিষেক, নিষেধ, নিষেবিত, বিষাদ, বিষণ্ণ ইত্যাদি।

(খ) ভূমি প্রভৃতি শব্দের উত্তর স্থা ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, ভূমিষ্ঠ, গোষ্ঠ, যুধিষ্ঠির, কুষ্ঠ, অঙ্গুষ্ঠ।

(গ) ইকার বা উপকারের পর শাস্ ও বস্ ধাতুর স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, শিষ্য প্রোষিত।

বিশেষণ বোধ হয় তাহাকে শব্দ কহে। যথা, বৃক্ষ, লতা, গো, স্থূল, সূক্ষ্ম, শ্বেত, পীত, শীঘ্র, সতত, হঠাৎ ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি সংস্কৃত মূলক শব্দ অবিকৃত ভাবেই প্রচলিত আছে। যথা, পৃথিবী, ফল, জল, গুণ, দোষ, পাপ, সুখ, ধর্ম্ম ইত্যাদি। আর কতকগুলি সংস্কৃত মূলক মূল শব্দ কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত হইয়াছে। তাহার বিবরণ নিম্নে দর্শিত হইতেছে। যথা,—

(ঘ) সমাস হইলে মাতৃ ও পিতৃ শব্দের পরস্থিত স্বসৃ শব্দের স মূর্দ্ধন্য হয়। যথা, মাতৃষ্বসা, পিতৃষ্বসা।

(ঙ) ষত্ববিধির যে নিয়মাবলী প্রদর্শিত হইল, তাহা, সংস্কৃত মূলক শব্দের জন্য, অন্য শব্দের নিমিত্ত নহে। যথা, কোর্স, বাক্স, সাম্নি প্রভৃতির স মূর্দ্ধন্য হয় না।

(চ) ভাষা, অভিলাষ, পরিতোষ, ঘর্ষণ, দ্বেষ, কর্ষণ, বর্ষা, হর্ষ, রোষ, ঈর্ষ্যা, পোষণ ইত্যাদি শব্দের ষ স্বাভাবিক।

প্রশ্ন।

নিম্নলিখিত পদগুলি যদি অশুদ্ধ থাকে তাহা হইলে শুদ্ধ করিয়া লিখ এবং অশুদ্ধির কারণ নির্দ্দেশ কর। দুর্ণাম, দুর্ণীত, অন্তর্ধান, পরিমাণ, কল্যাণ, দুর্বিসহ, ধুলিষাৎ, আবিস্কার, নিস্কাম, সুস্থপ্ত, বিসণ্ণ, ক্ষুণ্ণ, বেনী, পানি, পরিস্কার, সুশ্রুসা, শিস্য, পর্য্যটণ।

শব্দের বিশেষ বিবরণ।

শব্দ তিন প্রকার। যথা, রূঢ়, যোগরূঢ় ও যৌগিক।

যাহাতে প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগার্থ ভালরূপ বুঝিতে পারা যায় না, অথচ সেই শব্দটী কোন প্রসিদ্ধ অর্থের বোধক হইয়া আসিতেছে, তাহার নাম রূঢ় শব্দ; যেমন, ঘট, পট, গো, অশ্ব ইত্যাদি।

যাহা প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগার্থ অনুসারে অনেককে বুঝাইতে পারে, কিন্তু তাহা না বুঝাইয়া কোন একটী বিশেষ বস্তুর বোধক হয়, তাহার নাম যোগরূঢ়; যথা, পঙ্কজ, জলধি ইত্যাদি।

যাহা কেবল প্রকৃতি প্রত্যয়ের যোগজনিত অর্থের বোধক হয়, তাহার নাম যৌগিক; যেমন, পাচক, খেচর ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনান্ত পুংলিঙ্গ শব্দ।		ব্যঞ্জনান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ।	
মূল শব্দ	প্রচলিত শব্দ	মূল শব্দ	প্রচলিত শব্দ
রাজন্	রাজা,	সখি	সখা,
সম্রাজ্	সম্রাট্,	দিশ্,	দিক্,
বিদ্বস্	বিদ্বান্,	বিপদ্	বিপৎ,
জ্ঞানিন্	জ্ঞানী,	বাচ্	বাক্,
শ্রীমৎ	শ্রীমান্	ক্ষুধ্,	ক্ষুৎ, ইত্যাদি।
জ্ঞানবৎ	জ্ঞানবান্	ব্যঞ্জনান্ত ক্লীবলিঙ্গ শব্দ।	
মায়াবিন্	মায়াবী,	নামন্	নাম,
শর্ম্মন্	শর্ম্মা	জন্মন্	জন্ম,
কুকর্ম্মন্	কুকর্ম্মা,	অহন্	অহঃ
বণিজ্	বণিক্ ইত্যাদি।	পয়স্	পয়ঃ
		ধনুস্	ধনুঃ
		উপযোগিন্	উপযোগী ইত্যাদি।

সর্ব্বনাম শব্দ।

যদ্	যিনি,	যে,	যাহা
তদ্	তিনি	সে,	তাহা
অদস্	উনি,	উহা,	ঐ
ইদম্ / এতদ্	ইনি	ইহা	এই
কিম্	কে ইত্যাদি।		

৪৬। আহ্বান করাকে সম্বোধন কহে। যে পদের দ্বারা কাহাকেও সম্বোধন করা হয় তাহার নাম সম্বোধন পদ।

সম্বোধন পদের এক বচনের রূপ করিতে হইলে কোন কোন স্থলে মূল শব্দের রূপান্তর হয়। যথা,—

শব্দ	সম্বোধনের এক বচন।
লতা	লতে!
সখি	সখে!
গৌরী	গৌরি!
প্রভু	প্রভো!
সুভ্রূ	সুভ্রু!
পিতৃ	পিতঃ!
মাতৃ	মাতঃ!
বিধাতৃ	বিধাতঃ!
শ্রীমৎ	শ্রীমন্!
বিদ্বস্	বিদ্বান্!

পদ্যে সম্বোধনের এক বচনে কখন প্রথমার একবচনের ন্যায় কখন বা সম্বোধনের একবচনের ন্যায় পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

যথা, "হে মৃত্যু তুমি তার সরণি নিশ্চিত";
"পড়ে কি যমুনে মনে গঙ্গার কুমারে";
"পর্ব্বত দুহিতা নদি দয়াবতী তুমি" ইত্যাদি।

বিভক্তি। (১)

বিভক্তি দুই প্রকার, শব্দ বিভক্তি ও ধাতু বিভক্তি।

শব্দের উত্তর কে, তে প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয়ের যোগ হয় তাহাদিগকে শব্দ বিভক্তি কহে। বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর হইতেছে, ইতেছি প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয় তাহাদিগকে ধাতু বিভক্তি কহে। (২)

---

(১) যাহার দ্বারা সংখ্যাদির বোধ হয় তাহার নাম বিভক্তি।
(২) ধাতুর ও শব্দের উত্তর যাহা প্রয়োগ করা হয়, তাহার নাম প্রত্যয়।

বিভক্তি সাত প্রকার ; যথা, প্রথমা, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী , প্রত্যেক বিভক্তির দু দুই বচন আছে। যথা—একবচন ও বহুবচন। (১) মৃগ, মৃগেরা। এস্থানে "মৃগ" এই পদের একবচন বিভক্তি দ্বারা একটি মৃগ এবং মৃগেরা এই পদের বহুবচন বিভক্তি দ্বারা বহু মৃগ বুঝাইতেছে। (২)

বিভক্তির আকার।

	একবচন	বহুবচন।
প্রথমা	০ (৩)	রা (৪)
দ্বিতীয়া	কে, রে,	দিগকে
তৃতীয়া	এ, দ্বারা, দিয়া, কর্ত্তৃক	দিগের দ্বারা, সমূহ দ্বারা
চতুর্থী	কে, রে (৫)	দিগকে

(১) সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার, একবচন, দ্বিবচন ও বহুবচন। বাঙ্গালা ভাষায় দ্বিবচনের প্রয়োগ নাই বলিয়া উহা উপেক্ষিত হইল।

(২) জাতি বুঝাইলে বহুবচনের স্থলেও একবচনের প্রয়োগ হয়। যথা, সিংহ পশুর রাজা, কুকুর প্রভুভক্ত ইত্যাদি।

(৩) প্রথমা বিভক্তির একবচনের কোন আকৃতি নাই। যেখানে প্রথমা বিভক্তির একবচনের প্রয়োগ হয় তথায় যেমন শব্দ তেমনি থাকে, কেবল অর্থানুসারে প্রথমা বিভক্তির বোধ হয়। যথা, ব্যাঘ্র ডাকিতেছে ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে প্রথমা বিভক্তির স্থানে কে, এ, র প্রভৃতি বিভক্তিরও যোগ হয় ; যেমন—আমাকে অবশ্য যাইতে হইবে, লোকে বলে, তোমার এই কর্ম্ম করিতে হইবে ইত্যাদি।

(৪) বহুবচনে অনেক স্থানে রা এই বিভক্তির পরিবর্ত্তে সকল, সমূহ, গণ, চয়, কুল, সমুদায়, বৃন্দ, রাশি, গুলা, গুলি ইত্যাদি বহুবচনবোধক শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, লোক সকল যাইতেছে ইত্যাদি। অচেতন পদার্থ স্থলে প্রায় বহুবচনে রা বিভক্তি হয় না, তৎপরিবর্ত্তে সকল, সমূহ, গুলা, গুলি ইত্যাদি বহুবচন সূচক শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

(৫) দ্বিতীয়া ও চতুর্থী বিভক্তির আকার গত কোন ভেদ নাই, কেবল কারকের ভেদ আছে বলিয়া পৃথকরূপে নির্দ্দেশ করা হইল।

	একবচন	বহুবচন।
পঞ্চমী	হইতে	দিগের হইতে, সমূহ হইতে
ষষ্ঠী	র, এর	দিগের
সপ্তমী	তে, এ, য়	সমূহে।

পদ।

৪৭। বাক্যের এক একটি অংশকে পদ কহে। (১) যথা, রাম বিদ্যালয়ে গিয়াছেন। এখানে রাম, বিদ্যালয়ে, গিয়াছেন, এই তিনটি পদ।

পদ পাঁচ প্রকার, যথা, বিশেষ্য, সর্ব্বনাম, ক্রিয়া, বিশেষণ ও অব্যয়।

বিশেষ্য পদ।

৪৮। পদার্থের নামকে বিশেষ্য কহে। (২) যথা, পৃথিবী, জল প্রস্তর, রূপ, রস, গন্ধ, গমন, ভোজন, হস্তী, অশ্ব, কলিকাতা, রাম, শ্যাম, ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদের বিশেষ বিবরণ।

ক। শ্বেত, পীত, লোহিত প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ্য পদ কখন কখন বিশেষণ হয়। উহাদের অর্থ, যখন বর্ণমাত্র হয়, তখন উহারা বিশেষ্য; যথা, কার্পাসের বর্ণ কেমন? এই প্রশ্নের উত্তর শুক্ল, এই স্থলে শুক্ল পদটী বিশেষ্য।

---

(১) পদের এইরূপ লক্ষণ বলিলে বালকদিগের বুঝিবার পক্ষে সহজ হয়; কিন্তু বৈয়াকরণ মতে ঐরূপ লক্ষণে অন্যোন্যাশ্রয় দোষ ঘটে এজন্য বিভক্তিযুক্ত শব্দকে পদ বলে এইরূপ লক্ষণ করাই উচিত।

(২) বিশেষ্য পদ পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত; যথা—

(ক) দ্রব্যবাচক—স্বর্ণ, রৌপ্য, মৃত্তিকা, জল, বায়ু আকাশ ইত্যাদি।

(খ) গুণবাচক—সুখ, দুঃখ, ভক্তি, ক্রোধ, লোভ, ইত্যাদি।

(গ) ক্রিয়াবাচক—আকর্ষণ, গমন, শ্রবণ, হওন, উত্তোলন ইত্যাদি।

(ঘ) জাতিবাচক—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ ইত্যাদি।

(ঙ) সংজ্ঞাবাচক—রাম, গঙ্গা ইত্যাদি।

কিন্তু শুক্ল বস্ত্র বলিলে শুক্ল শব্দের অর্থ শুক্লবর্ণবিশিষ্ট, সুতরাং এ স্থলে শুক্ল পদটি বিশেষণ। অতএব শুক্লাদি শব্দ যখন গুণবাচক হইবে, তখন বিশেষ্য এবং যখন গুণবিশিষ্ট এই অর্থে প্রযুক্ত হইবে তখন বিশেষণ। কিন্তু বঙ্গভাষায় ঐ শুক্লাদি শব্দ প্রায়ই বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কেবল নিম্নলিখিত উদাহরণগুলিতে শ্বেতাদি শব্দ বিশেষ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা, নীল পীত, লোহিত এই তিনটি মূল বর্ণ। পীতের আভাযুক্ত গাঢ় নীল পিঙ্গলবর্ণ। মকুকল হইতে লোহিতের আভা দেখা যাইতেছে ইত্যাদি।

খ। "অতিশয়" এই পদটি বাঙ্গালা ভাষায় কখন বিশেষ্য কখন বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, "লক্ষ্মণ এইরূপ আগ্রহাতিশয় সহকারে কারণ জিজ্ঞাসু হইলে" এই স্থলে অতিশয় শব্দটি বিশেষ্য। "আমি তাঁহার নির্ব্বন্ধাতিশয় অতিক্রম করিতে পারিলাম না।" এস্থলেও অতিশয় শব্দটি বিশেষ্য। অদ্য অতিশয় বৃষ্টি হইয়াছে। এ স্থলে অতিশয় শব্দটি বিশেষণ।

গ। অর্থভেদেও একটি শব্দ কখন বিশেষ্য কখন বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, তনু পদটি শরীরবাচক হইলে বিশেষ্য ও সূক্ষ্ম অর্থ বুঝাইলে বিশেষণ। যথা,—

তরঙ্গিণী তনু তনু শরদাগমনে,
নিরখি নয়নে আমি নিরখি নয়নে। সদ্ভাবশতক।

ঘ। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ্য পদ কখনও বিশেষ্য কখনও বিশেষণ রূপে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যেমন—গোপাল ব্রাহ্মণ নতুবা তাঁহাকে বিলক্ষণ শিক্ষা দিতাম। এস্থলে "ব্রাহ্মণ" পদটি গোপালের বিশেষণ। বর্ণের মধ্যে ব্রাহ্মণই শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। এস্থলে ব্রাহ্মণ পদটি বিশেষ্য।

ঙ। এক দুই তিন প্রভৃতি কতকগুলি সংখ্যাবাচক পদের অর্থ যখন সংখ্যা মাত্র হয়, তখন উহারা সংখ্যাবাচক বিশেষ্য, আর যখন উহারা কোন পদের সংখ্যাবোধক হয়, তখন উহারা বিশেষণ, অর্থাৎ সংখ্যা অর্থ হইলে বিশেষ্য ও অন্ত পদের সংখ্যাবোধক হইলে বিশেষণ হইবে। যখন এক দুই তিন ইত্যাদি শব্দ দ্বারা কোন বস্তুর সংখ্যা নিরূপণ করি তখন ঐ সকল শব্দ বিশেষ্য। আর যখন এক পুরুষ, দুই বালক ও তিন বালিকা এইরূপ প্রয়োগ করি, তখন ঐ এক দুই ও তিন ইত্যাদি পদ অন্ত পদের সংখ্যাবোধক হওয়াতে বিশেষণ। *

* বিশেষ্য বিশেষণ প্রভৃতি পদের পরিচয় করিতে হইলে সেই সেই পদের অর্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, অর্থ না বুঝিলে কদাচ পদ পরিজ্ঞান হয় না। অতএব যাহাতে বালকগণের অর্থ বোধ হয় তদ্বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়েরা বিশেষ মনোযোগ করিবেন।

সর্ব্বনাম।

৪৯। বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে যে পদ ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম সর্ব্বনাম।

একটি শব্দ বার বার প্রয়োগ করিলে শ্রুতিকটু হয় এই নিমিত্ত সর্ব্বনাম পদের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা, রাম অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছিলেন, রামের শাসনগুণে সাধারণে সুখে সময়াতিপাত করিত। রাম পিতৃভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন। রামের অলৌকিক কার্য্য সকল রামকে চিরস্মরণীয় করিয়াছে। এই সকল স্থলে পুনঃ পুনঃ রাম পদের প্রয়োগ করিলে শ্রুতিকটু দোষ হয়, ঐ দোষ পরিহারার্থ তাঁহার, তিনি ও তাঁহাকে এই পদ সকল ব্যবহার করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

সর্ব্বনাম পদ।

সকল, উভয়, একতর, অন্য, অন্যতর, ইতর, এক, যথা, তথা, যেখানে, সেখানে, যত, তত, যখন, তখন, আমি, তুমি, তিনি, সে, যিনি, যে, আমা, তোমা, তাহা, যাহা, ইহা, কাহা, উহা, এই, সেই, উনি, ইনি, কে, আপনি, ইত্যাদি পদ সকল সর্ব্বনাম। যথা—

ক। এখানে হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান্ আছেন; আমি প্রস্তাব করিতেছি, সকলে মিলিয়া ঈশ্বরের গুণ গান করুন। এ স্থলে "সকলে" পদটি, হিন্দু, মুসলমান ও খ্রীষ্টীয়ান্ পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

প্রশ্ন।

১। বিশেষ্য কাহাকে কহে?

২। কতকগুলি এইরূপ বিশেষ্য পদ দেখাও যাহারা কখন বিশেষ্য ও কখন বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়।

৩। ঈশ্বর শব্দটী কোন্ স্থলে বিশেষ্য ও কোন্ স্থলেই বা বিশেষণ হইতে পারে, বাক্য রচনা করিয়া দেখাও।

খ। রাম ও হরি ভ্রমণ করিতে গিয়াছেন, তুমি উভয়কেই লইয়া আসিবে, এই স্থলে "উভয়" শব্দ রাম ও হরির পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

গ। পিতা তিরস্কার করিতেছেন, মাতা দুঃখ পাইতেছেন ও অন্যেরা অসাবধান বলিয়া কত নিন্দা করিতেছে। এস্থলে "অন্যেরা" এই পদটি পিতা মাতা ভিন্ন অপর লোক সকলের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

ঘ। আমি এই শেষোক্ত তরুর ন্যায় সারবান্ বৃক্ষ আর একটিও দৃষ্টি করি নাই। এখানে "একটি" এই পদটি বৃক্ষের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

ঙ। হয় রাম নয় শ্যাম, ইহাদের অন্যতর যাইবে। এস্থলে "অন্যতর" পদটি রাম বা শ্যামের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে।

চ। যিনি, তিনি প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদ সকল কখন কখন কাহারও পরিবর্ত্তে না বসিয়া কোন প্রসিদ্ধ অর্থের বোধক হইয়া থাকে। যেমন—যিনি সৃষ্টিস্থিতিলয়কর্ত্তা এবং সর্ব্বজীবের আহারদাতা ও রক্ষাকর্ত্তা, তিনি তোমার মঙ্গল করুন; এখানে "যিনি" ও "তিনি" পদ প্রসিদ্ধ ঈশ্বরকে বুঝাইতেছে।

ছ। বাঙ্গালা ভাষায় সমাসনিষ্পন্ন, তদ্ধিতনিষ্পন্ন ও কৃদন্ত কতকগুলি পদে সংস্কৃত সর্ব্বনাম শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা.—যৎকালে, তৎকালে, সর্ব্বত্র, মদীয়, মাদৃশ, এতাদৃশ ইত্যাদি।

জ। তুই মুই প্রভৃতি সর্ব্বনাম পদ সকল কখনও অপকর্ষ কখন বা আক্ষেপাদির বোধক হয়, কিন্তু পুত্রাদির পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইলে স্নেহবোধক হইয়া থাকে। যেমন—তুই নির্ব্বোধ, মুই চাষা ইত্যাদি স্থলে অপকর্ষ বোধ হইতেছে। গোপাল! আজ তুমি গোচারণে যাস্ না। এই স্থলে স্নেহসূচক।

ঝ। তব, মম, সর্ব্বত্র প্রভৃতি সংস্কৃত বিভক্তিযুক্ত সর্ব্বনাম শব্দ বাঙ্গালায় অনেক স্থলে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমত—তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন। তব ও মম পদ প্রায় পদেই ব্যবহৃত হয়। যথা—

কত যে শকতি তব বলা নাহি যায়,
স্বর্গের সুষমা দেবি! দেখ ও ধরায়। ইত্যাদি।

ক্রিয়া।

৫০। যাহা দ্বারা হওয়া বা করা বুঝায়, তাহার নাম ক্রিয়া। যথা, বৃষ্টি হইতেছে, বাটী নির্ম্মাণ করিতেছে ইত্যাদি।

সমাপিকা ও অসমাপিকা ভেদে ক্রিয়া দুই প্রকার।

৫১। যাহার প্রয়োগে বাক্য সমাপ্ত হয়, তাহার নাম সমাপিকা। যথা, রাম ভাত খাইতেছে; এ স্থলে খাইতেছে এই

ক্রিয়াপদের প্রয়োগে বাক্য শেষ হইল, অন্ত পদের অপেক্ষা নাই, এই নিমিত্ত উহা সমাপিকা।

৫২। যে ক্রিয়ার প্রয়োগে বাক্য শেষ হয় না, তাহার নাম অসমাপিকা। যথা, খাইতে, খাইয়া ইত্যাদি।

বিশেষণ।

৫৩। যে পদ বিশেষ্য পদের গুণ বা অবস্থা প্রকাশ করে, তাহাকে বিশেষণ কহে। যথা, উত্তম ফল, সূক্ষ্ম বস্ত্র, মৃদু গতি, বিদ্বান্ মনুষ্য ইত্যাদি। এ স্থলে উত্তম, সূক্ষ্ম, মৃদু ও বিদ্বান্ পদ যথাক্রমে ফল, বস্ত্র, গমনক্রিয়া ও মনুষ্যের গুণ প্রকাশ করিতেছে, এজন্য উহারা বিশেষণ। *

বিশেষণের বিশেষ বিবরণ।

(ক) যেখানে বিশেষ্য পদের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম পদের প্রয়োগ হয়; তথায় বিশেষণ পদ সর্ব্বনামের গুণ ও অবস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে। যথা,—তিনি অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ছিলেন। এখানে "বিদ্বান্" এই পদটি তিনি এই সর্ব্বনামের গুণ প্রকাশ করিতেছে। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন, তিনিই ঈশ্বর এবং সর্ব্বনিয়ন্তা", "আমি অতি হতভাগা, তুমি এরূপ কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিবে কেন?" ইত্যাদি উদাহরণে সর্ব্বজ্ঞ প্রভৃতি বিশেষণগুলি যিনি প্রভৃতি সর্ব্বনামের গুণ প্রকাশ করিতেছে।

(খ) যে বিশেষণের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় হয়, তাহা বিশেষ্য পদের পরে স্থাপিত হয়; তদ্ভিন্ন বিশেষণ বিশেষ্যের পূর্ব্বে বসে। যথা, তোমাকে দেখিলে আমার অন্তরাত্মা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ রসে অভিষিক্ত হয়। এস্থানে অনির্ব্বচনীয়

---

* উদ্দেশ্য বিধেয় স্থলে বিধেয় পদকে বিধেয় বিশেষণ কহে। যদি কোন বস্তুকে অন্য বস্তুর স্বরূপ করিয়া বর্ণন করা যায়, তবে যে বস্তুকে বর্ণন করা যায় উহা উদ্দেশ্য এবং যাহার স্বরূপ করিতে হয় তাহাকে বিধেয় কহে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় পদের লিঙ্গ বিভিন্ন হইতে পারে কিন্তু কারক অভিন্ন হইয়া থাকে। যথা, "হে জগদীশ্বর! এই ঘোর ভবার্ণবে তুমিই একমাত্র তরণি!" এস্থলে তুমি এই পদকে তরণি করিয়া বর্ণন করা হইতেছে সুতরাং তুমি উদ্দেশ্য ও তরণি বিধেয়, তুমি পদের অর্থ ঈশ্বর সুতরাং পুংলিঙ্গ, বিধেয় পদ তরণি স্ত্রীলিঙ্গ কিন্তু উভয় পদই কর্ত্তৃকারক।

এই বিশেষণ পদটি আনন্দ রস এই বিশেষ্য পদের পূর্ব্বে বসিয়াছে এবং 'হয়" এই ক্রিয়ার সহিত অন্বয় আছে বলিয়া অভিষিক্ত এই বিশেষণটি অন্তরাত্মা এই বিশেষ্য পদের পরে বসিয়াছে।

(গ) সর্ব্বনাম পদের বিশেষণ প্রায়ই সর্ব্বনামের পরে যুক্ত হয়। যথা তুমি ভদ্র; তিনি বুদ্ধিমান; সে মূর্খ ইত্যাদি। কোন কোন স্থলে সর্ব্বনাম শব্দের পূর্ব্বেও বিশেষণের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, মূর্খ তুমি নতুবা ঈদৃশ কুপথে পদার্পণ করিবেন কেন। অক্ষম আমি কবি-কীর্ত্তি লাভে অভিলাষী হইয়াছি। অপেক্ষাকৃত শ্রুতিমধুর হয় বলিয়া পদ্যে ইহার ভূরি ভূরি প্রয়োগ আছে; যথা,—

"হে ঈশ্বর! প্রেমময় নামটী তোমার,
পাপী আমি, তাই ভয় হ'তেছে আমার।"

(ঘ) বিশেষ্য পদের লিঙ্গ অনুসারে বিশেষণ পদের লিঙ্গ হইয়া থাকে। যথা, সুন্দর বালক, সুন্দরী বালিকা।

(ঙ) বিশেষণ পদের বচন, পুরুষ ও কারক বলিবার প্রয়োজন নাই। যথা, বুদ্ধিমান্ বালককে সকলে ভালবাসে; এস্থলে বুদ্ধিমান এই পদটি বালকের বিশেষণ এইরূপ বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

(চ) শ্রুতিকটু দোষ পরিহারার্থ প্রয়োগকর্ত্তা স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পদকে প্রায়ই পুংলিঙ্গের বিশেষণ পদের ন্যায় প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যথা, তাঁহার বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ; মাতা সন্তানের প্রতি কখন নির্দ্দয় নহেন ইত্যাদি স্থলে তীক্ষ্ণা ও নির্দ্দয়া এরূপ না বলিয়া পুংলিঙ্গের ন্যায় প্রয়োগ করা হইয়াছে।

(ছ) কতকগুলি সর্ব্বনাম পদ কখন কখন বিশেষণ হইয়া থাকে। যেমন, অন্য স্থান, সকল লোক, ইতর জাতি, এক পুরুষ, উভয় লোক, সেই সময়, এই ব্যক্তি ইত্যাদি স্থানে অন্য সকল ইতর প্রভৃতি পদগুলি স্থান লোক ও জাতি ইত্যাদি পদের বিশেষণ।

(জ) কোন কোন বিশেষণ শব্দ কখন কখন বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। যথা, দরিদ্রের সুখ কোথায়; সকলের অনুরোধ রক্ষা করা উচিত নহে; দশের মত লইয়া কার্য্য করা উচিত; দুরাত্মার ছলের অভাব নাই; বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্য; মূর্খের কোথাও আদর নাই; তিনি এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন; ইত্যাদি স্থলে দরিদ্র, সকল, দশ, দুরাত্মা, বিদ্বান্, মূর্খ ও মন্তব্য পদগুলি বিশেষণ হইলেও বিশেষ্যের ন্যায় ব্যবহৃত হইয়াছে।

(ঝ) অত্যন্ত কাঁপিতেছে; অতিশয় নড়িতেছে; সর্ব্বদা বা সদা বহিতেছে; পুনর্ব্বার বা পুনঃ আসিতেছে; অগ্রে যাইতেছে; পশ্চাৎ আসিতেছে; নিশ্চয় বলিতেছে; এমন বা এরূপ বা সেরূপ করিতেছে; স্বরূপ বা সত্য বা যথার্থ

বা মিথ্যা কহিতেছে ; অমনি জাগিয়া উঠিল ; কদাচ যাইব না ; অবশ্য দিব ; বরং যাইব ; তথাচ বা তবু গাইব না, তবে সর ; তথাপি শুনিব না ইত্যাদি স্থলে অত্যন্ত, অতিশয় প্রভৃতি পদগুলি ক্রিয়া-বিশেষণ।

(ঞ) কতকগুলি ক্রিয়া বিশেষণের দ্বিত্ব হয়। যথা, পুনঃ পুনঃ বা ভূয়োভূয়ঃ বা মুহুর্মুহুঃ বলিতেছে ; মন্দ মন্দ বা ধীরে ধীরে বহিতেছে ; উপর্য্যুপরি পড়িতেছে ; বার বার কাঁপিতেছে ; ক্রমে ক্রমে বুঝিতেছে ; কথায় কথায় বা কাণে কাণে বলিতেছে ; অল্পে অল্পে বা আস্তে আস্তে যাইতেছে ; গদ্গদস্বরে কহিতেছে ; আধ আধ বচনে নিবেদন করিতেছে ইত্যাদি।

(ট) বিশেষণ ও সর্ব্বনাম শব্দের পর "রূপ" এই পদ যোগ করিলে ক্রিয়া-বিশেষণ হয়। যথা—উত্তমরূপে, বিশিষ্টরূপে, বিশেষরূপে, বিশুদ্ধরূপে, নির্দ্দয়রূপে, বিশদরূপে, এইরূপে সেইরূপে, কিরূপে, যেকোনরূপে যেরূপে ইত্যাদি।

(ঠ) অনেক স্থলে বহুব্রীহি সমাস-নিষ্পন্ন পদ ক্রিয়া-বিশেষণ হয় ; যথা, সহবাসসুখে, বিদ্যাপ্রভাবে, চিত্তবিনোদনার্থে, আহরার্থে, অনুরঞ্জনানুরোধে, সহাস্যমুখে, অবিলম্বে, গদ্গদবচনে ইত্যাদি। "রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন ও অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়াছেন।" অবিরল ধারায় বৃষ্টি পড়িতে লাগিল ইত্যাদি।

(ড) পূর্ব্ব পুরঃসর প্রভৃতি শব্দ পরে থাকিলে বিশেষণ পদ সকল একারান্ত হয় না। যথা, বিনয়পূর্ব্বক, দৃষ্টিসঞ্চারণপূর্ব্বক, অশ্রুবারিবিসর্জ্জনপূর্ব্বক, সম্মানপুরঃসর, সম্ভাষণপুরঃসর ইত্যাদি।

(ঢ) পদ্যে কতকগুলি বিশেষ্য পদ কখন কখন ক্রিয়া-বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা ;—

"হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজি
মাতৃসম নিত্য যারে, সেবিতে আদরে।
সমদুঃখে সদা তুমি কাঁদিতে হেরিলে
অশ্রুময় এ নয়ন, মুছিতে যতনে" মেঘনাদবধ।

"অথবা ক্ষুধার্ত্ত ব্যাঘ্র কুরঙ্গ কাননে
করে যদি দরশন, দলি গুল্মলতা বন,
তীরবৎ ছোটে বেগে মৃগ আক্রমণে।" পলাশির যুদ্ধ।

এই সকল স্থলে আদরে, যতনে ও বেগে এই বিশেষ্য পদগুলি ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অব্যয়।

৫৪। যে সকল শব্দের লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও কারক নাই,

কেবল বাক্যের এক একটি বিশেষ ভাব ব্যক্ত করিবার জন্য যাহাদের প্রয়োগ হয় তাহাদিগকে অব্যয় শব্দ কহে। যথা—

আর, ও, যেমন, কেমন, তেমন, কিংবা, বাহবা, সাবাস, আহামরি, কি, যবে, তবে, কবে, যেন, তবু, কভু, তাই, যাই, কেন, কেননা, আজি, কালি, বটে, কোথা, কথন, না, যেহেতু, নহিলে, এপ্রযুক্ত, ছি, উহু, আহা, হায়, হে, অয়ি, যে ইত্যাদি শব্দগুলি এবং প্র, পরা, অপ, সম্, নি, অব, অনু, নির্, দুর্, বি, অধি, সু, উৎ, পরি, প্রতি, অভি, অতি, অপি, উপ, আ, এই কুড়িটী উপসর্গ অব্যয়।

ক। যে সকল অব্যয়, পদ বা বাক্যের পরস্পর যোজনা করিয়া দেয়, তাহাদের নাম সংযোজক অব্যয়; যথা,—এবং, ও, অথচ, আর, আরও, কিন্তু ইত্যাদি। যথা,—রাম এবং শ্যাম যাইতেছে। অন্ন ও বস্ত্র দান কর। তুমি এই পদ অধিকার করিয়া থাকিবে অথচ পদের উপযুক্ত কার্য্য করিবে না ইহা কিরূপে হইতে পারে? ইত্যাদি।

প্রশ্নাবলী।

১। বিশেষণ কাহাকে কহে?

২। উদ্দেশ্য ও বিধেয় কাহাকে কহে? উদাহরণের সহিত বুঝাইয়া দাও, নিম্নলিখিত বাক্যগুলির মধ্যে কোন্ পদগুলি উদ্দেশ্য ও কোন্ পদগুলি বিধেয়?

আশাই দুঃখ নিবারণের উপায়; জ্ঞানই পরম ধন; পরমায়ু পরম ঔষধ; পিতাই ধর্ম্ম॥

৩। কহিতেছে, যাইতে, গাইতেছে, জ্বলিতেছে, পড়িতেছে, মারিতেছে, কাঁদিতেছে, এই সকল ক্রিয়া পদের এক একটি বিশেষণ দাও।

৪। কোন্ কোন্ বিশেষ্য পদ বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হয় তাহার দুইটি উদাহরণ দেখাও।

খ। কতকগুলি অব্যয়, পদ বাক্য প্রভৃতির পৃথক্‌ভাবে অন্বয় করিয়া দেয়, তাহাদের নাম বিয়োজক অব্যয়। যেমন,—বা, অথবা, কিংবা, নতুবা, কি, হয়, নয়, নয়ত, নহিলে, নচেৎ, অন্যথা, ইত্যাদি। যথা, রাম বা শ্যাম যাইবে ইত্যাদি।

গ। কতকগুলি অব্যয়, কথিত অর্থের সঙ্কোচ করে, এই নিমিত্ত তাহাদের নাম সঙ্কোচক অব্যয়। যেমন,—কিন্তু, পরন্তু, বরং ইত্যাদি। হরি বুদ্ধিমান্ বটে, কিন্তু ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারেন নাই ইত্যাদি।

ঘ। কতকগুলি অব্যয়, বিস্ময়, শোক, হর্ষ বিরক্তি প্রভৃতি আন্তরিক ভাবকে প্রকাশ করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে ভাবব্যঞ্জক বা বিস্ময়াদিসূচক অব্যয় কহে। যেমন,—আহা, অহো, হায়, মরি মরি, উঃ, ছিছি, রাম রাম, ধন্য ধন্য ইত্যাদি। যথা,—আহা। কি সুন্দর চিত্রিত রহিয়াছে। ইত্যাদি।

ঙ। কতকগুলি অব্যয়, উপমাসূচক। যেমন—যথা, তথা, ন্যায়, বৎ, যেমন, তেমন, যেরূপ, সেরূপ ইত্যাদি। যথা—রাম শ্যামের ন্যায় সুন্দর নহেন।

চ। প্রত্যুত বরং প্রভৃতি অব্যয় বৈপরীত্যসূচক। যথা—লাভ দূরে থাকুক, প্রত্যুত ক্ষতি হইয়াছে।

ছ। কতকগুলি অব্যয় অব্যক্ত শব্দের অনুকরণ করে, এই নিমিত্ত তাহাদিগকে অনুকরণ অব্যয় কহে। যেমন কচ্ কচ্, টক্ টক্, ঠক্ ঠক্, টিক্ টিক্, ঝন্ ঝন্, টং টং, ইত্যাদি।

জ। কতকগুলি অব্যয় একত্ব সংখ্যা বোধক ও কতকগুলি বহুত্ববোধক। একত্ব-বোধক, যেমন,—খানা, খানি, টা, টি ইত্যাদি। বহুত্ববোধক, যেমন,—গুলা, গুলি ইত্যাদি।

ঝ। টা, টি, গাছা, গাছি, খানা, খানি ইত্যাদি অব্যয় শব্দ কখন কখন সংখ্যাবাচক পদের উত্তরও ব্যবহৃত হয়। যেমন,—একটা, দুইটি, তিন গাছা, চারি খানা ইত্যাদি।

ঞ। কতকগুলি অব্যয় সম্বোধনবোধক। যেমন,—হে, ভোঃ, অয়ি, রে ইত্যাদি।

বিশেষ্য পদের বচন, পুরুষ, লিঙ্গ ও কারক আছে।

পুরুষ।

৫৫। বিশেষ্য পদের নাম পুরুষ।

পুরুষ তিন প্রকার;—উত্তম, মধ্যম ও প্রথম

আমি উত্তম পুরুষ, তুমি মধ্যম পুরুষ, এতদ্ভিন্ন সমস্ত বিশেষ্য পদই প্রথম পুরুষ। যথা, আপনি, মনুষ্য, পৃথিবী, বৃক্ষ, জল ইত্যাদি।

৫৬। বিশেষণ যদি বিশেষ্যের ন্যায় প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে সেই বিশেষণ পদেরও বচন, পুরুষ ও কারক থাকে। যেমন, বিদ্বানেরা সকলের আদরণীয় হন, এস্থলে বিদ্বান্ প্রথম পুরুষ, বহুবচন ও কর্ত্তাকারক এইরূপ বলিতে হইবে।

লিঙ্গ।

৫৭। যাহাদ্বারা কোন একটি জাতির (১) বোধ হয় তাহাকে লিঙ্গ কহে। (২) যথা, হংস, মৃগী, পুষ্প।

লিঙ্গ তিন প্রকার—পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ। (৩)

---

(১) আকৃতি বা অবয়ব দ্বারা যে পদার্থের বোধ হয়, তাহাকে জাতি কহে, যেমন,—গো, অশ্ব, মনুষ্য, পক্ষী ইত্যাদি, ইহা ভিন্ন, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ঔপাধিক জাতি আছে।

(২) সকল শব্দই পুরুষ, স্ত্রী বা ক্লীবজাতিবিশিষ্ট অর্থের বাচক হইয়া থাকে, অর্থাৎ "মানুষ" এই শব্দটির প্রয়োগ করিলে কেবল মনুষ্যকে বুঝায় না, পুরুষ-জাতিবিশিষ্ট মনুষ্যকে বুঝায়। সেইরূপ "মানুষী" এই শব্দটির প্রয়োগ করিলে স্ত্রী-জাতি-বিশিষ্ট মনুষ্যকে বুঝায়। জল এই শব্দ দ্বারা স্ত্রী-পুং ভিন্ন ক্লীব জাতি বিশিষ্ট জল, অর্থাৎ তরল পদার্থ বিশেষকে বুঝায়। অতএব শব্দ মাত্রেরই লিঙ্গ আছে।

(২) বঙ্গভাষায় পদের রূপ দেখিয়া পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গের ভেদ করা যায় না। অতএব যে সকল শব্দ শ্রবণমাত্র পুরুষ জাতির বোধক হয়, তাহারাই পুংলিঙ্গ, তদ্ভিন্ন ক্লীবলিঙ্গ এইরূপ বলিতে হইবে। অর্থ দ্বারা স্ত্রীজাতির বোধক না হইলেও ভূমি, জ্যোৎস্না, নদী, নৌকা, রাত্রি, লজ্জা প্রভৃতি যে সকল শব্দ ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গ রূপে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে, তাহাদিগকেও অবশ্য স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। মক্ষিকা, পুত্তলিকা, পিপীলিকা প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ, অর্থাৎ উহাদের পুংলিঙ্গের রূপ নাই।

পুংলিঙ্গ।

৫৮। যে শব্দ দ্বারা পুরুষ জাতির বোধ হয়, তাহারা পুং-লিঙ্গ। যথা, মনুষ্য, অশ্ব, বৃষ, সিংহ, দেব, পুত্র ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ।

৫৯। যে শব্দ স্ত্রীজাতির বোধক, তাহা স্ত্রীলিঙ্গ। যথা, মালতী, হংসী, গাভী, বালিকা, দেবী ইত্যাদি। (১)

ক্লীবলিঙ্গ।

৬০। যে শব্দের দ্বারা, পুরুষ কি স্ত্রী, কোন জাতির বোধ হয় না, তাহাকে ক্লীবলিঙ্গ কহে। যথা, ফল পুষ্প ইত্যাদি।

সাধারণতঃ বঙ্গভাষায় পুংলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ অনুসারে শব্দের রূপভেদ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না, কেবল কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক কোন কোন স্থলে ভেদ করিয়াছেন। যথা,—মন অতি মহৎ, পুস্তকখানি পাঠোপযোগী ইত্যাদি স্থলে মন ও পুস্তক শব্দ ক্লীবলিঙ্গ বলিয়া তাহাদের বিশেষণ মহৎ ও পাঠোপযোগী এইদুইটীও ক্লীবলিঙ্গ হইয়াছে। বস্তুতঃ ফল, পুষ্প, দধি, দুগ্ধ, মধু প্রভৃতিকে পুরুষ বলিয়া স্বীকার করা কোন ক্রমেই সঙ্গত বোধ হয় না; একারণ বঙ্গভাষায় ক্লীবলিঙ্গ পরিত্যাগ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

স্ত্রীলিঙ্গ প্রত্যয়।

৬১। সচরাচর অকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ (আপ্) হয়। (২) যথা, দীন-আ দীনা! এইরূপ দুর্ব্বলা, মলিনা, কৃশা, অধীনা (৩), কাতরা ইত্যাদি।

৬২। অকভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে আ হয় এবং অক-

---

(১) কাশী, কাঞ্চী, উজ্জয়িনী প্রভৃতি কতিপয় নগরবাচক শব্দ ও গঙ্গা, গোদাবরী, কৃষ্ণা, নর্ম্মদা প্রভৃতি কতিপয় নদীবাচক শব্দ স্বভাবতঃ স্ত্রীলিঙ্গ।

(২) সংস্কৃত ভাষায় কলত্র শব্দ ক্লীবলিঙ্গ ও দার শব্দ পুংলিঙ্গ। কিন্তু ঐ দুই শব্দে বিবাহিতা স্ত্রীকে বুঝায় বলিয়া বঙ্গভাষায় ইহাদিগকে স্ত্রীলিঙ্গ বলাই কর্ত্তব্য। কিন্তু উহাদের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গবিহিত আ, ঈ প্রভৃতি প্রত্যয় হয় না, উহা অকারান্তই থাকে।

(৩) পদ্যে অধীনী এরূপও হয়।

ভাগের অকার স্থানে ই হয়। যথা, বালক—বালিকা, পাচক—পাচিকা, সেবক—সেবিকা, নায়ক—নায়িকা।

৬৩। জাতিবাচক অকারান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত (ঈবন্ত) হয়। যথা, হংস-ঈ হংসী। এইরূপ—মৃগী, ছাগী, পিশাচী, ভুজঙ্গী, কুরঙ্গী, বিহঙ্গী, চণ্ডালী ইত্যাদি। (১)

অজ, অশ্ব, দ্বিজ, কোকিল, রসিক, ক্ষত্রিয়, (২), বৈশ্য, শূদ্র প্রভৃতি শব্দগুলি জাতিবাচক হইলেও স্ত্রীলিঙ্গে আকারান্ত হয়।

৬৪। ঋকারান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ হয়। যথা, কর্তৃ—কর্ত্রী, দাতৃ—দাত্রী, শিক্ষয়িতৃ—শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি।

মাতৃ, স্বসৃ, দুহিতৃ প্রভৃতি শব্দের উত্তর ঈ হয় না। যথা, মাতা, স্বসা, দুহিতা ইত্যাদি।

৬৫। ইন্ ভাগান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা, উপকারিন্—উপকারিণী, মানিন্—মানিনী, মনোহারিন্—মনোহারিণী, পয়স্বিন্—পয়স্বিনী, মায়াবিন্—মায়াবিনী ইত্যাদি।

৬৬। দৃশ, চর, কর ও ময় ভাগান্ত শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈ (ঈপ্) হয়। যথা, ঈদৃশ—ঈদৃশী, সহচর—সহচরী, কর্ম্মকর—কর্ম্মকরী, দারুময়—দারুময়ী, হিরণ্ময়—হিরণ্ময়ী ইত্যাদি।

৬৭। অৎ, বৎ, মৎ, বস্ ও ঈয়স্ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা, সৎ—সতী, জ্ঞানবৎ—জ্ঞানবতী, শ্রীমৎ—শ্রীমতী, বিদ্বস্—বিদুষী, গরীয়স্—গরীয়সী ইত্যাদি।

৬৮। পত্নী অর্থ বুঝাইলে কতকগুলি অকারান্ত শব্দ

---

(১) পদ্যে ভুজঙ্গিনী, কুরঙ্গিনী, বিহঙ্গিনী এরূপও হয়।

(২) ক্ষত্রিয় জাতি স্ত্রী বুঝাইলে ক্ষত্রিয়াণী এরূপও হয়।

ঈকারান্ত হয়। যথা, গোপের পত্নী এই অর্থে গোপী; এইরূপ চণ্ডালী (চণ্ডালিনী) ইত্যাদি।

৬৯। রাজন্—রাজ্ঞী, যুবন্—যুবতী, ব্রহ্মন্—ব্রহ্মাণী, ভব—ভবানী, ইন্দ্র—ইন্দ্রাণী, মাতুল—মাতুলানী, ক্ষত্রিয়—ক্ষত্রিয়াণী আচার্য্য—আচার্য্যাণী, ইত্যাদি স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলি নিপাতনে সিদ্ধ।

৭০। মুখ, কেশ প্রভৃতি অঙ্গবাচক অকারান্ত শব্দ বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে ঈকারান্ত হয়। যথা, সুমুখী, চন্দ্রমুখী, সুকেশী, কৃশাঙ্গী, কৃশোদরী, বিম্বোষ্ঠী, কোমলাঙ্গী, কোকিলকণ্ঠী, কুনখী ইত্যাদি। (১)

নাম বুঝাইলে নখ শব্দের উত্তর এবং নেত্র, ভুজ প্রভৃতি কতিপয় অঙ্গবাচক শব্দের উত্তর আ (আপ্) হয়। যথা, শূর্পণখা, দীর্ঘনেত্রা, চতুর্ভুজা ইত্যাদি।

৭১। উদর ভিন্ন বহু স্বরবিশিষ্ট অঙ্গবাচক শব্দের উত্তর আ হয়। যথা, ত্রিলোচনা, দীর্ঘনয়না, করালবদনা ইত্যাদি।

৭২। পাদ শব্দ বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইলে উহার উত্তর ঈ (ঙীপ্) হয় এবং পাদ স্থানে পদ্ হয়। যথা, ত্রিপদী, চতুষ্পদী ইত্যাদি।

৭৩। পতি, যুবন্ ও শ্বশুর শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে যথাক্রমে পত্নী যুবতী ও শ্বশ্রূ শব্দ এবং সমান পতি যার এই অর্থে সপত্নী শব্দ, নিপাতনে সিদ্ধ।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
পুত্র	পুত্রী (কন্যা)	সুন্দর	সুন্দরী

(১) পদ্যে সুকেশিনী, কৃশাঙ্গিনী প্রভৃতির প্রয়োগও হইয়া থাকে।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
নর	নারী	নট	নটী
কুমার	কুমারী	মৎস্য	মৎসী
কিশোর	কিশোরী	ভিক্ষুক	ভিক্ষুকী
দেব	দেবী	গৌর	গৌরী
পিতামহ	পিতামহী	চণ্ড	চণ্ডী
মাতামহ	মাতামহী	সখা	সখী
তরুণ	তরুণী	নদ	নদী ইত্যাদি।

কতকগুলি পুংলিঙ্গ শব্দ পুংলিঙ্গের আকারেই স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ হইয়া থাকে। যথা, শত্রু, মিত্র, সম্রাট্, বন্ধু, রত্ন, আকর ইত্যাদি।

এতদ্দেশীয় বালকবৃন্দের পক্ষে চলিত ভাষায় পুংলিঙ্গ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গের রূপ জানিতে পারা অতি সহজ, একারণ তাহার কোনও নিয়ম না দেখাইয়া কতিপয় শব্দমাত্র প্রদর্শিত হইতেছে। যথা,—

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ।
ধোবা	ধোবানী	নাপিত	নাপ্তিনী
কামার	কামারণী	ঠাকুর	ঠাকুরাণী
সাপ	সাপিনী	বাঘ	বাঘিনী
শ্বশুর	শাশুড়ী		ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রয়োগকর্ত্তার ইচ্ছানুসারে কোন কোন স্থলে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়। যথা, সীতা চকিত হইয়া কহিলেন। এ স্থলে শ্রুতিকটুত্বাদোষ পরিহার জন্য চকিতা না বলিয়া চকিত বলা হইয়াছে।

যে লিঙ্গ বিশিষ্ট শব্দের পরিবর্ত্তে সর্ব্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়, সর্ব্বনাম পদেরও সেই লিঙ্গ হইয়া থাকে। যথা, রাম সসাগরা ধরার অধিপতি ছিলেন তিনি অলৌকিক গুণসমূহদ্বারা সর্ব্বলোকের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী, তাঁহার ন্যায় পতিপরায়ণা রমণী অতি অল্প। রামের বাক্য অতি মধুর, তাহা শ্রবণ করিলে কর্ণকুহর শীতল হয় এই সকল স্থলে তিনি, তাঁহার ও তাহা এই তিনটী সর্ব্বনাম পদ ক্রমান্বয়ে রাম, সীতা ও বাক্যের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া যথাক্রমে পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ ও ক্লীবলিঙ্গ হইল।

কারক।

৭৪। যে পদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকে তাহার নাম কারক।*

কারক ছয় প্রকার। যথা, কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান ও অধিকরণ।

* সম্বন্ধপদ ও সম্বোধনপদ কারক নহে, যেহেতু ক্রিয়াপদের সহিত উহাদের অন্বয় নাই অতএব সম্বন্ধপদ প্রভৃতিকে কারক না বলিয়া উপপদ বলা হইয়া থাকে।

প্রশ্নাবলী।

১। নিম্নলিখিত পুংলিঙ্গ পদগুলির স্ত্রীলিঙ্গের রূপ কি?

বলবান্, শ্রীমান্, বিদ্বান্, যুবা, গৌর, পুত্র, কৃপণ, পশুপালক, কৃষ্ণ, অশ্ব, অন্ধ, শূদ্র, হস্তী, নায়ক, শুভ্র, আচার্য্য, শ্রেষ্ঠ ও কিশোর।

নিম্নলিখিত স্ত্রীলিঙ্গ পদগুলির পুংলিঙ্গের রূপ বল।

বালিকা, মানিনী, চতুর্থী, জলময়ী, ভবাদৃশী, কিঙ্করী, কৃশাঙ্গী, তরুণী, বৈশ্যা, দাত্রী, শূদ্রা, বরুণানী, তেজস্বিনী, বিশালাক্ষী, অর্থকরী, শ্যামা, পঞ্চমী, লম্বোদরী, বামা, মধুরভাষিণী, দীনা, বিদুষী, চণ্ডালী ও শ্যামাঙ্গী।

৩। লিঙ্গ কাহাকে কহে? লিঙ্গ কয় প্রকার? প্রত্যেক প্রকারের লক্ষণ কি?

৪। কলত্র, মিত্র, নর, বাণী, বীণা, ভূমি, বৃক্ষ, আকাশ, জল, বলাকা, ও অধ্যয়ন এই সকল শব্দের মধ্যে কোন্ শব্দটী কোন্ লিঙ্গ তাহা লিখ।

৫। যাহাদের কেবল স্ত্রীলিঙ্গ ভিন্ন অন্য লিঙ্গের রূপ হয় না এইরূপ ৫টী শব্দ বল।

হরি অন্ন ভোজন করিতেছে, এস্থলে ভোজণ করিতেছে, এই ক্রিয়াপদের সহিত হরি ও অন্ন এই দুই পদেরই অন্বয় আছে; কারণ ভোজন করিতেছে বলিলে কে কি ভোজন করিতেছে এরূপ আকাঙ্ক্ষা হয়; এজন্য হরি ও অন্ন উভয় পদই কারক।

কর্ত্তাকারক।

৭৫। যে ক্রিয়া সম্পন্ন করে, অর্থাৎ যাহার যত্নে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, তাহার নাম কর্ত্তা।

কর্ত্তা কারকে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, হরি দর্শন করিতেছে, এ স্থলে হরির প্রযত্নে দর্শন ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়াতে হরি কর্ত্তৃকারক হইল। এইরূপ রাম হাসিতেছে, সূর্য্য উঠিতেছে, বায়ু বহিতেছে ইত্যাদি।

৭৬। কোন কোন স্থলে কর্ত্তৃকারকে এ, য়, তে, কে বিভক্তি হয়। যথা, লোকে করে, রাজায় রাজস্ব লইয়া থাকেন, গরুতে ঘাস খায়, মদে অজ্ঞান করে, আমায় বা আমাকে যাইতে হইবে; ইত্যাদি স্থলে লোক, রাজা, গরু, মদ ও আমি কর্ত্তৃকারক।

কর্ম্ম কারক।

৭৭। যাহাকে অবলম্বন করিয়া ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, অথবা যাহা করা যায় তাহার নাম কর্ম্ম।

কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, তিনি রামকে ডাকি-তেছেন; আমি পিতাকে বলিয়াছি; এস্থলে ডাকা ও বলা এই দুইটী ক্রিয়া রাম ও পিতাকে অবলম্বন করিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে; এজন্য রাম ও পিতা কর্ম্মকারক।

৭৮। কোন কোন স্থলে কর্ম্মকারকে বিভক্তি থাকে না। যথা, এমন সুন্দর কবি কখন দেখি নাই, এরূপ নূতন কথা আর

কখনও শুনি নাই, ইত্যাদি স্থলে কবি ও কথা এই দুইটী কর্ম্ম-কারক অথচ বিভক্তি নাই।

৭৯। অচেতন পদার্থ কর্ম্মকারক হইলে তাহাতে প্রায়ই বিভক্তি থাকে না। যথা, শাখা ছেদন করিতেছে, দুগ্ধ দোহন করিতেছে, অন্ন খাইতেছে, ঘট করিতেছে, মোট বহিতেছে, চন্দ্র দেখিতেছে, ঘাস কাটিতেছে, জল পান করিতেছে, পুস্তক পড়িতেছে, ফল পাড়িতেছে, মৎস্য ধরিতেছে ইত্যাদি।

কর্ম্মকারকের বিশেষ বিবরণ।

ক। দ্বিকর্ম্মক ক্রিয়ার গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান কর্ম্মে (১) দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, শিষ্য গুরুকে শাস্ত্র জিজ্ঞাসা করিতেছে, এখানে "জিজ্ঞাসা" করিতেছে বলিলে কি জিজ্ঞাসা করিতেছে? "শাস্ত্র"; কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছে? "গুরুকে," অতএব "শাস্ত্র" মুখ্য কর্ম্ম এবং "গুরু" গৌণ কর্ম্ম; সুতরাং গৌণ কর্ম্মে 'কে' বিভক্তি হইয়াছে। এইরূপ যদু রামকে পুস্তক পড়াইতেছে, পিতাকে প্রত্যক্ষ দেবতা বোধ করিবে ইত্যাদি।

খ। কোন কোন স্থলে অক, তৃ প্রভৃতি কৃৎপ্রত্যয়ের যোগে কর্ম্মকারকে প্রায় ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন, প্রজার পালক, সকলের নিয়ন্তা ইত্যাদি।

করণ।

৮০। কর্ত্তা যাহার দ্বারা ক্রিয়া সম্পন্ন করে তাহার নাম করণ কারক।

করণ কারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা কুঠার দ্বারা কাষ্ঠ কাটিতেছে এস্থলে "কাটা" ক্রিয়া কুঠারদ্বারা সম্পন্ন হইতেছে এই নিমিত্ত উহা করণ কারক। (২)

---

(১) যে কর্ম্মের সহিত প্রথমেই ক্রিয়ার অন্বয় হয় তাহাকে মুখ্য এবং যাহার সহিত পরে অন্বয় হয় তাহাকে গৌণ কর্ম্ম কহে।

(২) দ্বারা পদটী অবিকল সংস্কৃত, উহা করণকারকস্থলে, বাঙ্গালায় বিভক্তি রূপে ব্যবহৃত হয়, দ্বারা শব্দের অর্থ উপায়; দ্বার্ শব্দের তৃতীয়ার একবচনে দ্বারা।

নয়নে দেখিয়াছি, মধুর বাক্যে আমাদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছে, অর্থে সকলই পাওয়া যায়, মেঘে আবৃত হইল, বাণেতে বাণেতে রণস্থল আচ্ছন্ন করিল, গগনতল নীলিমায় অলঙ্কৃত ইত্যাদি স্থলে নয়ন, বাক্য, মেঘ, বাণ ও নীলিমাদ্বারা দেখা ও সন্তুষ্ট করা প্রভৃতি ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ায় উহারা করণ কারক।

৮১। ক্রীড়ার্থক ধাতুর প্রয়োগে ক্রীড়ার উপকরণ সামগ্রী করণ কারক হয়, কিন্তু তাহাতে কোন বিভক্তি থাকে না।

যথা, রাম পাশা, তাস, বা লাঠি খেলিতেছে। এস্থলে পাশা, তাস ও লাঠির দ্বারা খেলা করা বুঝাইতেছে, সুতরাং উহারা করণ কারক।

সম্প্রাদান।

৮২। দানের পাত্রকে সম্প্রদান কহে।

সম্প্রাদানে চতুর্থী বিভক্তি হয়। যথা, দরিদ্রকে ধন দাও, ক্ষুধিত ব্যক্তিকে অন্ন দান কর, রামকে পুস্তক দিয়াছি। (১)

অপাদান।

৮৩। যাহা হইতে কোন বস্তু বা ব্যক্তির চলন, (২) ভয়, গ্রহণ, উৎপত্তি, পরাজয়, অন্তর্ধান, রক্ষা ও বিরাম বুঝায়, তাহার নাম অপাদান।

---

(১) দাতব্য বস্তুতে দাতার স্বত্ব নাশ হইবে এবং গ্রহীতার স্বত্ব জন্মিবে এইরূপ স্থলে সম্প্রদান কারক হয়, নতুবা দেওয়া অর্থ বুঝাইলে সম্প্রদান কারক হয় না। যথা, রজককে বস্ত্র দিতেছে, যদুকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়াছে, ইত্যাদি স্থলে রজক ও যদু সম্প্রদান কারক নহে, উহারা কর্ম্মকারক।

(২) এখানে চলন শব্দের অর্থ স্থানচ্যুতি।

অপাদান কারকে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, বৃক্ষ হইতে পড়িয়াছে, দস্যু হইতে ভয় পাইয়াছে, বাষ্প হইতে জল উৎপন্ন হয়, শত্রু হইতে পরাজিত হইয়াছে, এ স্থান হইতে অন্তর্ধান কর, বিপদ্ হইতে রক্ষা বা উদ্ধার কর, পাপ হইতে বিরত হও ইত্যাদি স্থলে বৃক্ষ, দস্যু প্রভৃতি অপাদান। (১)

উৎপত্তি বুঝাইলে কখন কখন সপ্তমী বিভক্তিও হইয়া থাকে। যথা, জলে বাষ্প জন্মে, মেঘে বৃষ্টি হয়, স্বর্ণে অলঙ্কার হয় ইত্যাদি। ভয় বুঝাইলে কোন কোন স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা—চোরের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি।

অধিকরণ।

৮৪। ক্রিয়ার আধারকে অধিকরণ কহে।

অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়।

অধিকরণ তিন প্রকার; যথা, আধার, কাল ও ভাব।

আধার যথা,—কলসে জল থাকে, এস্থলে থাকা ক্রিয়ার আশ্রয় যদিও জল, তথাপি ঐ জল কলসে আছে বলিয়া পরম্পরা সম্বন্ধে কলসও থাকা ক্রিয়ার আধার হইয়াছে। এইরূপ—আকাশে নক্ষত্র দেখিতেছি, বৃক্ষে ফল ঝুলিতেছে, জেলে মৎস্য ধরিতেছে ইত্যাদি।

৮৪। যে সময়ে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই সময়কে কালাধিকরণ কহে; যেমন, প্রাতে বৃষ্টি হইয়াছে, তিনি পূর্ব্বাহ্নে আসিয়াছেন, আমি রাত্রিতে যাইব ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে কালাধিকরণে বিভক্তি হয় না। যথা, আমি এক দিবস তাঁহাকে বলিয়াছিলাম, তিনি কোন্ সময় আসিবেন, তুমি অনেক রাত্রি জাগিয়াছ ইত্যাদি।

---

(১) কখন কখন অপাদান কারকে "হইতে" এই বিভক্তির পরিবর্ত্তে "থেকে" এই বিভক্তির ব্যবহার হয়। যেমন, কোথা থেকে আসিলে ইত্যাদি।

৮৬। হইলে, করিলে, আসিলে ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তাকে ভাবাধিকরণ কহে। যথা, তিনি আসিলে আমি যাইব, তুমি বলিলে আমি বলিব, ধন হইলে মান হয় ইত্যাদি স্থলে "তিনি", "তুমি" ও "ধন" ভাবাধিকরণ।

কোন কোন স্থলে "হইলে" এই ক্রিয়াটী উহ্য থাকে। যথা, চন্দ্রোদয়ে কুমুদ বিকসিত হয়, সূর্য্যের সমাগমে অন্ধকার বিনষ্ট হয় ইত্যাদি স্থলে চন্দ্রোদয় হইলে, সমাগম হইলে এইরূপ অর্থ।

৮৭। অন্য কোন পদের সহিত যে পদের সম্বন্ধ বুঝায় তাহাকে সম্বন্ধ পদ কহে। সম্বন্ধ পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, রাজার রাজ্য, বৃক্ষের ফল, তাঁহার পুত্র, আমার গৃহ ইত্যাদি।

অর্থ বিশেষে বিভক্তি যোগ।

৮৮। যখন আমরা কোন শব্দ মাত্র প্রয়োগ করি, উহার ক্রিয়াপদ প্রভৃতির উল্লেখ করি না, তখন, সেই শব্দকে নাম কহে; নাম মাত্র বুঝাইলে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা বৃক্ষ, জল, মৃত্তিকা, প্রস্তর, মিথ্যা সংসার, বৃথা আড়ম্বর ইত্যাদি।

৮৯। সম্বোধন অর্থ বুঝাইলে প্রথমা বিভক্তি হয়। যথা, হে মিত্র! অয়ি সখে! রে মূর্খ! ভো গুরো! হে পিতঃ ইত্যাদি।

সখা, গুরু, পিতা, এইরূপ শব্দও কেহ কেহ সম্বোধনে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, অনেক স্থলে সম্বোধন পদের পূর্ব্বে হে,রে, ভো, অয়ি, ইত্যাদি, সম্বোধন-সূচক পদ সকল ব্যবহৃত হয় না। যথা, ভ্রাতঃ! মাতঃ! মিত্র! প্রভো! ইত্যাদি। সম্বোধনের বহুবচনে গণ, সমূহ প্রভৃতি বহুবচনসূচক পদ যোগ করিতে হয়। যেমন, হে শিশুগণ ইত্যাদি।

৯১। ব্যাপ্তি অর্থ বুঝাইলে ক্রোশ, যোজন প্রভৃতি পথের পরিমাণবাচক এবং বৎসর, মাস প্রভৃতি কালবাচক শব্দের উত্তর প্রথমা বিভক্তি হয়। যেমন, এক ক্রোশ নিবিড় অরণ্য ছিল, এক বৎসর ব্যাকরণ পড়িতেছে ইত্যাদি।

কোন কোন স্থলে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, এক বৎসরের অবকাশ অর্থাৎ এক বৎসর ব্যাপিয়া অবকাশ।

৯১। ধিক্ শব্দের যোগে দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যথা, কৃপণকে ধিক্, ঈশ্বরদ্বেবিজনের জীবনে ধিক ইত্যাদি।

৯২। কর্ম্মবাচ্যে কর্ত্তৃকারকে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিখিল ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হইয়াছে ইত্যাদি।

৯৩। ফল ও প্রয়োজন শব্দের যোগে তৃতীয়া বিভক্তি হয়। যথা, অধ্যয়নে ফল কি! আর বিলাপে প্রয়োজন নাই ইত্যাদি।

৯৪। নমস্কার ও প্রণাম শব্দের যোগে যথাক্রমে দ্বিতীয়া ও সপ্তমী বিভক্তি হয়। যেমন পিতাকে নমস্কার, পিতৃচরণে প্রণাম ইত্যাদি।

৯৫। কাল ও পথের পরিমাণ অর্থে কালবাচক ও স্থানবাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন পৌষ হইতে চৈত্র পর্য্যন্ত ৪ মাস বসিয়া আছে, ত্রিবেণী কলিকাতা হইতে ১৫ ক্রোশ ইত্যাদি।

৯৬। অন্য শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়; কিন্তু,—ভিন্ন ছাড়া প্রভৃতি অন্যার্থ শব্দের যোগে প্রথমা হয়। যথা, তোমা হইতে অন্য প্রিয়পাত্র আর কে আছে? তুমি বা তোমা ভিন্ন কাহাকেও জানি না; তুমি ছাড়া এ কার্য্য কে করিতে পারে ইত্যাদি।

৯৭। সীমা বুঝাইলে পূর্ব্ব সীমাবাচক শব্দের উত্তর পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যেমন জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত; তিনি বাল্য কাল হইতে যাবজ্জীবন সুখী ইত্যাদি।

৯৮। পৃথক্ শব্দের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, রাম হইতে শ্যাম পৃথক্, ধান্য হইতে তুষ পৃথক্ কর ইত্যাদি।

কখন কখন পৃথক্ শব্দযোগে কর্ত্তৃকারক হয়। যেমন, পিতাপুত্রে পৃথক্ হইয়াছে, এখানে পিতাপুত্রে এই পদটী কর্ত্তৃকারক।

৯৯। বসিয়া, আরোহণ করিয়া, ইত্যাদি অসমাপিকা ক্রিয়ার অর্থ বুঝাইলে ঐ সকল ক্রিয়ার অধিকরণ পদে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। যথা, গৃহ হইতে দেখিতেছে, অর্থাৎ গৃহে বসিয়া দেখিতেছে। এইরূপ—রথ হইতে বাণ বর্ষণ করিতেছে, অর্থাৎ রথে আরোহণ করিয়া বাণ বর্ষণ করিতেছে ইত্যাদি।

১০০। যেখানে ভিন্নজাতীয় দুই পদের তুলনা করা যায়, সেখানে নিকৃষ্ট পদের উত্তর পঞ্চমী হয়। যথা, অর্থ হইতে বিদ্যা উৎকৃষ্ট, ধর্ম্ম হইতে মোক্ষ ভাল, সর্ব্বজন হইতে পিতাই পূজ্য, স্বর্গ হইতে মাতা গরীয়সী ইত্যাদি।

সম্বন্ধে ষষ্ঠী (১) বিভক্তি হয়। যেমন, আমার পুস্তক, তোমার পুত্র ইত্যাদি।

১০১। কোন কোন কৃৎ প্রত্যয়ের যোগে কর্ত্তা ও কর্ম্মে ষষ্ঠী হয়। কর্ত্তায় যথা,—বালকের রোদন, তাঁহার প্রাপ্য, আমার কর্ত্তব্য, সকলের প্রার্থনীয়, তোমার পূজিত, সকলের অভিমত, সাধারণের জ্ঞাত ইত্যাদি। কর্ম্মে যথা,—গুরুর সেবা, বিদ্যার আদর, অর্থের অনুসন্ধান, বৃক্ষছেদন, শত্রুর বধ ইত্যাদি।

১০২। নিমিত্তার্থক শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন,

---

(১) সম্বন্ধ নানাবিধ—রাজার বাটী, এস্থলে "বাটীতে" রাজার স্বত্ব এবং "রাজাতে" বাটীর স্বামিত্ব আছে, এই জন্য বাটীর স্বামিত্ববিশিষ্ট রাজপদে ষষ্ঠী হইল। রামের পুত্র, এখানে "রাম" জনক, "পুত্র" জন্য, অতএব জনকতা সম্বন্ধযুক্ত রামপদে ষষ্ঠী হইল। বৃক্ষের শাখা. এস্থলে "বৃক্ষ" অবয়বী, শাখা অবয়ব, সুতরাং শাখা ও বৃক্ষের অবয়ব ও অবয়বিভাব সম্বন্ধ। শব্দের অর্থ, এখানে "শব্দ" বোধক "অর্থ" বোধ্য, অতএব উভয়ের বোধকভাব সম্বন্ধ। ঈশ্বরের সৃষ্টি এখানে "সৃষ্টি" কার্য্য, "ঈশ্বর" কারণ, সুতরাং কার্য্যকারণভাব সম্বন্ধ। ঘটের জল, এখানে "ঘট" আধার, "জল" আধেয় সুতরাং আধারাধেয়ভাব সম্বন্ধ। বিষয়তা সম্বন্ধ যথা—ব্রহ্মের জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্ম বিষয়ক জ্ঞান।

প্রভুর নিমিত্ত প্রাণদান, সুখের জন্য পরিশ্রম, জ্ঞানের নিমিত্ত অধ্যয়ন ইত্যাদি। (১)

১০৩। সম, তুল্য, সমান, সদৃশ, প্রভৃতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন তাঁর সমান মিত্র কে আছে, পিতার তুল্য পূজ্য কোন ব্যক্তিই নহেন, মাতার ন্যায় হিতকারিণী জগতে নাই, বন্ধুর সদৃশ প্রেমাস্পদ কোথায় পাইব, হরির তুল্য স্নেহের পাত্র আর কে আছে, বিদ্যার মত অক্ষয় ধন আর নাই ইত্যাদি।

১০৪। নির্দ্ধারে (২) ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, রাম সত্যবাদীর অগ্রগণ্য; তিনি মানবের শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি।

১০৫। সঙ্গে, সহিত ও সহ প্রভৃতি শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যেমন, পিতার সঙ্গে পুত্র যাইতেছে, কুজনের সহিত বসতি করা উচিত নহে, মূর্খের সহবাস বিপত্তির হেতু ইত্যাদি। (৩)

১০৬। প্রতি, উপরি ও পর শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হয়। যথা, সকলের প্রতি দয়া করা উচিত, কাহারও প্রতি ক্রুরাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে, বৃক্ষের উপরি বসিয়া আছে, গোপালের পর রাম আসিয়াছে ইত্যাদি।

১০৭। নিমিত্ত অর্থ বুঝাইলে ষষ্ঠী ও সপ্তমী হয়। যথা, পাকের গৃহ, অর্থাৎ পাকের নিমিত্ত গৃহ; সমীরনসেবনে চলিলেন, অর্থাৎ সমীর সেবনের নিমিত্ত চলিলেন ইত্যাদি।

---

(১) "তরে" প্রভৃতি নিমিত্তবাচক শব্দ প্রায়ই পদ্যে ব্যবহৃত হয়।

(২) জাতি, গুণ, কিম্বা ক্রিয়ার দ্বারা এক বস্তু বা ব্যক্তিকে সজাতীয় হইতে পৃথক্ করার নাম নির্দ্ধার।

(৩) এইরূপ স্থলে কখন কখন ষষ্ঠী বিভক্তির লোপ হয়। যথা, রাজা মন্ত্রী সহ উপবিষ্ট আছেন, রাম সীতা সহ বনে গিয়াছিলেন ইত্যাদি।

শব্দরূপ।

সকল বিভক্তির পদ দেখাইবার জন্য নিম্নে দুই একটী শব্দ রূপ প্রদর্শিত হইল। যথা,—

প্রশ্নাবলী।

১। কারকের লক্ষণ কি?

২। কারক কয় প্রকার? প্রত্যেক কারকের লক্ষণ লিখ ও এক একটী উদাহরণ দাও।

৩। সম্বন্ধ ও সম্বোধনের কারকত্ব আছে কিনা? যদি না থাকে, তবে তাহার কারণ কি?

৪। ধিক্, প্রতি, নমস্কার ও নিমিত্ত শব্দের যোগে কোন্ কোন্ বিভক্তি হয়, তাহার উল্লেখ কর।

৫। কর্ত্তায় ও কর্ম্মে কোন্ স্থানে ষষ্ঠী হয়, তাহার কতিপয় উদাহরণ দাও।

৬। সম্বন্ধ, সম্বোধন ও ক্রিয়াবিশেষণে কি কি বিভক্তি হয়?

"যিনি বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া প্রকৃতিগণে ও ধনিজনে পরিপূর্ণ রাজসভা মধ্যে রত্নসিংহাসনে আসীন থাকিতেন, সেই মহাত্মা মহামহিম রাম আজ সীতা ও লক্ষ্মণমাত্র সহায়ে, বল্কল ও অজিনমাত্র পরিধানে, দুর্গম গহন মধ্যে তৃণাসনে বসিয়া রহিয়াছেন।"

"একদা নিদাঘকালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।
হইল বিষম দায় শয়নে শয়নে,
চলিলাম বাহিরেতে সমীর সেবনে।"

৭। উপরিস্থিত নিম্নরেখ পদগুলির কারক বল।

৮। নিম্নলিখিত বাক্যে যে সকল অশুদ্ধ পদ আছে, তাহার সংশোধন কর—"অনন্তর রামচন্দ্র অনুজদিগের কহিলেন, দেখ কালহরণ করা বিধেয় নহে; অতএব তোমরা সত্বর সমুদয়ের আয়োজন কর। অনুগত, শরণাগত ও মিত্রভাবাপন্ন নৃপতিদিগের নিমন্ত্রণ কর, সময় নির্দ্ধারণতা পূর্ব্বক যাবতীয় নগরকে ও জনপদকে এই সংবাদ ঘোষণা করিয়া দাও; লঙ্কাসমরসহায় সুহৃদবর্গদিগকে পরম সমাদর দ্বারা আহ্বান কর, তাঁহাদিগের আমাদের নিমিত্ত অকাতরে কত ক্লেশকে সহ্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগের আসিলে আমি পরম সুখী হইব।

নর শব্দ।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	নর	নরেরা বা নর সকল
দ্বিতীয়া	নরকে	নরদিগকে
তৃতীয়া	নরদ্বারা, নর কর্ত্তৃক	নরদিগের দ্বারা, নরদিগের কর্ত্তৃক
চতুর্থী	নরকে	নরদিগকে
পঞ্চমী	নর হইতে	নরদিগের হইতে
ষষ্ঠী	নরের	নরদিগের
সপ্তমী	নরে, নরেতে	নর সকলে।

তুমি (যুষ্মদ্) শব্দ।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	তুমি	তোমরা
দ্বিতীয়া	তোমাকে	তোমাদিগকে
তৃতীয়া	তোমাদ্বারা	তোমাদিগের দ্বারা
চতুর্থী	তোমাকে	তোমাদিগকে
পঞ্চমী	তোমা হইতে	তোমাদিগের হইতে
ষষ্ঠী	তোমার	তোমাদিগের
সপ্তমী	তোমাতে	তোমাদিগেতে

আমি (অস্মদ্) শব্দ।

	একবচন।	বহুবচন।
প্রথমা	আমি	আমরা
দ্বিতীয়া	আমাকে	আমাদিগকে

	একবচন।	বহুবচন।
তৃতীয়া	আমাদ্বারা, আমাকর্ত্তৃক	আমাদিগের দ্বারা, আমাদিগের কর্ত্তৃক
চতুর্থী	আমাকে	আমাদিগকে
পঞ্চমী	আমাহইতে	আমাদিগের হইতে
ষষ্ঠী	আমার	আমাদিগের
সপ্তমী	আমাতে	আমাদিগেতে

তদ্ধিত।

১০৮। শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহাকে তদ্ধিত কহে।

ই (ষ্ণি), এয় (ষ্ণেয়), য (ষ্ণ্য), আয়ন (ষ্ণায়ন), ঈয়, (ণীয়), ইক (ষ্ণিক), ঈক (ষ্ণীক), অ (ষ্ণ), ক (কণ), ঈন (ণীন), মৎ, বৎ, ইন্, প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয়, শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে হইয়া থাকে ; তদ্ধিত প্রত্যয়ের "ষ" ও "ণ" ইৎ হয়।

তদ্ধিতের সাধারণ নিয়ম।

১০৯। "ণ" ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে শব্দের আদি স্বরের বৃদ্ধি হয় (১) এবং "ষ" ইৎ তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে প্রায়ই দীর্ঘ ঈকারান্ত হয়।

১১০। সুভগা প্রভৃতি (২) সমাস নিষ্পন্ন শব্দের উভয় পদের এবং দ্বিবর্ষ, ত্রিবর্ষ প্রভৃতি সমাস নিষ্পন্ন শব্দের দ্বিতীয় পদের

---

(১) এই সূত্রোক্ত বৃদ্ধি কার্য্য অনেক স্থলে হয় না, উদাহরণে তাহা ব্যক্ত হইবে। ষ্ণি প্রভৃতি তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে ব্যাকরণ, ন্যায়, দ্বার, ব্যাস প্রভৃতি শব্দের আদি বর্ণে সংযুক্ত যকার ও বকারের পূর্ব্বে যথাক্রমে 'ঐ' এবং 'ঔ' হয়।

(২) সুভগা, দুর্ভাগা, অধিদেব, অধিভূত, পরলোক, সর্ব্বলোক, সর্ব্বভূমি ইত্যাদি।

আদ্য স্বরের বৃদ্ধি হয়। যথা, সুভগা-ষ্য সৌভাগ্য ; দ্বিবর্ষ-ইক, দ্বিবার্ষিক ইত্যাদি (১)

১১১। বিকার অর্থাৎ "কোন বস্তুর রূপান্তর" এই অর্থে বিহিত "অ" এবং ভাব ও কর্ম্ম অর্থে বিহিত "য" পরে থাকিলে অন্ ভাগান্ত শব্দের নকারের লোপ হয়। যথা, হেমন্-অ, হৈম ; রাজন্ য, রাজ্য ইত্যাদি।

১১২। তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ ও য পরে থাকিলে শব্দের শেষস্থিত অ, আ, ই, ঈ এই সকল বর্ণের লোপ হয়, এবং শব্দের শেষস্থিত উ স্থানে "ও" হয়। যথা, কশ্যপ-অ, কাশ্যপ, সুমিত্রা-ই, সৌমিত্রি ; দিতি য, দৈত্য ; ভগিনী এয়, ভাগিনেয় ; গুরু-অ, গৌরব ইত্যাদি।

১১৩। ওকারের পরস্থিত তদ্ধিত প্রত্যয়ের "য" স্বরবর্ণের ন্যায় কার্য্য করে। যথা, গো-য, গব্য ইত্যাদি।

ভিন্ন ভিন্ন অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয়। যথা—

১১৪। অপত্য অর্থে (২) কতকগুলি অকারান্ত শব্দ ও সুমিত্রা শব্দের উত্তর "ই" দক্ষ প্রভৃতির উত্তর "আয়ন", বৎস প্রভৃতির উত্তর "য" এবং কশ্যপাদি শব্দের উত্তর "অ" প্রত্যয় হয়।

ই প্রত্যয় হয় যথা, দশরথের অপত্য এই অর্থে, দশরথ-ই, দাশরথি ; সুমিত্রার অপত্য সুমিত্রা-ই সৌমিত্রি। এরূপ—সুর-ই, সৌরি, দ্রোণ-ই, দ্রৌণি ইত্যাদি।

---

(১) অর্থবিশেষে দ্বৈবার্ষিক, ত্রৈবার্ষিক এইরূপও হয়।

(২) অপত্য অর্থাৎ পুত্র পৌত্রাদি।

আয়ন প্রত্যয় যথা, দক্ষের কন্যা এই অর্থে দক্ষ-আয়ন-স্ত্রীলিঙ্গে দাক্ষায়ণী ; বদর-আয়ন, বাদরায়ণ ইত্যাদি।

য প্রত্যয় যথা, বৎস-য, বাৎস্য ; পুলস্ত য, পৌলস্ত ; যজ্ঞবল্ক-য, যাজ্ঞবল্ক্য ; দিতি-য, দৈত্য ; অদিতি-য, আদিত্য ; প্রজাপতি য, প্রাজাপত্য ; জমদগ্নি-য, জামদগ্ন্য ; চণক-য, চাণক্য ইত্যাদি।

অ প্রত্যয় যথা, কশ্যপের অপত্য এই অর্থে কশ্যপ-অ, কাশ্যপ ; ককুৎস্থ-অ, কাকুৎস্থ ; শুনক-অ, শৌনক ; পুনর্ভূ-অ, পৌনর্ভব ; পুত্র-অ, পৌত্র ; দুহিতৃ-অ, দৌহিত্র ; ভৃগু-অ, ভার্গব ; যদু-অ, যাদব ; মনু-অ, মানব (১), রঘু-অ, রাঘব ; কুরু-অ, কৌরব ; পুরু-অ, পৌরব ! পাণ্ডু-অ, পাণ্ডব , বসুদেব অ, বাসুদেব ইত্যাদি।

১১৫। অপত্য অর্থে স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত ও ঈকারান্ত এবং অত্রি প্রভৃতি শব্দের উত্তর "এয়" প্রত্যয় হয়। যথা, বিনতা-এয়, বৈনতেয় ; গঙ্গা-এয়, গাঙ্গেয়। সরমা-এয়, সারমেয় ; রাধা-এয়, রাধেয়, ভগিনী-এয়, ভাগিনেয় ; কুন্তী-এয়, কৌন্তেয় ; অত্রি-এয়, আত্রেয় ; মৃকণ্ডু-এয়, মার্কণ্ডেয় (২) ইত্যাদি।

১১৬। বিকার প্রভৃতি অর্থে বিশেষ বিশেষ শব্দের উত্তর যথাসম্ভব ঐ সকল তদ্ধিত প্রত্যয় হয়।

ক। বিকারার্থে যথা, (সুবর্ণের বিকার, অর্থাৎ, সুবর্ণ দ্বারা নির্ম্মিত, এই অর্থে) সুবর্ণ-অ সৌবর্ণ ; এইরূপ—হেমন্ অ হৈম ; পয়স্-অ, পায়স , গুড়-অ, (স্ত্রীলিঙ্গে) গৌড়ী ইত্যাদি।

খ। জানে বা অধ্যয়ন করে, এই অর্থে, যথা, (তর্ক জানে

---

(১) মনু শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে য ও যণ্ প্রত্যয় করিয়া যথাক্রমে মনুষ্য ও মানুষ এই দুই পদ সাধিত হয়।

(২) "এয়" প্রত্যয় পরে থাকিলে মৃকণ্ডু শব্দের উকারের লোপ হয়।

বা অধ্যয়ন করে যে এই অর্থে) তর্ক-ইক, তার্কিক; এইরূপ—ন্যায়-ইক, নৈয়ায়িক, ব্যাকরণ অ, বৈয়াকরণ; মীমাংসা-ক, মীমাংসক ইত্যাদি (১)।

গ। তৎকর্ত্তৃক বা তদ্দ্বারা কৃত এই অর্থে যথা, (ঋষি কর্ত্তৃক কৃত যে গ্রন্থগুলি এই অর্থে) ঋষি-অ, আর্ষ; এইরূপ—মনু-অ মানব; পতঞ্জলি-অ, পাতঞ্জল; বাল্মীকি-ঈয়, বাল্মীকীয়; পুরুষ-এয়, পৌরুষেয়; কায় দ্বারা কৃত এই অর্থে কায়-ইক, কায়িক; এইরূপ—বচ্-ইক, বাচিক; মনস্-ইক, মানসিক ইত্যাদি।

ঘ। উপাসক অর্থে, যথা, (বিষ্ণুর উপাসক এই অর্থে) বিষ্ণু-অ বৈষ্ণব; এইরূপ—শিব-অ শৈব; সুর-অ, সৌর, শক্তি-অ, শাক্ত, গণপতি-য, গাণপত্য, ব্রহ্মন্-অ, ব্রাহ্ম ইত্যাদি।

ঙ। তাহাতে উৎপন্ন বা স্থিত এই অর্থে যথা, (গ্রামে উৎপন্ন এই অর্থ) গ্রাম-য, গ্রাম্য; এইরূপ নগর-ইক, নাগরিক, দ্বীপ-আয়ন, দ্বৈপায়ন; কুল-ঈন কুলীন; অকাল-ইক, আকালিক; অধ্যাত্মন্-ইক, আধ্যাত্মিক; অধিভূত-ইক, অধিভৌতিক; দিব্-য, দিব্য; পরলোক-ইক, পারলৌকিক; অকস্মাৎ-ইক আকস্মিক (২); পুনঃ পুনঃ-ইক, পৌনঃপুনিক; (দ্বারে স্থিত এই অর্থে) দ্বার-ইক, দৌবারিক; বহিস্ অর্থাৎ বাহিরে স্থিত এই অর্থে বহিস্-য বাহ্য ইত্যাদি।

চ। তাহাতে সাধু বা নিপুণ এই অর্থে, যথা, (সভাতে সাধু অর্থাৎ সভার নিয়ম পালনে তৎপর এই অর্থে) সভা-য সভ্য;

---

(১) "ক" প্রত্যয় পরে থাকিলে মীমাংসা প্রভৃতির দীর্ঘ স্বর হয়।

(২) তদ্ধিত প্রত্যয়ের স্বরবর্ণ এবং য পরে থাকিলে অব্যয় শব্দের অন্ত্য স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণের প্রায়ই লোপ হয়।

এইরূপ—সমাজ-ইক সামাজিক; (সংগ্রামে নিপুণ এই অর্থে) সংগ্রাম-ইক, সাংগ্রামিক; (অতিথি সেবায় নিপুণ এই অর্থে) অতিথি-এয়, আতিথেয় ইত্যাদি।

ছ। সম্বন্ধ অর্থে যথা—(তাহার সম্বন্ধীয় এই অর্থে) তদ্-ঈয়, তদীয়; এইরূপ—স্ব-ঈয়, স্বীয়, (২); সম্রাজ্-য, সাম্রাজ্য; দেব-অ, দৈব; সর্ব্বাঙ্গ-ঈন সর্ব্বাঙ্গীন; চন্দ্র-অ, চান্দ্র; রসায়ন-ইক, রাসায়নিক, (তোমার সম্বন্ধীয় অই অর্থে) যুষ্মদ্-ঈয়, ত্বদীয়; (আমার সম্বন্ধীয় এই অর্থে) অস্মদ্-ঈয়, মদীয় (২) ইত্যাদি।

জ। অবশ্য দেয় এই অর্থে, যথা, (মাসে মাসে দেয় এই অর্থে) মাস-ইক মাসিক (৩); এইরূপ—বর্ষ-ইক, বার্ষিক, দিন-ইক দৈনিক ইত্যাদি।

ঝ। নিষ্পন্ন অর্থে, যথা—(বর্ষ দ্বারা নিষ্পন্ন এই অর্থে) বর্ষ-ইক, বার্ষিক; (অহন্ অর্থাৎ দিন দ্বারা নিষ্পন্ন এই অর্থে) অহন্-ইক, আহ্নিক (৪) ইত্যাদি।

ঞ। তাহার যোগ্য এই অর্থে, যথা, (বধের যোগ্য এই অর্থে) বধ-য, বধ্য, দণ্ড-য, দণ্ড্য। যজ্ঞ-ইয়, যজ্ঞিয় ইত্যাদি।

ট। তাহা হইতে আগত এই অর্থে, যথা, (পিতা হইতে আগত এই অর্থে) পিতৃ-ক, পৈতৃক; (বিদেশ হইতে আগত) বিদেশ-ইক বৈদেশিক ইত্যাদি।

---

(১) স্ব ও পর শব্দের উত্তর ঈয় প্রত্যয় করিলে স্বকীয়, পরকীয় এরূপ পদও হয়।

(২) একবচনের যুষ্মদ্ ও অস্মদ্ শব্দের স্থানে যথাক্রমে ত্বদ্ ও মদ্ আদেশ হয়।

(৩) মাসিক আয় ইত্যাদি স্থলে মাস সম্বন্ধীয় এইরূপ অর্থ।

(৪) "ইক" প্রত্যয়ের পরে থাকিলে অহন্ শব্দের স্থানে অহ্ন আদেশ হয়।

ঠ। কতকগুলি শব্দের উত্তর স্বার্থে, যথা, (বন্ধু এই অর্থে) বন্ধু-অ, বান্ধব; এইরূপ—মনস্-অ, মানস; কুতূহল-অ, কৌতূহল; রক্ষস্-অ, রাক্ষস; করুণ-য কারুণ্য, সেনা-য, সৈন্য ইত্যাদি।

ড। ভাবার্থে ও কর্ম্মার্থে, যথা, (ধীরের ভাব এই অর্থে) ধীর-য, ধৈর্য্য; এইরূপ—যুবন্-অ, যৌবন; (বৃদ্ধের ভাব এই অর্থে,) বৃদ্ধ-ক, বার্দ্ধক, য, বার্দ্ধক্য। কর্ম্মার্থে, যথা, (চোরের কর্ম্ম এই অর্থে) চোর-য, চৌর্য্য; অলস-য, আলস্য; এইরূপ—অধিপতি-য, আধিপত্য; সেনাপতি-য, সৈনাপত্য; দূত-য, দৌত্য; পুরোহিত-য, পৌরোহিত্য; সহায়-য, সাহায্য; সারথি-য, সারথ্য; নাস্তিক-য, নাস্তিক্য; পণ্ডিত-য, পাণ্ডিত্য; বণিজ্-য, বাণিজ্য; মুনি-অ, মৌন; শুচি-অ; শৌচ; সুভ্রাতৃ-অ, সৌভ্রাত্র; সুহৃদ্-য, সৌহৃদ্য ইত্যাদি।

ঢ। বয়স অর্থে যথা, (পঞ্চবর্ষ বয়স ইহার এই অর্থে) পঞ্চবর্ষ-ঈয়, পঞ্চবর্ষীয়; এইরূপ—ষোড়শবর্ষীয় ইত্যাদি।

ণ। শীলার্থে ও প্রয়োজনার্থে যথা, (তপস্ অর্থাৎ তপস্যা করাই শীল অর্থাৎ স্বভাব যার এই অর্থে) তপস্-অ, তাপস; (ছত্রই (২) শীল যার এই অর্থে) ছাত্র-অ, ছাত্র; প্রয়োজনার্থে যথা, (কাম অর্থাৎ ভোগ্য বস্তু প্রয়োজন ইহার এই অর্থে) কাম-য, কাম্য ইত্যাদি।

---

(১) যে শব্দের যে অর্থ সেই অর্থ মাত্র বুঝাইলে যে প্রত্যয় হয়, তাহাকে স্বার্থে প্রত্যয় কহে।

(২) এ স্থলে গুরুর দোষ আবরণ করা ছত্র শব্দের অর্থে।

এতদ্ভিন্ন অর্থ বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন তদ্ধিত প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন কতিপয় শব্দের উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যথা—

অর্থ	শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
ধর্ম্ম আচরণ করে যে	ধর্ম্ম	ইক	ধার্ম্মিক
সহসা করে যে	সহসা	ঐ	সাহসিক
কোন বিষয়ের নিমিত্ত যাহা করা যায়,	নিমিত্ত	ঐ	নৈমিত্তিক
বাতের কোপ বশতঃ উৎপন্ন,	বাত	ঐ	বাতিক
পিত্তের কোপ বশতঃ উৎপন্ন,	পিত্ত	ঐ	পৈত্তিক
সন্নিপাতের কোপ বশতঃ উৎপন্ন,	সন্নিপাত	ঐ	সান্নিপাতিক
দশম সংখ্যার নিয়মে গণিত,	দশম	ঐ	দাশমিক
পৃথিবীর ঈশ্বর বা পৃথিবীর সম্বন্ধীয়,	পৃথিবী	অ	পার্থিব
সর্ব্ব ভূমির অধিপতি বা সর্ব্বভূমিতে বিখ্যাত,	সর্ব্বভূমি	ঐ	সার্ব্বভৌম
বিদ্যায় কুশল	বিদ্যা	ঐ	বৈদ্য
চক্ষুদ্বারা নিষ্পন্ন	চক্ষুস্	ঐ	চাক্ষুষ
স্ত্রীর বশীভূত	স্ত্রী	ঐ	স্ত্রৈণ
পর্ব্বে পর্ব্বে যাহা দেওয়া যায়,	পর্ব্বন্	ঐ	পার্ব্বণ

অর্থ	শব্দ	প্রত্যয়	পদ।
ন্যায়যুক্ত	ন্যায়	য	ন্যায্য
চতুর্মাস ব্যাপিয়া নিষ্পন্ন	চতুর্মাস	ঐ	চাতুর্মাস্য
যাহা সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া থাকে	সর্ব্বাঙ্গ	ঈন্	সর্ব্বাঙ্গীন
প্রাক্ অর্থাৎ পূর্ব্বকালে উৎপন্ন,	প্রাচ্	ঐ	প্রাচীন
কাকতালের ন্যায়	কাকতাল	ঈয়	কাকতালীয়
ঈশ্বর আছেন এই বুদ্ধি যার	অস্তি	ক	আস্তিক
ঈশ্বর নাই এই বুদ্ধি যার	নাস্তি	ঐ	নাস্তিক।

১১৭। ভাবার্থে শব্দের উত্তর ত্ব ও তা প্রত্যয় (১) হয়। যথা, স্বামীর ভাব এই অর্থে, স্বামীন্-ত্ব স্বামিত্ব; এইরূপ—গুরুত্ব, লঘুত্ব, মনুষ্যত্ব, ভদ্রতা, কাতরতা, সাধুতা, ভীরুতা ইত্যাদি।

১১৮। ভাবার্থে কতকগুলি শব্দের উত্তর ইমন্ প্রত্যয় হয়। যথা, রক্ত-ইমন্, রক্তিমা; নীল-ইমন্, নীলিমা ইত্যাদি।

নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশেষ বিশেষ তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সাধ্য যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	অর্থ।
মহৎ	ইমন্	মহিমা	মহতের ভাব
প্রিয়	ঐ	প্রেম	প্রিয় ব্যক্তির ভাব
বলবৎ	ইষ্ঠ	বলিষ্ঠ	অতিশয় বলবান্
গুরু	ঐ	গরিষ্ঠ	অতি গুরু।

(১) তা প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	অর্থ।
লঘু	ইষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	অতি লঘু
বৃদ্ধ	ঐ	জ্যেষ্ঠ	অতি বড়
অল্প	ঐ	কনিষ্ঠ	অতি ছোট
বহু	ঈয়স্(স্ত্রীলিঙ্গে)	ভূয়সী	অতি বহু
মাতৃ	বৎ	মাতৃবৎ(১)	মাতার ন্যায়
পল্লব	ইত	পল্লবিত(২)	যাহার পল্লব জন্মিয়াছে।

১১৯। পূরণ (৩) অর্থে দ্বি ও ত্রি শব্দের উত্তর তীয়, চতুর্ ও ষষ্ শব্দের উত্তর থ (থট্) এবং নকারান্ত সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ম (মট্) প্রত্যয় হয়, থ ও ম প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা—

(দুই সংখ্যার পূরণ এই অর্থে) দ্বি-তীয়, দ্বিতীয়; এইরূপ—তৃতীয় (৪); চারি সংখ্যার পূরণ এই অর্থে চতুর্-থ চতুর্থ। এইরূপ—ষষ্-থ, ষষ্ঠ; (পাঁচ সংখ্যার পূরণ এই অর্থে) পঞ্চন্-ম, পঞ্চম; এইরূপ—সপ্তন্-ম, সপ্তম; অষ্টন্-ম, অষ্টম; নবন্-ম, নবম; দশন্-ম, দশম। স্ত্রীলিঙ্গে চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ইত্যাদি।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ এই শব্দগুলি বঙ্গভাষায় সংখ্যাবাচক ও পূরণবাচক উভয়ই হয়।

১২০। পূরণ অর্থ বুঝাইলে বিংশতি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দের

---

(১) এইরূপ পিতৃবৎ, গুরুবৎ, আত্মবৎ ইত্যাদি।
(২) এইরূপ দুঃখিত, ক্ষুধিত, কলঙ্কিত, মূর্চ্ছিত, পীড়িত, পুলকিত ইত্যাদি।
(৩) যাহার দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ হয় তাহার নাম পূরণ।
(৪) "তীয়" প্রত্যয় থাকিলে ত্রি শব্দে স্থানে তৃ হয়।

উত্তর তম (তমট্), প্রত্যয় হয় (১)। যথা, (বিংশতির পূরণ এই অর্থে) বিংশতি-তম, বিংশতিতম ; এইরূপ—ত্রিংশত্তম ইত্যাদি।

১২১। যে সকল শব্দের অন্তে বা উপান্তে অ কিংবা আ, থাকে, তাহাদের উত্তর "আছে" এই অর্থে বৎ (বতু) প্রত্যয় হয় ; যেমন—(জ্ঞান আছে যার এই অর্থে) জ্ঞানবৎ, জ্ঞানবান্ ; এইরূপ—বিদ্যাবান্, গুণবান্ ইত্যাদি।

১২২। কতকগুলি অকারান্ত ও আকারান্ত শব্দের উত্তর, "আছে" অর্থে ইন্ প্রত্যয় হয়। যথা, জ্ঞান-ইন্, জ্ঞানী ; এইরূপ—সুখী, দুঃখী, পাপী, ধনী, গুণী, মানী, শাখী ইত্যাদি। (২)

১২৩। এতদ্ভিন্ন শব্দের উত্তর আছে অর্থে মৎ (মতু) প্রত্যয় হয়। যথা, (বুদ্ধি আছে যার এই অর্থে) বুদ্ধি-মৎ, বুদ্ধিমান্ ; এইরূপ—শ্রীমান্, ধীমান্, আয়ুস্-মৎ, আয়ুষ্মান্ ইত্যাদি।

১২৪। মেধা, মায়া ও অস্ ভাগান্ত শব্দের উত্তর আছে অর্থে বিন্ প্রত্যয় হয়। যথা, মেধা-বিন্, মেধাবী ; এইরূপ—মায়াবী, যশস্-বিন্, যশস্বী ; তপস্-বিন্, তপস্বী ইত্যাদি।

১২৫। "আছে অর্থে" বিশেষ বিশেষ শব্দের উত্তর আলু, ল ও র প্রত্যয় করিলে নিম্নলিখিত পদগুলি সিদ্ধ হয়।

"আলু" যথা, দয়া-আলু, দয়ালু, কৃপা-আলু, কৃপালু ইত্যাদি।
"ল" যথা, শীত-ল, শীতল ; শ্যাম-ল, শ্যামল ; মৃদু-ল, মৃদুল ইত্যাদি।
"র" যথা, মুখ-র, মুখর, এইরূপ—নখর, মধুর, নগর ইত্যাদি।

---

(১) বৈয়াকরণ মতে এই স্থলে "অ" প্রত্যয় করিয়া বিংশ, একবিংশ, ত্রিংশ, ত্রিচত্বারিংশ প্রভৃতি পদও হইয়া থাকে।

(২) হস্তী বুঝাইলে কর, দন্ত ও হস্ত শব্দের উত্তর ইন্ প্রত্যয় করিয়া করী, হস্তী ও দন্তী শব্দ সাধিত হয়।

কতকগুলি শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি পদ সাধিত হয়। যথা—

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	অর্থ।
কেশ	ব	কেশব	কৃষ্ণ
গাণ্ডী	ঐ	গাণ্ডীব	অর্জ্জুনের ধনু
বাত	উল	বাতুল	বায়ুরোগগ্রস্ত
দন্ত	উর	দন্তুর	উন্নত দন্ত বিশিষ্ট
কুটী	র	কুটীর	ক্ষুদ্র গৃহ
এক	আকিন্	একাকী	অসহায়
অশ্ব	তর	অশ্বতর	গর্দ্দভীর গর্ভে ঘোটকজাত অশ্ব
পিতৃ	আমহ (ডামহট্)	পিতামহ	পিতার পিতা
মাতৃ	ঐ	মাতামহ	মাতার পিতা
মাতৃ	উল	মাতুল	মাতার ভ্রাতা
পিতৃ	ব্য	পিতৃব্য	পিতার ভ্রাতা
জ্যোতিস্	ন	জ্যোৎস্না	চন্দ্রের আলোক
বাচ্	মিন্	বাগ্মী	প্রশস্ত বক্তা
বাচ্	আল	বাচাল	অনর্থক বহুভাষী
স্ব	মিন্	স্বামী	প্রভু
অর্ণস্	ব	অর্ণব	সমুদ্র।

১২৬। দুই বা বহুর মধ্যে একের উৎকর্ষ বুঝাইলে বিশেষণ শব্দের উত্তর যথাক্রমে "তর" ও "তম" প্রত্যয় হয়। যথা, (দুয়ের মধ্যে লঘু এই অর্থে) লঘু-তর, লঘুতর, এইরূপ—প্রিয়তর, মৃদুতর, কৃশতর, বিশুদ্ধতর ইত্যাদি। (বহুর মধ্যে লঘু এই অর্থে)

লঘু-তম, লঘুতম ; এইরূপ—প্রিয়তম, দীর্ঘতম, কৃশতম, বিশুদ্ধতম ইত্যাদি।

১২৭। প্রকারার্থে সংখ্যাবাচক শব্দের উত্তর ধা (ধাচ্) প্রত্যয় হয়। যথা, (বহুপ্রকার এই অর্থে) বহু-ধা, বহুধা ; এইরূপ, দ্বিধা, ত্রিধা ইত্যাদি।

১২৮। বিকার, অবয়ব, ব্যাপ্তি, স্বরূপ প্রভৃতি অর্থে শব্দের উত্তর "ময়" (ময়ট্) প্রত্যয় হয়। যথা, (স্বর্ণের বিকার এই অর্থে) স্বর্ণ-ময়, স্বর্ণময় অলঙ্কার ; মৃদ্ অর্থাৎ মৃত্তিকার বিকার মৃন্ময়ী প্রতিমা, (কাষ্ঠ ইহার অবয়ব এই অর্থে) কাষ্ঠময় গৃহ। জলদ্বারা ব্যাপ্ত এই অর্থে) জলময় দেশ। এইরূপ—রোগময় দেহ, ধূমময় গৃহ। (চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ এই অর্থে) চিন্ময় ; এইরূপ—জ্ঞানময় ; আনন্দময় ইত্যাদি (১)।

১২৯। সর্ব্বনাম শব্দের উত্তর সপ্তমী বিভক্তির স্থানে "ত্র" হয় ; যথা, সর্ব্ব-ত্র সর্ব্বত্র ; এইরূপ—অন্যত্র ইত্যাদি।

১৩০। কাল বুঝাইলে সর্ব্ব ও এক শব্দের উত্তর সপ্তমী স্থানে "দা" হয়। যথা, সর্ব্বদা, একদা। (২)

১৩১। সর্ব্ব, অন্য প্রভৃতি সর্ব্বনামের উত্তর প্রকার অর্থে "থা" প্রত্যয় হয়। যথা, সর্ব্বথা, অন্যথা ইত্যাদি।

১৩২। উৎপন্ন বা স্থিত এই অর্থে অদ্য প্রভৃতি শব্দের উত্তর "তন" প্রত্যয় হয়। তন প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গে ঈকারান্ত হয়। যথা, (অদ্য উৎপন্ন এই অর্থে) অদ্য-তন, অদ্যতন ; স্ত্রীলিঙ্গে অদ্য-

---

(১) পুরীষ অর্থে গো শব্দের উত্তর "ময়" প্রত্যয় করিলে গোময় এই পদ হয়।

(২) সর্ব্বদা, সদা এই পদ নিপাতন সিদ্ধ।

তনী ; এইরূপ—অধুনাতন, পুরাতন, ইদানীম্-তন, ইদানীন্তন ; ঊর্দ্ধতন ; অধঃ-তন, অধস্তন ; (চিরকাল স্থিত এই অর্থে) চিরম্-তন, চিরন্তন ইত্যাদি।

১৩৩। উৎপন্ন অর্থে অন্ত্য, অগ্র প্রভৃতি শব্দের উত্তর "ইম" প্রত্যয় হয়। যথা অন্তিম, অগ্রিম ইত্যাদি (১)।

১৩৪। উৎপন্ন অর্থে আদি, মধ্য ও প্রথ শব্দের উত্তর "ম" প্রত্যয় হয়। যথা, আদিম, মধ্যম, প্রথম।

১৩৫। দক্ষিণা ও পশ্চাৎ প্রভৃতি শব্দের উত্তর উৎপন্ন অর্থে "ত্য" (ত্যণ্) প্রত্যয় হয়। ত্য প্রত্যয় করিলে পশ্চাৎ শব্দের অন্ত্য-বর্ণের লোপ হয়। যথা, (দক্ষিণা অর্থাৎ দক্ষিণ দেশে উৎপন্ন এই অর্থে) দক্ষিণা-ত্য, দাক্ষিণাত্য ; (পশ্চাৎ অর্থাৎ পশ্চিম দেশে উৎপন্ন এই অর্থে) পশ্চাৎ ত্য পাশ্চাত্য।

১৩৬। স্থিত অর্থে অমা শব্দের উত্তর এবং উৎপন্ন অর্থে তত্র, অত্র প্রভৃতি শব্দের উত্তর "ত্য" প্রত্যয় হয়। যথা, (অমা সহিত স্থিত এই অর্থে) অমা-ত্য, অমাত্য ; তত্র (অর্থাৎ সেই স্থানে) উৎপন্ন এই অর্থে, তত্র-ত্য, তত্রত্য ; এইরূপ—অত্রত্য ইত্যাদি।

১৩৭। অভূততদ্ভাব অর্থাৎ (পূর্ব্বে ছিল না, এক্ষণে হইয়াছে এই অর্থে) ভূ, কৃ ও অস্ ধাতু নিষ্পন্ন পদ পরে থাকিলে শব্দের উত্তর "চ্বি" প্রত্যয় হয়, চ্বি প্রত্যয়ের কিছুই থাকে না, এবং পূর্ব্ব-স্থিত শব্দের আকার স্থানে ঈ এবং উ স্থানে ঊ হয়। যথা, (পূর্ব্বে বশ ছিল না, এক্ষণে বশ হইয়াছে এই অর্থে) বশ-চ্বি ভূত, বশীভূত, দূর-চ্বিকরণ, দূরীকরণ, এইরূপ—লঘূকরণ, বশীকরণ ইত্যাদি।

১৩৮। পরিগণিত অর্থাৎ শেষ প্রাপ্ত অথবা অধীন অর্থ বুঝাইলে

(১) পশ্চাৎ—ইম, পশ্চিম এই পদ নিপাতন সাধ্য।

শব্দের উত্তর "সাৎ" (চসাৎ) প্রত্যয় হয়। যথা, (ধূলিরূপে পরিণত এই অর্থে) ধূলি-সাৎ ধূলিসাৎ; এইরূপ—জলসাৎ,ভস্মসাৎ,(আত্মার অধীন এই অর্থে) আত্মন্‌-সাৎ, আত্মসাৎ, উদরসাৎ ইত্যাদি।

১৩৯। প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ, স্বরূপতঃ বস্তুতঃ, ফলতঃ, স্বভাবতঃ, প্রভৃতি পদগুলি যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, স্বরূপ বস্তু, ফল ও স্বভাব শব্দের উত্তর "তস্‌" প্রত্যয করিয়া সাধিত।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি বাঙ্গালা তদ্ধিত-প্রত্যয়ান্ত শব্দ চলিত ভাষায় ব্যবহৃত হয়, তাহার কতিপয় উদাহরণ মাত্র প্রদর্শিত হইতেছে, ইহার জন্য বিশেষ সূত্র রচনার প্রয়োজন নাই।

শব্দ	প্রত্যয়	পদ	অর্থ।
ছেলে	মি	ছেলেমি	শিশুর ভাব বা কর্ম্ম
বামন	আই	বামনাই	ব্রাহ্মণের ঐ
গুরু	গিরি	গুরুগিরি	গুরুর ঐ
দোকানদার	ঈ	দোকানদারী	দোকানদারের ঐ
গরু	টী বা টা	গরুটী, গরুটা	স্বার্থে
মণ	করা	মণকরা	মণপ্রতি
বিলাত	ঈ	বিলাতী	বিলাতে উৎপন্ন
তথা	কার	তথাকার	সেইস্থানে উৎপন্ন ইত্যাদি।

এই উদাহরণগুলি মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলে অন্যান্য উদাহরণের প্রকৃতি প্রত্যয় সহজেই বোধগম্য হয়।

ক্রিয়া প্রকরণ।

১৪০। ভূ, স্থা, গম্‌, দৃশ্‌ প্রভৃতি ক্রিয়ার মূলকে ধাতু কহে। ঐ সকল ধাতু বাঙ্গালায় ব্যবহৃত হইবার সময় নানা রূপে

পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যথা—ভূ হও, স্থা থাক্, গম্ গি, দৃশ্ দেখ্ ইত্যাদি। বাঙ্গালা ধাতুর উত্তর ইতেছি, ইতেছ, ইতেছে, ইয়াছি ইত্যাদি বিভক্তি যোগ করিয়া হইতেছি, থাকিতেছে, গিয়াছে, দেখিয়াছি ইত্যাদি ক্রিয়া পদ সাধিত হয়।

প্রশ্নাবলী।

১। তদ্ধিত কাহাকে কহে?

২। অপত্য অর্থে কি কি তদ্ধিত প্রত্যয় হয়।

৩। নিম্নলিখিত পদগুলি কোন্ কোন্ শব্দের উত্তর কোন্ কোন্ অর্থে কি কি প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ হইয়াছে? যথা—

আলঙ্কারিক, দৈব, ব্রাহ্ম, তৃতীয় পার্থিব, শাব্দিক, স্বকীয়, যৌবন, মহিমা, কালিমা, কম্মণ্য, বিজ্ঞতর, কনিষ্ঠ, লোমশ, শীতল, কৃপালু, দ্রোণি, কুঞ্জর, বাগ্মী, চতুর্থ, অষ্টম, মাংসল, চিরন্তন, দাক্ষিণাত্য, দরিদ্রসাৎ, লঘূকরণ, সর্ব্বদা ও একদা।

৪। নিম্নলিখিত শব্দের উত্তর অপত্য অর্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিলে কি কি পদ হয়। রঘু, কুরু, দনু, মধু, যদু, পাণ্ডু, চণক, বশিষ্ঠ, দশরথ, মনু, দক্ষ, পিতৃস্বসা, ভগিনী ও কন্যা।

৫। দ্রোণ, সুমিত্রা ও রাবণ শব্দের উত্তর "ই"; গঙ্গা, সুভগা, ও কুন্তী শব্দের উত্তর "এয়"; অদিতি, পরাশর ও জমদগ্নি শব্দের উত্তর "য" প্রত্যয় করিলে কি কি পদ নিষ্পন্ন হয় বল।

৬। নিম্নলিখিত বিশেষণ শব্দ গুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত করিয়া বিশেষ্য কর।

শিশু, যুবা, বৃদ্ধ, মূর্খ, পণ্ডিত, ধীর, চঞ্চল, লঘু, গুরু, দীর্ঘ, মহৎ, নীল, রক্ত, শীত, চোর, আস্তিক, বৎসল, দ্বিবিধ, বাগ্মী ও দরিদ্র।

৭। নিম্নলিখিত বিশেষ্য শব্দ গুলিকে তদ্ধিত প্রত্যয়ান্ত করিয়া বিশেষণ কর।

নিদ্রা, ফল, রোগ, ধর্ম্ম, দণ্ড, বল, বুদ্ধি, ভূত, ব্যাধি, মায়া, পঙ্ক, মুখ, দন্ত, ন্যায়, পতঞ্জলি, ব্যাকরণ, শব্দ ও পাতক।

৮। ভাবার্থে, কর্ম্মার্থে, বিকারার্থে ও স্বার্থে তদ্ধিত প্রত্যয় করিয়া ৮টী শব্দ বল।

ক্রিয়াপদ সকল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা, অকর্ম্মক, সকর্ম্মক ও দ্বিকর্ম্মক।

১৪১। যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম নাই, অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়ার অর্থ কেবল কর্ত্তায় থাকে তাহারা অকর্ম্মক। যথা, বৃষ্টি হইতেছে, তিনি থাকিবেন, বালক হাসিতেছে ইত্যাদি স্থলে হওয়া, থাকা, হাসা ক্রিয়া কেবলমাত্র কর্তৃগত,—এজন্য ইহারা অকর্ম্মক।

অকর্ম্মক ক্রিয়া। যথা—

হওয়া, শান্তি, লজ্জা, স্থিতি, জাগরণ, ভয়, মরণ, শমন, ক্রীড়া, শব্দ করা, দীপ্তি, ক্ষয়, কম্পন, ভ্রমণ, নিদ্রা, নিষ্পত্তি, ঘটনা, হাস্য, দৌড়ান, বাঁচিয়া থাকা, পতন, নিবাস, পালন, ক্রোধ, নৃত্য ও রোদন প্রভৃতি অর্থে ক্রিয়া অকর্ম্মক হয়।

১৪২। যে সকল ক্রিয়ার কর্ম্ম আছে, তাহারা সকর্ম্মক; যথা, শিশু চন্দ্র দেখিতেছে, হরি পুস্তক পড়িতেছে ইত্যাদি।

১৪৩। প্রেরণ অর্থে (১) অকর্ম্মক ক্রিয়া সকর্ম্মক হয়। যথা, বায়ু বৃক্ষকে কাঁপাইতেছে, তাঁহাকে অনেক যত্নে বাঁচাইয়াছি ইত্যাদি।

১৪৪। যে সকল ক্রিয়ার দুইটী কর্ম্ম, তাহারা দ্বিকর্ম্মক। যথা, তিনি আমাকে পত্র লিখিয়াছেন, তুমি তাঁহাকে কি বলিয়াছ, গুরু শিষ্যকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ইত্যাদি।

১৪৫। পুরুষ ভেদে ক্রিয়া পদ বিভিন্ন হয়, কিন্তু বচন ভেদে হয় না। যথা, আমি যাইতেছি, তুমি যাইতেছ, সে যাইতেছে, আমরা যাইতেছি ইত্যাদি।

---

(১) কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করা, এইরূপ অর্থকে প্রেরণ অর্থ কহে। প্রেরণ অর্থবাচক ধাতুকে সংস্কৃতমতানুসারে সংক্ষেপে বলিতে হইলে ণিজন্ত ধাতু কহে।

কর্ত্তৃপদের পুরুষ ও বচন অনুসারে ক্রিয়া পদের বচন ও পুরুষ নিশ্চয় করিতে হয়, অর্থাৎ কর্ত্তৃপদে যে পুরুষ ও যে বচন থাকিবে ক্রিয়াপদেরও সেই পুরুষ সেই বচন বলিতে হইবে। যেমন— কর্ত্তা প্রথম পুরুষ ও একবচনান্ত হইলে ক্রিয়াপদও প্রথম পুরুষের একবচনান্ত বলিতে হইবে।

১৪৬। প্রথম পুরুষের সম্ভ্রম বুঝাইলে ক্রিয়ার শেষে "ন" যুক্ত করিতে হয়। যথা, পিতা বলিতেছেন, মাতা ডাকিতেছেন, গুরু শিখাইতেছেন ইত্যাদি।

১৪৭। যাইতে, খাইতে প্রভৃতি "তে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার পর হওয়া ক্রিয়াবাচক পদের প্রয়োগ হইলে পুরুষভেদে রূপের প্রভেদ হয় না। যথা, আমাকে যাইতে হইবে, তোমাকে যাইতে হইবে, তাহাকে যাইতে হইবে ইত্যাদি।

১৪৮। ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ ও করা অর্থবাচক ক্রিয়াপদ এই উভয়ের মিলনে স্বতন্ত্র যে ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হয়, তাহাকে যৌগিক ক্রিয়াপদ কহে। যথা, গমন করিতেছে, ভোজন করিবে ইত্যাদি।

১৪৯। "তে" যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার সহিত পারা, থাকা প্রভৃতি অর্থবোধক কতকগুলি ক্রিয়াপদের যোগ হইলেও যৌগিক ক্রিয়াপদের উৎপত্তি হয়। যথা, যাইতে পারে, বলিয়া থাকে, ছাড়িয়া দাও ইত্যাদি।

কাল।

১৫০। ক্রিয়ার সময়কে কাল কহে।

কাল তিন প্রকার, যথা, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ।

বর্ত্তমান কাল—যে ক্রিয়া চলিতেছে তাহার কালকে বর্ত্তমান কাল কহে। যথা, পাঠক মহাভারত পাঠ করিতেছেন। (১) অতীত—যে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহার সময়কে অতীত কাল কহে। যথা, বৃষ্টি হইয়াছে, পাক হইয়াছে ইত্যাদি। (২)

---

(১) বিশুদ্ধবর্ত্তমান, নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমান, ভূতসামীপ্যবর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ-সামীপ্যবর্ত্তমান, এইরূপে বর্ত্তমানকালের চতুর্বিধ প্রভেদ করা হইয়া থাকে।

বিশুদ্ধবর্ত্তমান।—আরব্ধ ক্রিয়ার সমাপ্ত পর্য্যন্ত কালকে বিশুদ্ধবর্ত্তমান কহে। যথা, পাঠক মহাভারত পড়িতেছেন, গায়ক গান করিতেছেন, যদু আহার করিতেছে ইত্যাদি।

নিত্যপ্রবৃত্ত বর্ত্তমান। যে ক্রিয়া প্রয়োগকালে বিদ্যমান থাকুক বা না থাকুক, যদি চিরদিন সচরাচর ঘটিয়া থাকে এরূপ হয়, তাহা হইলে সেই ক্রিয়ার কালকে নিত্যপ্রবৃত্তবর্ত্তমান কহে।

যেমন—জল হইতে বাষ্প হয়, বাষ্প হইতে মেঘ হয়, সেই মেঘ হইতে আবার জল হইয়া থাকে। এস্থলে "হয় ও "হইয়া থাকে" এই দুইটী ক্রিয়ার কালের কোন নিয়ম নাই, অথচ ঘটিয়া থাকে, এই নিমিত্ত উহাকে নিত্যপ্রবৃত্ত-বর্ত্তমান বলে। এইরূপ—বাঙ্গালিরা প্রত্যহ অন্ন আহার করে; প্রতিদিন সূর্য্যোদয় হয়।

ভূতসামীপ্যবর্ত্তমান—যে ক্রিয়াটী বর্ত্তমান কালের অব্যবহিত পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, সেই ক্রিয়ার কালকে ভূতসামীপ্য বর্ত্তমান কহে। যথা - কখন ভোজন করিলে? এই প্রশ্নের উত্তরে এইমাত্র ভোজন করিতেছি;—এইমাত্র নিদ্রা ভঙ্গ হইতেছে ইত্যাদি স্থলে বর্ত্তমান কালের অব্যবহিত পূর্ব্বেই ভোজন ও জাগরণ হইয়াছে বলিয়া ভূতসামীপ্যবর্ত্তমান হইল।

ভবিষ্যৎসামীপ্যবর্ত্তমান—যে ঘটনাটী উপস্থিত না থাকিলেও বর্ত্তমান কালের পরক্ষণেই উপস্থিত হইবে, তাহার কালকে ভবিষ্যৎ-সামীপ্যবর্ত্তমান কহে। যথা, কখন লিখিবে? এ প্রশ্নে এই লিখিতেছি, এইরূপ উত্তর করিলে, লিখিতেছি এই ক্রিয়ার লেখা কার্য্য এখনও আরব্ধ হয় নাই, পরক্ষণেই হইবে, এই নিমিত্ত ঐ কালকে ভবিষ্যৎ-সামীপ্যবর্ত্তমান কহে।

ঐতিহাসিক বর্ত্তমান—যাহা বহু পূর্ব্বে ঘটিয়া গিয়াছে তাহার উল্লেখের সময়ও স্থানে স্থানে বর্ত্তমান ক্রিয়ার প্রয়োগ হয় যথা—রাম বলিলেন, যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করিলেন, মনু বলিলেন ইত্যাদি।

(২) বৃষ্টি হইল, বৃষ্টি হইয়াছে, বৃষ্টি হইয়াছিল, বাল্যকাল কতই আমোদে

ভবিষ্যৎ—যে কালে ক্রিয়া হইবে, সেই কালকে ভবিষ্যৎ কহে। যথা, যাইব, করিব, বলিব, আসিব ইত্যাদি।

১৫১। অনুজ্ঞা অর্থ বুঝাইলে কর, করুক, করুন, বল, বলুক, বলুন, থাক, থাকুক, থাকুন ইত্যাদি যে সকল ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়, উহাদের কালকেও ভবিষ্যৎ বলিতে হয়।

১৫২। বিধি প্রভৃতি (১) অর্থে ভবিষ্যৎ কালের ক্রিয়াপদের প্রয়োগ হয়। বিধি যথা, সদা সত্য কহিবে, কদাচ কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না; বাল্যকালে মন দিয়া লেখা পড়া শিখিবে ইত্যাদি।

সম্ভাবনা, (২) যথা, করিলেও করিতে পারি, ঘটিলেও ঘটিতে পারিত, দিলেও দিতে পারে, বলিলেও বলিতে পারেন, করিলেও করিতে পারিতেন ইত্যাদি।

প্রার্থনা, যথা, আমাকে পুস্তক দাও, আপনি দান করুন, আপনি আমাকে অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিযুক্ত করিবেন ইত্যাদি।

অনুরোধ, যথা, তাঁহাকে একবার আসিতে বলিবে, তুমি অদ্য যাইতে পারিবে না ইত্যাদি।

১৫৩। জিজ্ঞাসাবোধক শব্দের যোগ থাকিলে কখন কখন

অতিবাহিত হইত, পথ সকল দুর্গম ছিল বলিয়া গমনাগমনে যথেষ্ট ক্লেশ হইত, যখন আমি পড়িতেছিলাম, তখন তিনি আসিলেন ইত্যাদি। এই পাঁচ প্রকার অতীত কালকে যথাক্রমে অদ্যতন, অনদ্যতন, পরোক্ষ, নিত্যপ্রবৃত্ত ও অসম্পন্ন-অতীত বলা হইয়া থাকে।

যাহা অল্পক্ষণ পূর্ব্বে ঘটিয়াছে তাহাকে অদ্যতন, যাহা তৎপূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহাকে অনদ্যতন এবং যাহা অধিক পূর্ব্বে ঘটিয়াছে, তাহার কালকে পরোক্ষ, যে ক্রিয়া পূর্ব্বকালে নিয়তই ঘটিত, তাহাকে নিত্যপ্রবৃত্ত, যে ক্রিয়া সম্পন্ন না হইতেই অন্য ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে তাহাকে অসম্পন্নঅতীত কহে।

(১) সৎকার্য্যে প্রবর্ত্তনা ও অসৎকার্য্য হইতে নিবর্ত্তনার নাম বিধি।

(২) হইলেও হইতে পারে, এইরূপ অর্থ বুঝাইলে, তাহাকে সম্ভাবনা বলে।

অতীত কালে ভবিষ্যতের ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। যথা, আমার নিতান্ত দুঃসময় না হইলে, তুমিই বা আমাকে পরিত্যাগ করিবে কেন; এখানে নিতান্ত দুঃসময় বশতঃ পরিত্যাগ করা হইয়াছে, ইহাই বক্তার অভিপ্রেত ইত্যাদি।

১৫৪। যদি, যেন প্রভৃতি শব্দের যোগে ভবিষ্যৎ-কালে, বর্ত্তমানের ক্রিয়া পদের প্রয়োগ হয়। যথা, যদি তিনি না থাকেন, তিনি যেন এখানে আসেন, পিতা যদি যাইতে বলেন, "যেন পাই অন্তকালে তোমার চরণ" ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, কাল ও পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপভেদ হয়, বচন ভেদে হয় না, একারণ নিম্নলিখিত ক্রিয়াপদগুলিতে বচনের উল্লেখ করা হইল না। পদ পরিচয় করিবার সময় কর্ত্তৃপদ ও কর্ম্মপদের বচনানুসারে ক্রিয়া-পদের বচনের উল্লেখ করিতে হইবে।

হওয়া অর্থবাচক ক্রিয়াপদ।

উত্তম পুরুষ,	মধ্যম পুরুষ,	প্রথম পুরুষ,	কাল।
হইতেছি	হইতেছ	হইতেছে	বর্ত্তমান।
হই	হও	হয়	
হইলাম (১)	হইলে	হইল	অতীত
হইয়াছি	হইয়াছ	হইয়াছে	
হইয়াছিলাম	হইয়াছিলে	হইয়াছিল	
হইব	হইবে	হইবে	ভবিষ্যৎ।

(১) বাঙ্গালা পদ্যে হইল স্থানে হইলা এবং হইলাম স্থানে হইনু, এইরূপ

করা অর্থবাচক ক্রিয়াপদ।

উত্তম পুরুষ,	মধ্যম পুরুষ,	প্রথম পুরুষ,	কাল।
করিতেছি	করিতেছ	করিতেছে	বর্ত্তমান।
করি	কর	করে	
করিলাম	করিলে	করিল	অতীত।
করিয়াছি	করিয়াছ	করিয়াছে	
করিয়াছিলাম	করিয়াছিলে	করিয়াছিল	
করিব	করিবে	করিবে	ভবিষ্যৎ।

করা অর্থবাচক ক্রিয়াপদের যে রূপ প্রদর্শিত হইল, বলা, ধরা, মারা প্রভৃতি ক্রিয়াবাচক পদের রূপও এই প্রকার হইবে।

থাকা অর্থবাচক ক্রিয়াপদ।

উত্তম পুরুষ,	মধ্যম পুরুষ,	প্রথম পুরুষ,	কাল।
থাকিতেছি (১)	থাকিতেছ	থাকিতেছে	বর্ত্তমান।
থাকি	থাক	থাকে	
থাকিলাম	থাকিলে	থকিল	অতীত।
থাকিয়াছি	থাকিয়াছে	থাকিয়াছ	
থাকিয়াছিলাম	থকিয়াছিলে	থাকিয়াছিল	
থাকিব	থাকিবে	থাকিবে	ভবিষ্যৎ।

প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। বাঙ্গালার প্রাচীন গ্রন্থাদিতে হইলেক, করিলেক, করিবা, দিবা ইত্যাদির প্রয়োগও ভূরি ভূরি পাওয়া যায়।

(১) থাকা অর্থে বিশুদ্ধ বর্ত্তমানের বা অতীতের প্রয়োগ প্রায়ই হয় না, ইহার রূপান্তর হইয়া, আছি, আছ, আছে, ছিলাম, ছিলে, ছিল প্রভৃতি পদ হইয়া থাকে। আবার আছি বা আছে এই পদে "ন" যোগ করিলে, নাই, এইরূপ পদ হয়। বাঙ্গালা পদ্যে আছিল, আছিলাম ইত্যাদি ক্রিয়াপদের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

যাওয়া অর্থবাচক ক্রিয়াপদ।

উত্তম পুরুষ,	মধ্যম পুরুষ,	প্রথম পুরুষ,	কাল।
যাইতেছি	যাইতেছ	যাইতেছে	
যাই	যাও	যায়	বর্ত্তমান।
যাইলাম (১)	যাইলে	যাইল	
গেলাম	গেলে	গেল	
গিয়াছি	গিয়াছ	গিয়াছে	অতীত।
গিয়াছিলাম	গিয়াছিলে	গিয়াছিল	
যাইব	যাইবে	যাইবে	ভবিষ্যৎ

যৌগিক ক্রিয়ার রূপ আর স্বতন্ত্র দেখাইবার প্রয়োজন নাই। উহা পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারেই হইবে। যেমন,—দর্শন করিতেছে, বর্ষণ হইতেছে, নিদ্রা যাইতেছে, বসিয়া পড়িল, হাসিয়া উঠিল, খাইতে হইল, করিতে হয় ইত্যাদি।

বাচ্য নিরূপণ।

১৫৫। ক্রিয়াপদ বা কৃৎ প্রত্যয় যাহাকে বুঝাইয়া দেয়, তাহার নাম বাচ্য। যেমন "করিতেছি" এই ক্রিয়াপদ বলিলে উহা "আমি" এই কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দেয়, সুতরাং করিতেছি এই ক্রিয়াপদটী কর্ত্তৃবাচ্য। এইরূপ পচ্ ধাতুর উত্তর "অক" এই কৃৎ প্রত্যয় করিলে পাচক এই শব্দ নিষ্পন্ন হয়, পাচক শব্দে পাকের কর্ত্তাকে বুঝায়। অতএব "অক" এই কৃৎ প্রত্যয়টী কর্ত্তৃবাচ্য; এইরূপ কর্ম্ম, করণ প্রভৃতিও বাচ্য হইয়া থাকে, এজন্য বাচ্য সমুদায়ে সাত প্রকার। যথা—কর্ত্তৃবাচ্য, কর্ম্মবাচ্য, করণবাচ্য, সম্প্রদানবাচ্য, অপাদানবাচ্য, অধিকরণবাচ্য ও ভাববাচ্য।

---

(১) "যাইলাম" প্রভৃতির পরিবর্ত্তে গেলাম প্রভৃতিরও প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে হয় না, আর অতীতে যাইয়াছিলাম প্রভৃতির প্রয়োগ প্রায়ই হয় না, গিয়াছিলাম প্রভৃতি হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য বলিতে হইলে, অধিকাংশ স্থলে কর্ত্তৃবাচ্যে এবং কখন কখন কর্ম্ম বাচ্যে বলা হইয়া থাকে।

কর্ত্তৃবাচ্য।

১৫৬। যে স্থলে ক্রিয়াপদ প্রধানরূপে কর্ত্তাকে বুঝাইয়া দেয়, এবং কর্ত্তৃপদে প্রথমা ও কর্ম্মপদে দ্বিতীয়া বিভক্তি হয়, তাহাকে কর্ত্তৃবাচ্য কহে। যথা, রাম পুস্তক পড়িতেছে। এখানে বর্ত্তমান পঠন ক্রিয়াটী প্রধানরূপে রামের সহিত অন্বিত হইতেছে এবং "রাম" পদে প্রথমা ও "পুস্তক" পদে দ্বিতীয়া আছে বলিয়া "পড়িতেছে" এই ক্রিয়াপদটী কর্ত্তৃবাচ্য হইল। এইরূপ—হরি বিদ্যালয়ে যাইতেছে, সূর্য্য উঠিল, বেলা হইয়াছে, পড়িতে যাও ইত্যাদি।

কর্ম্মবাচ্য।

১৫৭। যেখানে ক্রিয়াপদ প্রধানরূপে কর্ম্মপদের সহিত অন্বিত হয়, এবং কর্ত্তৃপদে তৃতীয়া ও কর্ম্মপদে প্রথমা বিভক্তি হয়, তাহাকে কর্ম্মবাচ্য কহে। কর্ম্মবাচ্যে প্রায়ই যৌগিক ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হইয়া

প্রশ্নাবলী।

১। অকর্ম্মক ও সকর্ম্মক ক্রিয়ার লক্ষণ কি?

২। ক্রিয়া কাহাকে কহে।

৩। বচন ভেদে ক্রিয়ার রূপ ভিন্ন ভিন্ন হয় কি না? কোন্ নিয়মানুসারে ক্রিয়াপদের বচনের উল্লেখ করিতে হয়?

৪। ক্রিয়ার কাল কয় প্রকার?

৫। বর্ত্তমান ও অতীত কালে "জানা" এই অর্থবাচক ক্রিয়া পদের সকল পুরুষের রূপ লিখ।

৬। যৌগিক ক্রিয়া কাহাকে বলে? ৫টী উদাহরণের সহিত বুঝাইয়া দাও।

৭। করিয়াছিলাম, বলিয়াছিলাম, পরে বলিতেছি, চলিয়া গিয়াছে, হইতাম ও উঠিল এই ক্রিয়াপদগুলির কাল নির্দ্দেশ কর। ৮। সম্ভাবনা অর্থে উত্তম, মধ্যম ও প্রথম পুরুষের ক্রিয়াপদ লিখ। ৯। বিধি কাহাকে কহে? বিধি অর্থে কোন কালের বিভক্তি হয়? ১০। ৮টী অকর্ম্মক ক্রিয়াপদ বল।

থাকে। যথা, রক্ষককর্ত্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে, আমি সমাজ-কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছি, তুমি দৈবকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়াছ ইত্যাদি স্থলে ধরা, নিন্দা ইত্যাদি ক্রিয়াগুলি চোর প্রভৃতি কর্ম্মপদের সহিত প্রধানরূপে অন্বিত, সুতরাং ঐ ক্রিয়াগুলি কর্ম্মবাচ্য।

কর্ম্মবাচ্যে ক্রিয়ার পৃথক্ ভাবে রূপ দেখাইবার প্রয়োজন নাই, ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদের সহিত পূর্ব্ব প্রদর্শিত কর্ত্তৃবাচ্যের ক্রিয়াপদ সকল যোগ করিলেই কর্ম্মবাচ্যের ক্রিয়াপদ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যথা, ধরা পড়িয়াছে, মারা গিয়াছে, দেখা হইয়াছে, আনা যাইবে, শুনা যাইতেছে, ধরান যাইবে, উঠান গিয়াছে, বলান হইয়াছে, শোয়ান হইয়াছে ইত্যাদি ক্রিয়াপদ সকল কর্ম্মবাচ্য স্থলে প্রযুক্ত হইয়া থাকে।

ভাববাচ্য।

১৫৮ যেখানে ক্রিয়াপদটী কেবল ধাতুর অর্থ প্রকাশ করে, এবং কর্ত্তৃপদের সহিত প্রধানরূপে অন্বিত হয়, তাহাকে ভাববাচ্য কহে। ভাববাচ্যেও যৌগিক ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষায়, ভাববাচ্য স্থলে প্রায়ই কর্ত্তৃপদ প্রযুক্ত থাকে না, উহা উহ্য রাখিতে হয়। যথা, শয়ন করা হইয়াছে, অবস্থিতি করা হইবে, ইত্যাদি স্থলে রাম কর্ত্তৃক এইরূপ একটি কর্ত্তৃপদ উহ্য রহিয়াছে।

কর্ত্তৃবাচ্যে ও কর্ম্মবাচ্যে যেমন পুরুষ ভেদে ক্রিয়ার রূপ ভেদ হয়, ভাববাচ্যে সেরূপ হয় না। ভাববাচ্যে কেবল কালভেদে রূপভেদ হইয়া থাকে। যথা,—যাইতে পারা যায়, যাইতে পারা গিয়াছে, যাইতে পারা যাইবে ইত্যাদি।

কৃদন্ত-প্রকরণ।

১৫৯। ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয়, য, ত প্রভৃতি যে সকল প্রত্যয় হয়, তাহার নাম কৃৎ প্রত্যয়।

কৃৎ প্রত্যয় সকল ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে হইয়া থাকে, সুতরাং বাচ্যভেদে কৃৎ প্রত্যয় নিষ্পাদিত শব্দের অর্থও বিভিন্ন হয়।

কর্ত্তৃবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় করিলে যে পদ হয়, তাহা কর্ত্তাকে

বুঝায়, সুতরাং কর্ত্তার বিশেষণ হয়, কর্ম্মবাচ্যে কৃৎ প্রত্যয় করিয়া যে পদ হয় তাহা কর্ম্মের বিশেষণ হয়। করণবাচ্য প্রভৃতিরও এইরূপ। ভাববাচ্যে প্রত্যয় করিলে, ঐ প্রত্যয়ান্ত পদের দ্বারা কেবল ক্রিয়া মাত্রের বোধ হয়, সুতরাং ভাববাচ্য বিহিত কৃৎ প্রত্যয়ান্ত শব্দ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য হইয়া থাকে। আপাততঃ এই সকল প্রতিপন্ন করিবার জন্য নিম্নে কতিপয় কৃদন্ত শব্দের উদাহরণ প্রদর্শিত হইতেছে, উহা মনোযোগপূর্ব্বক দেখিলেই উল্লিখিত বিষয় সবিশেষ হৃদয়ঙ্গম হইবে। যথা—

ধাতু	বাচ্য	প্রত্যয়	শব্দ	অর্থ।
পচ্	কর্ত্তৃ	অক	পাচক	যে পাক করে।
ঐ	কর্ম্ম	ত	পক্ব	যাহা পাক করা হইয়াছে।
ঐ	ভাব	অ	পাক	পাক ক্রিয়া।
শ্রু	কর্ত্তৃ	তৃ	শ্রোতা	যে শ্রবণ করে।
ঐ	কর্ম্ম	ত	শ্রুত	যাহা শুনা হইয়াছে।
ঐ	করণ	অন	শ্রবণ	যদ্দ্বারা শুনা যায় (কর্ণ)।
শী	কর্ত্তৃ	আন	শয়ান	যে শয়ন করিয়া আছে।
ঐ	ভাব	অন	শয়ন	শয়ন করা।
ঐ	অধিকরণ	ঐ	ঐ	যাহাতে শয়ন করা যায় (শয্যা)।
দৃশ্	ভাব	ঐ	দর্শন	দেখা ইত্যাদি।

শব্দ সাধন করিবার নিমিত্ত কৃৎ প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ অনেক শব্দ প্রচলিত আছে, যাহা কোন না কোন সংস্কৃত ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় করিয়া সাধিত। এজন্য কৃৎ প্রত্যয়ের বিবরণ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি প্রচলিত সংস্কৃত ধাতু প্রদর্শিত হইতেছে। প্রয়োজন হইলে ছাত্রগণ এই ধাতুমালা হইতে আবশ্যক ধাতু দেখিয়া লইতে পারিবেন।

সংস্কৃত ধাতু।

ধাতু	অর্থ	ধাতু	অর্থ	ধাতু	অর্থ
অঙ্ক	চিহ্ন করা	আপ	প্রাপ্তি	উহ	বিতর্ক করা
অন	বাঁচিয়া থাকা	আস	উপবেশন	ঋ	গতি
অন্‌জ	মিশ্রিত করা	ই	গতি	কথ	বলা
অয়	গতি	অধি-ই	অধ্যয়ন	কৃ	করা
অর্চ্চ	পূজা	ইষ	ইচ্ছা	ক্রন্দ	রোদন
অর্জ্জ	উপার্জ্জন	ঈক্ষ	দর্শন	খন	খনন করা
অর্থ	যাচ্ঞা	ঈর	প্রেরণ	গঠ	গঠন্ করা
অশ	ভোজন	ঈশ	প্রভুত্ব করা	গম	যাওয়া
গুপ	গোপন করা	ধা	ধারণ	রম	ক্রীড়া
গৈ	গান করা	নম	নমস্কার	রুদ	রোদন
ঘট	ঘটনা	নী	লইয়া যাওয়া	লভ	লাভ করা
চি	চয়ন	পত	পতন	লুভ	লোভ করা।
চিন্ত	চিন্তা করা	পা	রক্ষা	বদ	বলা
ছিদ	ছেদন করা	ভক্ষ	ভোজন	বস	বাস করা
জন	জন্মান	ভজ	ভাগ ও সেবা	বহ্	বহন করা
জাগৃ	জাগা	ভাষ	কথন	বুধ	জানা
ডী	উড়িয়া যাওয়া	ভিদ	ভেদ করা	শাস	শাসন করা
তন	বিস্তার করা	ভুজ	ভোজন	শী	শয়ন
তৃপ	প্রীত হওয়া	ভূ	হওয়া	সহ	সহ্য করা
তৃ	পার হওয়া	মন	জানা	সু	প্রসব করা
ত্যজ	ত্যাগ করা	মা	পরিমাণ	সেব	সেবা করা
ত্রৈ	রক্ষা	যা	গতি	হন	বধ করা
দা	দান	যাচ্	যাচ্ঞা	হস	হাস্য করা
দৃশ	দেখা	রচ	রচনা	ইত্যাদি।	

---

(১) অন্ত্যবর্ণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ণকে উপান্ত্য কহে।

কৃদন্তের সাধারণ নিয়ম।

১৬০। কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য (১) লঘু স্বরের গুণ হয়। যথা, শ্রু তব্য, শ্রোতব্য; শুচ-অনীয়, শোচনীয় ইত্যাদি।

১৬১। ক ইৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর গুণ হয় না। যথা, শ্রু ত (ক্ত) শ্রুত ইত্যাদি।

১৬২। ঞ ইৎ ও মূর্দ্ধণ্য ণ ইৎ কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অন্ত্যস্বর ও উপান্ত্য আকারের বৃদ্ধি হয়। যথা, বি কৃ-অ (ঘঞ্), বিকার; প্র-সদ-অ (ঘঞ্), প্রসাদ; নী-অক (ণক); নায়ক; পচ-অক (ণক), পাচক ইত্যাদি।

১৬৩। ঘ ইৎ কৃৎ প্রত্যয় করিলে ধাতুর অন্তেস্থিত চ স্থানে ক এবং জ স্থানে গ হয়। (১) যথা বচ-য (ঘ্যণ্) বাক্য, ভজ-অ (ঘঞ্), ভাগ ইত্যাদি।

১৬৪। কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে একারান্ত, ঐকারান্ত, ওকারান্ত ধাতু আকারান্ত হয়। যথা, আ হ্বে-অন, আহ্বান; গৈ-অন, গান; অব-সো-অন, অবসান ইত্যাদি।

১৬৫। কৃৎ প্রত্যয়ের ত ও স পরে থাকিলে ধাতুর উত্তর ই হয়। (২) যথা, পত-ত, পতিত; ভূ-স্যৎ (স্যতৃ), ভবিষ্যৎ ইত্যাদি।

১৬৬। কৃৎ প্রত্যয়ের ত পরে থাকিলে ধাতুর অন্তেস্থিত চ

---

(১) ত্যাজ্য, বাচ্য, ভোজ্য এই সকল স্থলে হয় না।

(২) কতকগুলি ধাতুর উত্তর ই হয় না, তাহাদিগকে অনিট্ ধাতু কহে। যেমন—জ্ঞা-ত, জ্ঞাত; উৎ-ই-ত, উদিত; আনী-ত, আনীত, এই-রূপ—শ্রুত, কৃত, ভুক্ত, মুক্ত, ক্ষিপ্ত, দৃষ্ট, ত্যক্ত, উক্ত, তৃপ্ত, অনুরক্ত, আসক্ত, গত, প্রাপ্ত, শান্ত ইত্যাদি।

ও জ স্থানে ক এবং শ স্থানে ষ হয়। যথা, বচ্-তব্য, বক্তব্য; ভুজ-ত, ভুক্ত; দৃশ-তি, দৃষ্টি ইত্যাদি।

১৬৭। ঞ ইৎ ও ণ ইৎ কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ধাতুর অকারের পর য্ হয়। যথা, দা-অ (ঘঞ্), দায়; স্থা-ইন্ (ণিন্) স্থায়ী ইত্যাদি।

১৬৮। ধকারের পর ত থাকিলে উভয় মিলিয়া "দ্ধ" হয়। যথা, সিধ্-ত সিদ্ধ ইত্যাদি।

১৬৯। ভকারের পরে ত থাকিলে উভয় মিলিয়া "ব্ধ" হয়। যথা, লভ্-ত লব্ধ ইত্যাদি।

ধাতুর উত্তর কৃৎ প্রত্যয় করিয়া পূর্ব্বোক্ত নিয়মানুসারে পদ সাধন করিতে হয়। এক্ষণে কতকগুলি কৃৎ প্রত্যয় ও কৃদন্ত শব্দ নিম্নে দর্শিত হইতেছে।

তব্য, অনীয়, য, (য-ঘ্যণ্), (য-ক্যপ্)।

১৭০। কর্ম্ম প্রভৃতি বাচ্যে ধাতুর উত্তর তব্য, অনীয় ও য প্রত্যয় হয়।

"তব্য" যথা, কৃ তব্য, কর্ত্তব্য, বচ-তব্য, বক্তব্য; দা-তব্য দাতব্য; মন-তব্য মন্তব্য ইত্যাদি।

দৃশ-তব্য, দ্রষ্টব্য এই পদ নিপাতনসাধ্য।

"অনীয়" যথা, পা-অনীয়, পানীয়; স্মৃ-অনীয়, স্মরণীয়; পূজি-অনীয়, পূজনীয়; মান-অনীয়, মাননীয়; রম-অনীয়, রমণীয় ইত্যাদি।

"য" যথা, পা-য, পেয়; (১) দা-য দেয়; হা-য, হেয়; সহ-য, সহ্য; রম য রম্য; গদ-য, গদ্য ইত্যাদি।

---

(১) য প্রত্যয় করিলে অকারান্ত ধাতুর অকার একার হয়।

"ঘ্য" (ঘ্যণ্) যথা, কৃ-য, কার্য্য; ধৃ-য, ধার্য্য; ভৃ-য স্ত্রীলিঙ্গে ভার্য্যা; আ চর-য (কর্ত্তৃবাচ্য), আচার্য্য; হস-য, হাস্য; পঠ-য, পাঠ্য; ভুজ-য, ভোগ্য; বচ-য, বাক্য ইত্যাদি।

"য" (ক্যপ) যথা, ভৃ-য ভৃত্য; (১) কৃ-য, কৃত্য; বিদ্ য, বিদ্যা; শাস-য শিষ্য, (২) ইত্যাদি।

সৃ-য, সূর্য্য; হন-য; হত্যা, শী য শয্যা; কৃ-য, ক্রিয়া প্রভৃতি পদ নিপাতন সাধ্য।

তৃ (তৃণ) অক (ণক)।

১৭১। কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর তৃ (তৃণ) এবং অক (ণক) প্রত্যয় হয়।

"তৃ" প্রত্যয় যথা, কৃ-তৃ, কর্ত্তা; দা-তৃ, দাতা; শ্রু তৃ, শ্রোতা; বচ তৃ, বক্তা; ভুজ-ত, ভোক্তা, সূ-তৃ, সবিতা; শিক্ষি-তৃ, স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি।

সৃজ-তৃ, স্রষ্টা; এই পদ নিপাতন সাধ্য।

"অক" প্রত্যয় যথা, নী-অক, নায়ক; পচ-অক, পাচক; পঠ-অক, পাঠক; দৃশ-অক, দর্শক; গৈ-অক, গায়ক; (৩); যোজি-অক, যোজক; ঘটি-অক, ঘটক; নৃৎ-অক, নর্ত্তক; স্ত্রীলিঙ্গে নর্ত্তকী; রনজ-অক রজক (৪) ইত্যাদি।

অ (যণ্), অ (ট), অ (টক্), অং (অন্), অ (ড), অ (ঘঞ্) অ (অল্)।

---

(১) ক্যপ্ ও কিপ্ প্রত্যয় করিলে, ধাতুর অন্তস্থিত হ্রস্ব স্বরের পর "ৎ" হয়।

(২) ক্ত ও ক্যপ্ প্রত্যয় করিলে শাস ধাতুর আকার ইকার হয়।

(৩) গৈ ধাতুর উত্তর থক প্রত্যয় করিলে গাথক এই পদ হয়।

(২) অক প্রত্যয় করিলে রন্জ ধাতুর নকারের লোপ হয়।

১৭২। কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর অ (যণ্) প্রত্যয় হয়। "অ" (যণ্) যথা, (কুম্ভ করে যে এই অর্থে) কুম্ভ কৃ-অ, কুম্ভকার; এইরূপ—মালাকার; শাস্ত্রকার; সূত্র ধৃ-অ, সূত্রধর; কর্ম্মন্ কৃ অ, কর্ম্মকার, চাটুকার ইত্যাদি।

"অ" (ট) যথা, দিবা-কৃ-অ, দিবাকর; এইরূপ—প্রভাকর, কিম্-কৃ-অ, কিঙ্কর; দুঃখকর; যশস্-কৃ-ক, যশস্কর; বলকর, পুষ্টিকর, হিতকর, প্রীতিকর; অগ্র-সৃ-অ, অগ্রসর; পুরস্-সৃ-অ, পুরসর ইত্যাদি। (১)

"অ" (টক্) যথা, (পিতৃকে হনন করে যে এই অর্থে) পিতৃ-হন-অ, পিতৃঘ্ন, (২) এইরূপ—কফঘ্ন, জ্বরঘ্ন, কৃতঘ্ন, শত্রুঘ্ন ইত্যাদি।

"অ" (অন্) যথা, সৃপ অ, সর্প, দিব অ, দেব; নট-অ, নট; নদ-অ, নদ; হৃ-অ, হর; এইরূপ—জলচর, স্থলচর, বনচর, ভূচর, রাত্রিচর, খেচর ইত্যাদি।

পুনঃ পুনঃ, গমন করে যে এই অর্থে, গম-অ, জঙ্গম, এইরূপ—চল-অ, চঞ্চল প্রভৃতি পদ নিপাতনে সাধ্য

"অ" (ড) যথা, (জল দান করে যে এই অর্থে) জল-দা-অ, জলদ (৩); এইরূপ—সর্ব্ব-জ্ঞা-অ, সর্ব্বজ্ঞ; গৃহ স্থা অ, গৃহস্থ; বি-আ-ঘ্র-অ, ব্যাঘ্র; নৃ-পা-অ নৃপ; মধু-পা-অ, মধুপ; পঙ্ক-অ, পঙ্কজ; অনু-জন-অ, অনুজ; বর-আ-হন-অ, বরাহ; খ-গম-অ, খগ; আতপ-ত্রৈ-অ, আতপত্র; দ্বি-জন-অ, দ্বিজ; আত্মন্ জন-অ, আত্মজ; কর-দা-অ, করদ; বারিদ; পাদ-পা-অ, পাদপ; দ্বি-পা-

---

(১) অক প্রত্যয় করিয়া বলকারক, পুষ্টিকারক ইত্যাদি পদেরও প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

(২) অ (টক্) প্রত্যয় করিলে হন স্থানে "ঘ্ন হয়।

(৩) ড ইৎ কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর অন্ত্য স্বর ও তৎপরস্থিত বর্ণের লোপ হয়।

অ, দ্বীপ ; সু-স্থা-অ, সুস্থ ; ভুজ-গম-অ, ভুজগ ; পতগ ; জরায়ু-জন-অ, জরায়ুজ ; সরসিজ ; বি-জ্ঞা-অ, বিজ্ঞ ইত্যাদি।

১৭৩। কর্ম্ম ও ভাব প্রভৃতি বাচ্যে ধাতুর উত্তর অ (ঘঞ্) এবং অ (অল্) প্রত্যয় হয়।

"অ" (ঘঞ্) যথা, অর্চ্চ-অ, অর্ক ; পচ-অ, পাক ; ভজ-অ, ভাগ ; ত্যজ-অ, ত্যাগ ; শুচ-অ, শোক ; রুজ-অ, রোগ ; ভুজ-অ, ভোগ ; ভন্‌জ-অ, ভঙ্গ ; রন্‌জ-অ, রঙ্গ ; অধি-অব-সো-অ, অধ্যবসায় ; প্র-সদ-অ, প্রসাদ, প্রাসাদ ; (১) নি-হৃ-অ, নীহার ; অ-হন্-অ, আঘাত (২) ইত্যাদি।

রাগ, ঘাস, কায় এই তিন পদ যথাক্রমে রন্‌জ, অদ ও চি ধাতুর উত্তর অ (ঘঞ্) প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সাধ্য।

"অ" (অল্) যথা, ভী-অ, ভয় ; রু-অ, রব ; প্র-লী-অ, প্রলয় ; কৃ-অ, কর ; জি-অ, জয় ; ক্ষি-অ, ক্ষয় ; সম-চি-অ, সঞ্চয় ; হন-অ, বধ (৩) ইত্যাদি।

দুষ্কর, দুর্গম, দুর্দ্ধর্ষ, দুর্বহ প্রভৃতি পদগুলি যথাক্রমে কৃ, গম, ধৃষ ও বহ ধাতুর উত্তর কর্ম্মবাচ্যে অল্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত।

১৭৪। কর্তৃবাচ্যে অ (ক ও খ) প্রত্যয় করিয়া কতকগুলি পদ নিপাতন সাধ্য। অ (ক) যথা, প্রী-অ, প্রিয় ; মহী-রুহ-অ, মহী-

---

(১) ঘঞ্ প্রত্যয় করিলে কোন কোন স্থলে ধাতুর পূর্ব্ববর্ত্তী উপসর্গের হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়।

(২) ঞ ইৎ ও ণ ইৎ কৃৎপ্রত্যয় পরে থাকিলে হন স্থানে ঘাৎ আদেশ হয়।

(৩) অল্ প্রত্যয় করিলে হন স্থানে "বধ" হয়।

রুহ। অ (খ) যথা, ধন-জি-অ, ধনঞ্জয় ; ভয়-কৃ-অ, ভয়ঙ্কর ; পুর-দৃ-অ, পুরন্দর ; বশ-বদ-অ, বশংবদ ; পত-গম-অ, পতঙ্গ, পতঙ্গম ; ভুজ-গম-অ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম ; ত্বরা-গম-অ, তুরগ, তুরঙ্গ, তুরঙ্গম , বিহায়স্-গম-অ, বিহগ, বিহঙ্গ, বিহঙ্গম ইত্যাদি।

যদ্-দৃশ-অ, যাদৃশ ; তদ্-দৃশ-অ, তাদৃশ ; এতদ্-দৃশ-অ, এতা-দৃশ ; ইদম্ দৃশ-অ, ঈদৃশ ; ভবৎ-দৃশ-অ, ভবাদৃশ ; অস্মদ্-দৃশ-অ, মাদৃশ প্রভৃতি পদগুলি কর্ম্মবাচ্যে, অ (টক্) প্রত্যয় করিয়া নিপাতন সাধ্য।

অন্ (অনট্)।

১৭৫। ভাব প্রভৃতি বাচ্যে ধাতুর উত্তর অন্ (অনট্) প্রত্যয় হয়। ভাববাচ্যে যথা, গম-অন, গমন ; দৃশ-অন, দর্শন ; শ্রু-অন, শ্রবণ ; রুদ-অন, রোদন ; ভুজ-অন, ভোজন ; স্মৃ-অন, স্মরণ ; পা-অন, পান ; দা-অন, দান ইত্যাদি। করণবাচ্যে যথা, নী-অন, নয়ন ; যা-অন, যান ; সাধি-অন, সাধন ইত্যাদি। কর্ম্মবাচ্যে যথা, সু-দৃশ-অন, সুদর্শন ; সু-যুধ-অন, সুযোধন ; দুর্-শাস-অন, দুঃশাসন ইত্যাদি।

নন্দি-অন, নন্দন ; তপ-অন, তপন ; মোহ-অন, মোহন ; মদ-অন, মদন ; মধু-সূদ-অন-মধুসূদন ; জন-অর্দ্দ-অন, জনার্দ্দন প্রভৃতি পদগুলি কর্ত্তৃবাচ্যে অন্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত।

বেদনা, বন্দনা, উপাসনা, সম্ভাবনা, মার্জ্জনা, আরাধনা, ঘটনা, অর্চ্চনা, কল্পনা, বঞ্চনা ও প্রতারণা প্রভৃতি পদগুলি যথাক্রমে, বিদ, বন্দ, উপ-আস, সম-ভাবি, মার্জ্জি, আ-রাধি, ঘটি, অর্চ্চি, কল্পি, বঞ্চি ও প্রপূর্ব্বক তারি ধাতুর উত্তর অন্ প্রত্যয় করিয়া সাধিত, ঐ সকল শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও আকারান্ত হয়।

১৭৬। কর্ম্মবাচ্যে অতীত কালে ধাতুর উত্তর ত (ক্ত) প্রত্যয় হয়। যথা, কৃ-ত, কৃত; শ্রু-ত, শ্রুত; বি-অতি-ই-ত, ব্যতীত; দৃশ-ত, দৃষ্ট, ভুজ-ক্ত ভুক্ত; পরি-ত্যজ-ত, পরিত্যক্ত, সম-চি-ত, সঞ্চিত; পঠ-ত, পঠিত; লিখ-ত, লিখিত; রুধ-ত, রুদ্ধ; আ-রভ্-ত, আরব্ধ; লভ-ত, লব্ধ ইত্যাদি।

১৭৭। অকর্ম্মক ধাতুর উত্তর অতীতকালে কর্ত্তৃবাচ্যে ত প্রত্যয় হয়। যথা, মৃ-ত, মৃত; জীব-ত, জীবিত; জন-ত, জাত; (১) প্র-বিশ-ত, প্রবিষ্ট, পত-ত, পতিত; ক্রুধ-ত, ক্রুদ্ধ; বুধ-ত, বুদ্ধ; শুধ-ত, শুদ্ধ; সিধ-ত, সিদ্ধ; লুভ-ত, লুব্ধ ইত্যাদি।

১৭৮। ত ও তি প্রত্যয় করিলে গম, নম, যম ও রম ধাতুর মকার এবং হন ও মন ধাতুর নকারের লোপ হয়। (২) যথা, গম-ত, গত; অব-নম-ত, অবনত; উদ্-যম-ত, উদ্যত; বি-রম্-ত, বিরত; আ-হন-ত, আহত; অভি-মন-ত, অভিমত ইত্যাদি।

১৭৯। ত ও তি প্রত্যয় করিলে শম্ প্রভৃতি ধাতুর অকার আকার হয়। যথা, শম-ত, শান্ত; এইরূপ—শ্রান্ত, ভ্রান্ত, ক্লান্ত, কান্ত, আক্রান্ত, দুর্দ্দান্ত প্রভৃতি পদগুলি যথাক্রমে, শ্রম, ভ্রম, ক্লম, কম, আ-ক্রম ও দুর-দম ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় করিয়া সাধিত।

১৮০। ত ও তি প্রত্যয় পরে থাকিলে, ধাতুর উপান্ত্য নকারের লোপ হয়। (৩) যথা, দন্শ-ত, দষ্ট; আ-সন্জ-ত, আসক্ত;

---

(১) ত প্রত্যয় করিলে খন ধাতু স্থানে খা এবং ত ও তি প্রত্যয় করিলে জন ধাতু স্থানে জা হয়। খন-ত খাত।

(২) ক্ষণ ধাতুর মূর্দ্ধন্য ণ কারের লোপ হয়। ক্ষণ-ত, ক্ষত।

(৩) কোন কোন ধাতুর হয় না। যথা, হিনস্-ত হিংসিত; বন্দ ত, বন্দিত। ইত্যাদি।

বি-অন্জ-ত, ব্যক্ত ; বন্ধ-ত, বদ্ধ , মন্থ-ত মথিত ; গ্রন্থ-ত, গ্রথিত ; অনু-রন্জ-ত, অনুরক্ত, ইত্যাদি।

১৮১। কতকগুলি ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে কর্ম্মবাচ্যে, ত প্রত্যয় হয়। যথা, বিদ-ত, বিদিত ; পূজি-ত, পূজিত ; বাঞ্ছ-ত, বাঞ্ছিত ; জ্ঞা-ত, জ্ঞাত ইত্যাদি।

১৮২। দকারান্ত ধাতুর উত্তর ত প্রত্যয় করিলে দ এবং ত উভয়ের স্থানে "ন্ন" হয়। যথা, ভিদ্-ত, ভিন্ন ; ছিদ্ ত ছিন্ন ; খিদ-ত, খিন্ন ; অদ-ত, অন্ন ; বি-পদ-ত, বিপন্ন ; প্র-সদ-ত, প্রসন্ন (১) ইত্যাদি।

১৮৩। ধাতুর উত্তর ভাব প্রভৃতি বাচ্যে তি (ক্তি) প্রত্যয় হয় ; যথা, ভজ-তি, ভক্তি, গম-তি, গতি ; শ্রু-তি, শ্রুতি, স্মৃ-তি, স্মৃতি ; দৃশ-তি, দৃষ্টি ; বুধ-তি, বুদ্ধি ; আ-সন্জ্-তি, আসক্তি ; উপ-লভ-তি, উপলব্ধি, ইত্যাদি।

স্থা-তি, স্থিতি ; মূর্চ্ছ-তি, মূর্ত্তি ; পরি-মা-তি, পরিমিতি ; গ্লৈ-তি, গ্লানি ; হা-তি, হানি ; সৃজ-তি, সৃষ্টি প্রভৃতি কতকগুলি পদ নিপাতন সাধ্য।

ইন্ (ণিন্) প্রত্যয়।

১৮৪। কর্ত্তৃবাচ্যে ধাতুর উত্তর ইন্ (ণিন্) প্রত্যয় হয়। যথা, ভূ-ইন্ ভাবী ; নি-বস-ইন্ নিবাসী ; স্থা-ইন্, স্থায়ী, মিথ্যা-বদ-ইন, মিথ্যাবাদী ; পাপ-কৃ-ইন্, পাপকারী ; মাংস-ভুজ-ইন্ মাংসভোজী ; অগ্র-গম-ইন্, অগ্রগামী ; আত্মন্-হন-ইন্, আত্মঘাতী ; মিষ্ট ভাষ-ইন্ মিষ্টভাষী।

---

(১) মদ-ত, মত্ত এবং ধন অর্থে বিদ-ত, বিত্ত এইরূপ পদ হয়।

প্রেরণ অর্থে (১) ধাতুর উত্তর ই (ণিচ্) প্রত্যয় হয়, ঐ ধাতুকে ণিজন্ত ধাতু কহে। ণিজন্ত ধাতুর উত্তর যথাসম্ভব কৃৎপ্রত্যয় হইয়া থাকে। ণিচ্ প্রত্যয় করিলে ধাতুর যথাসম্ভব গুণ ও বৃদ্ধি হয়। যথা, দৃশ-ই, ণিচ্ = দর্শি-ত, দর্শিত ; (২) নি-পত, ই = নিপাতি-ত, নিপাতিত ; স্থাপিত; জনি-ত, জনিত ; চালি-ত চালিত ; কল্পি-ত, কল্পিত ; পরি-বর্দ্ধি-ত, পরিবর্দ্ধিত ; দূষি-ত, দূষিত ; শোধি-ত, শোধিত ; অর্পি অন, অর্পণ ; অধি-ই, ণিচ্ = অধ্যাপি-অক, অধ্যাপক ; রুহ-ণিচ = রোপি-অন, রোপণ ; ভীষি-অন, ভীষণ ; প্র-দর্শি অক, প্রদর্শক ; বি-জ্ঞা-ণিচ্ = বিজ্ঞাপি-অন, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

আন (শান) প্রত্যয়।

১৮৫। কতকগুলি ধাতুর উত্তর বর্ত্তমানকালে কর্তৃবাচ্যে (৩) আন (শান) প্রত্যয় হয়। যথা, সম্-দিহ আন, সান্দিহান , বৃৎ-আন, বর্ত্তমান ; বিদ-আন, বিদ্যমান ; দীপ-আন, দীপ্যমান ; মৃ-আন. ম্রিয়মাণ ইত্যাদি।

যঙন্ত ধাতু (৪) ও নাম ধাতুর (৫) উত্তর আন প্রত্যয় করিয়া

---

(১) একজন একটী কার্য্য করে, অপর একজন তাহাকে, সেই কার্য্য করায় এইরূপ অর্থকে প্রেরণ অর্থ কহে। ণিচ্ প্রত্যয় করিলে কোন কোন ধাতুর কিছু কিছু রূপান্তর হইয়া থাকে। যথা, ঋ—ণিচ, অর্পি ; স্থা—ণিচ্ স্থাপি ; পা—ণিচ্ পালি, ভী—ণিচ্, ভীষি ইত্যাদি ; কৃৎ প্রত্যয় পরে থাকিলে ণিচের লোপ হয়, কিন্তু ইট হইলে ণিচের লোপ হয় না। যথা, নি-বেদি-অন নিবেদন, শিক্ষি—তৃ স্ত্রীলিঙ্গে শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি।

(২) ত প্রত্যয়ের স্থলে ইট করিলেও ণিচের লোপ হয়।

(৩) পরিদৃশ্যমান জগৎ ইত্যাদি স্থলে কর্ম্মবাচ্যে আন হয়।

(৪) ধাতুর অর্থের পৌনঃপুন্য বা আধিক্য বুঝাইলে ধাতুর উত্তর য (যঙ) হয়, ঐ যঙ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে যঙন্ত ধাতু কহে।

(৫) শব্দের উত্তর বিশেষ বিশেষ অর্থে "য" প্রভৃতি প্রত্যয় হয়, ঐ সকল

কতকগুলি পদ সিদ্ধ হয়। যঙন্ত ধাতু যথা, রুদ-যঙ = রোরুদ্য-আন, রোরুদ্যমান ; জ্বল-যঙ = জাজ্বল্য-আন, জাজ্বল্যমান ; দীপ্-যঙ = দেদীপ্য-আন, দেদীপ্যমান ইত্যাদি। নাম ধাতু যথা, দণ্ড-য = দণ্ডায়-আন, দণ্ডায়মান ; শব্দ-য = শব্দায়-আন, শব্দায়মান ; দুর্ম্মনস্-য = দুর্ম্মনায়-আন, দুর্ম্মনায়মান ইত্যাদি।

১৮৬। ইচ্ছা অর্থে ধাতুর উত্তর স (সন্) হয়, ঐ সন্ প্রত্যয়ান্ত ধাতুকে সনন্ত ধাতু কহে। সনন্ত ধাতুর উত্তর যথাসম্ভব কৃৎপ্রত্যয় হইয়া থাকে।

মূল ধাতুর উত্তর সন্ প্রত্যয় করিলে সনন্ত ধাতুর যেরূপ আকার পরিবর্ত্তন হয়, নিম্নে তাহার কতিপয় উদাহরণ দর্শিত হইতেছে। যথা—

মূলধাতু	সন্	সনন্তধাতু
জ্ঞা	ঐ	জিজ্ঞাস
পা	ঐ	পিপাস
জি	ঐ	জিগীষ
মৃ	ঐ	মুমূর্ষ
হন	ঐ	জিঘাংস
শ্রু	ঐ	শুশ্রূষ
ভুজ	ঐ	বুভুক্ষ ইত্যাদি।

১৮৭। কতকগুলি ধাতুর উত্তর স্বার্থে সন্ প্রত্যয় হয়। যথা, কিত-স চিকিৎস ; মান-স, মীমাংস ; বধ-স, বীভৎস ইত্যাদি।

প্রত্যয়ান্ত শব্দ ধাতু বলিয়া পরিগণিত হয়। উহাকেই নামধাতু কহে। যঙন্ত ও নামধাতুর উত্তর আন প্রত্যয় করিয়া সাধিত কতিপয় পদ মাত্র বঙ্গভাষায় প্রচলিত আছে।

ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গপূর্ব্বক কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন কৃৎ প্রত্যয় করিলে যেরূপ পদ হয়, তাহারই কতিপয় উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

"বস"—নিবাস, প্রবাস, উপবাস, আবাস ইত্যাদি।

"বিদ"—নিবেদন, পরিবেদন, আবেদন ইত্যাদি।

"বিশ"—প্রবেশ, আবেশ, নিবেশ, অভিনিবেশ, উপনিবেশ, ইত্যাদি।

"বৃ"—আবরণ, সংবরণ, বিবরণ ইত্যাদি।

"বৃত"—আবর্ত্তন, প্রবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন, অনুবর্ত্তী, নিবৃত্ত ইত্যাদি।

"শিষ"—নিঃশেষ, অবশেষ, বিশেষ, পরিশেষ ইত্যাদি।

"শ্বস"—আশ্বাস, প্রশ্বাস, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস ইত্যাদি।

"ঈক্ষ"—অপেক্ষা, উপেক্ষা, প্রতীক্ষা, উৎপেক্ষা, পরীক্ষা, নিরীক্ষণ, বীক্ষণ ইত্যাদি।

"ইন"—প্রত্যয়, ব্যত্যয়, সমবায়, পর্য্যায়, উদয়, উপায়, অভ্যুদয় ইত্যাদি।

"উহ"—সমূহ, ব্যূহ, দুরূহ, প্রত্যূহ ইত্যাদি।

"কট"—সঙ্কট, বিকট, উৎকট, নিকট ইত্যাদি।

"কাশ"—প্রকাশ, বিকাশ, নীকাশ, সকাশ, অবকাশ ইত্যাদি।

"কৃষ"—অপকর্ষ, উৎকর্ষ, আকর্ষণ ইত্যাদি।

"ক্ষিপ"—উৎপেক্ষ, প্রক্ষেপ, নিক্ষেপ, আক্ষেপ ইত্যাদি।

"গ্রহ"—বিগ্রহ, সংগ্রহ, পরিগ্রহ, নিগ্রহ, অনুগ্রহ, আগ্রহ ইত্যাদি।

"চি"—সঞ্চয়, অপচয়, নিচয়, নিশ্চয়, পরিচয় ইত্যাদি।

অ এবং উ প্রত্যয়।

১৮৮। সনন্ত ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে "অ" এবং কর্ত্তৃবাচ্যে উ প্রত্যয় হয়, অ প্রত্যয়ান্ত শব্দ সকল স্ত্রীলিঙ্গ হয়। "অ" প্রত্যয় যথা, জিজ্ঞাস—অ, জিজ্ঞাসা; এইরূপ, পিপাসা, জিগীষা, চিকিৎসা, মীমাংসা, জিঘাংসা, শুশ্রূষা, বুভুক্ষা প্রভৃতি পদগুলি যথাক্রমে, পিপাস, জিগীষ, চিকিৎস, মীমাংস, জিঘাংস, শুশ্রূষ ও বুভুক্ষ সনন্ত ধাতুর উত্তর অ প্রত্যয় করিয়া নিষ্পন্ন।

"উ" প্রত্যয় যথা—জিজ্ঞাস-উ, জিজ্ঞাসু; এইরূপ—পিপাস-উ, পিপাসু; জিগীষ-উ, জিগীষু; মুমূর্ষ উ, মুমূর্ষু ইত্যাদি। (১)

১৮৯। শুভ, ব্যর্থ, জৄ, ভিক্ষ, নিন্দ, চিন্তি ও পূজি প্রভৃতি কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভাববাচ্যে অ প্রত্যয় হয় এবং অ প্রত্যয়ান্ত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ হয়। যথা, শুভ—অ, শোভা; এইরূপ—ব্যথ-অ, ব্যথা; জৄ-অ, জরা; ভিক্ষ-অ, ভিক্ষা; নিন্দ-অ, নিন্দা; চিন্তি-অ, চিন্তা; পূজি-অ, পূজা; কথি-অ, কথা; মূর্চ্ছ-অ, মূর্চ্ছা; হিংস-অ, হিংসা; পীড়-অ, পীড়া; পরি-ঈক্ষ-অ, পরীক্ষা; প্রতি-ঈক্ষ-অ, প্রতীক্ষা; সেব-অ, সেবা; অনু-জ্ঞা-অ, অনুজ্ঞা; দয়-অ, দয়া; ক্ষম অ, ক্ষমা; তপস্-য = তপস্য (নামধাতু) অ, তপস্যা ইত্যাদি।

---

(১) ইষ্ এবং ভিক্ষ ধাতুর উত্তর উ প্রত্যয় করিলে যথাক্রমে ইচ্ছু ও ভিক্ষু এই পদ হয়।

কতকগুলি ধাতুর উত্তর ভিন্ন ভিন্ন বাচ্যে ভিন্ন ভিন্ন কৃৎপ্রত্যয় করিয়া নিম্নলিখিত পদগুলি সাধিত হয়। যথা—

ধাতু	বাচ্য	প্রত্যয়	পদ।
আত্মন-ভৃ	কর্তৃ	ই (খি)	আত্মম্ভরি
চর	করণ	ইত্র	চরিত্র
বহ	ঐ	ঐ	বহিত্র
খন	ঐ	ঐ	খনিত্র
জল ধা	অধিকরণ	ই (কি)	জলধি (১)
বি-ধা	কর্তৃ	ঐ	বিধি
সম-ধা	ভাব	ঐ	সন্ধি
নী	করণ	ঐ	নেত্র
শ্রু	ঐ	ঐ	শ্রোত্র
শাস	ঐ	ঐ	শাস্ত্র
স্তু	ঐ	ঐ	স্তোত্র
দন্শ	ঐ	ঐ (স্ত্রীলিঙ্গে)	দংষ্ট্রা
দো	ঐ	ঐ	দাত্র
পা	অধিকরণ	ঐ	পাত্র
ধৃ	কর্তৃ	ম	ধর্ম্ম
যত	ভাব	ন (নঙ্)	যত্ন
স্বপ	ঐ	ঐ	স্বপ্ন
প্রচ্ছ	ঐ	ঐ	প্রশ্ন (২)

---

(১) বারিধি, পয়োধি, অম্বুনিধি প্রভৃতি শব্দ এইরূপে সাধ্য।

(২) নঙ্ প্রত্যয় পরে থাকিলে ছ স্থানে শ হয়।

ধাতু	বাচ্য	প্রত্যয়	পদ।
যাচ্	ভাব	ন (স্ত্রীলিঙ্গ)	যাচ্ঞা (১)
যজ	ঐ	ঐ	যজ্ঞ
হিন্স	কর্ত্তৃ	র	হিংস্র
নম	ঐ	ঐ	নম্র
শদ	ঐ	রু	শক্রু (২)
ভী	ঐ	রু (ক্রু)	ভীরু
প্র-ভু	ঐ	উ (ডু)	প্রভু
বি-ভু	ঐ	ঐ	বিভু
ঈশ	ঐ	বর (ক্বরপ্)	ঈশ্বর
নশ	ঐ	ঐ	নশ্বর
স্থা	ঐ	ঐ	স্থাবর
ভন্জ	ঐ	উর (ঘুর)	ভঙ্গুর
কম	ঐ	উক (ঞুক)	কামুক
হন	ঐ	ঐ	ঘাতুক
জাগৃ	ঐ	উক	জাগরূক
ভূ	ঐ	স্যৎ (স্যতৃ)	ভবিষ্যৎ

অৎ (শতৃ) প্রত্যয়ান্ত পদ বঙ্গভাষায় অতি বিরল, কেবল 'পঠদ্দশা' 'জীবদ্দশা, 'চলৎশক্তি' এইরূপ কয়েকটী স্থলে পঠৎ, জীবৎ ও চলৎ শব্দগুলি যথাক্রমে পঠ, জীব ও চল ধাতুর উত্তর অৎ প্রত্যয় করিয়া সিদ্ধ।

---

(১) চ কিম্বা জ এর পর ন থাকিলে ন স্থানে ঞ হয়।

(২) নিপাতনে 'দ্' স্থানে 'ৎ' হইল।

উপসর্গযোগে ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন অর্থ।

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে প্র পরা ইত্যাদি অব্যয়, ধাতুর পূর্ব্বে থাকিলে তাহাদিগকে উপসর্গ কহে। উক্ত উপসর্গ সকল ধাতুর পূর্ব্বে প্রযুক্ত হইয়া কখন ধাতুর বিপরীতার্থ বুঝাইয়া দেয়, কখন অন্যরূপ অর্থ প্রকাশ করে, কখন বা ধাতুর অর্থকে বিশেষ করিয়া দেয়, এবং কখনও কখনও ধাত্বর্থের অনুসরণ করিয়া থাকে। উদাহরণ যথা, আদান এই পদের অর্থ গ্রহণ; অতএব এস্থলে "আ" উপসর্গ দানার্থক দা ধাতুর বিপরীতার্থবোধক হইল; নিদান এই পদের অর্থ আদিকারণ, অতএব "নি" উপসর্গ দানার্থক দা ধাতুর অন্যার্থ বোধক হইল। অতিদান এই শব্দের অর্থ অধিক দান, অতএব, এস্থলে "অতি" উপসর্গ ধাতুর অর্থকে বিশেষ করিল। প্রদান এই পদের অর্থ দান, অতএব, এস্থলে "প্র" উপসর্গ ধাতুর অর্থের অনুসরণ করিল।

এক একটী কৃদন্ত ধাতুর ভিন্ন ভিন্ন উপসর্গ যোগে কত প্রকার ভিন্নার্থক পদ হইতে পারে নিম্নে তাহার কতিপয় উদাহরণ প্রদত্ত হইল।

আ	কৃ ধাতু	অ (ঘঞ্)	আকার	আকৃতি
অপ	ঐ	ঐ	অপকার	মন্দ করা
বি	ঐ	ঐ	বিকার	বিকৃতি
প্র	ঐ	ঐ	প্রকার	রকম
প্রতি	ঐ	ঐ	প্রতিকার	প্রতিবিধান

সম	কৃ	অ (ঘঞ)	সংস্কার	ব্যুৎপত্তি, মেরামৎ
প্র	বদ্	ঐ	প্রবাদ	জনশ্রুতি
বি	ঐ	ঐ	বিবাদ	কলহ
সম	বদ	ঐ	সংবাদ	সমাচার
অনু	ঐ	ঐ	অনুবাদ	ভাষান্তরিত করা
পরি }	ঐ	ঐ	পরিবাদ }	নিন্দা করা
অপ }	ঐ	ঐ	অপবাদ }	
প্রতি	ঐ	ঐ	প্রতিবাদ	বিপক্ষে তর্ক করা
প্র	হৃ	ঐ	প্রহার	মারা
সম্	ঐ	ঐ	সংহার	হত্যাকরা
আ	ঐ	ঐ	আহার	ভোজন
উপ	ঐ	ঐ	উপহার	ভেট্ দেওয়া
উৎ	ঐ	ঐ	উদ্ধার	মুক্ত করণ
পরি	ঐ	ঐ	পরিহার	পরিত্যাগ
সম্+আ	ঐ	ঐ	সমাহার	একত্র করা
উপ+সম্	ঐ	ঐ	উপসংহার	শেষ করণ
নি	ঐ	ঐ	নীহার	হিম
বি+অব	ঐ	ঐ	ব্যবহার	আচরণ করা
আ	দিশ্	অ (অল্)	আদেশ	আজ্ঞা
উপ	ঐ	ঐ	উপদেশ	শিক্ষা করা
নির্	ঐ	ঐ	নির্দ্দেশ	নিরূপণ
সম	ঐ	ঐ	সন্দেশ	সমাচার
প্রতি+আ	ঐ	ঐ	প্রত্যাদেশ	নিরাকরণ ইত্যাদি

"ভূ"—বিভব, সম্ভব, প্রভব, উদ্ভব, পরাভব, অনুভব, বিভূতি ইত্যাদি।

"স্থা"—অধিষ্ঠান, অনুষ্ঠান, অবস্থান, প্রস্থান, উত্থান, সংস্থান, অবস্থা, ব্যবস্থা, নিষ্ঠা, আস্থা ইত্যাদি।

"গম্"—আগমন, প্রতিগমন, নির্গমন, উদ্গমন, প্রত্যুদ্গমন, অনুগমন, আগম, নিগম, সঙ্গম, সঙ্গতি ইত্যাদি।

"দৃশ"—পরিদর্শন, নিদর্শন, আদর্শ ইত্যাদি।

"দা"—আদান, প্রদান, নিদান, প্রতিদান, ব্যাদান, উপাদান ইত্যাদি।

"ধা"—আধান, বিধান, সন্ধান, পরিধান, অবধান, সমাধান, সন্নিধান, অভিধান, ব্যবধান, সন্নিহিত, বিধেয় ইত্যাদি।

"তৃ"—বিতরণ, সন্তরণ, নিস্তার, অবতরণ, অবতার ইত্যাদি।

"নী"—আনয়ন, বিনয়, প্রণয়, নির্ণয়, পরিণয়, অনুনয়, অভিনয়, দুর্নীতি ইত্যাদি।

"নম"—পরিণাম, প্রণাম, উন্নতি, বিনতি, অবনতি ইত্যাদি।

"পত"—নিপাত, প্রপাত, উৎপাত, সন্নিপাত ইত্যাদি।

"পদ"—বিপদ্, সম্পদ, উৎপত্তি, নিষ্পত্তি, সম্পত্তি, আপত্তি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি।

"বন্ধ"—প্রবন্ধ, সম্বন্ধ, অনুবন্ধ, নিবন্ধ, উদ্বন্ধন, নিবন্ধন্ ইত্যাদি।

"ভুজ"—সম্ভোগ; উপভোগ ইত্যাদি।

"ভ্রম"—সম্ভ্রম, বিভ্রম, উদ্ভ্রান্ত ইত্যাদি।

"মদ"—উন্মত্ত, প্রমাদ ইত্যাদি।

"মন"—অভিমান, সম্মান, সম্মতি, অনুমতি ইত্যাদি।

"মা"—অনুমান, উপমেয়, প্রমাণ, নির্ম্মাণ ইত্যাদি।

"যম"—আয়তি, নিয়তি, নিয়ম, সংযম, উপযম, ব্যায়াম ইত্যাদি।

"যুজ"—সংযোগ, বিয়োগ, প্রয়োগ, উপযোগ, অনুযোগ, অভিযোগ ইত্যাদি।

"রম"—উপরতি, বিরতি, অভিরাম, বিরাম ইত্যাদি।

"রুধ"—অবরোধ, অনুরুদ্ধ, উপরোধ, বিরোধ, প্রতিরোধ ইত্যাদি।

"রুহ"—আরোহ, অবরোহ, অধিরোহণ ইত্যাদি।

"লপ"—আলাপ, প্রলাপ, বিলাপ, অপলাপ ইত্যাদি। (১)

---

(১) এই সকল পদগুলির প্রকৃতি প্রত্যয় আলোচনা করিলে কৃদন্ত শব্দ সমধিক পরিমাণে আলোচিত হইবে।

প্রশ্নাবলী।

১। কৃৎ প্রত্যয় কাহাকে কহে।

২। কোন্ কোন্ ধাতুর উত্তর কি কি প্রত্যয় করিলে নিম্নলিখিত পদগুলি সিদ্ধ হয়? স্মর্ত্তব্য, বিচার্য্য, গণনা, নির্ব্বিঘ্ন, পরিপক্ক, দেয়, পান, উন্মত্ত, ক্ষাম, উপমা, শান্তি, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, নিষ্ঠা, ঈর্ষা, পারণা, ভঙ্গুর, তপস্যা, বিদ্যা, জিজ্ঞাসু, প্রভু, বিদ্বান্, সন্দিহান, দুর্ব্বহ, খনিত্র, দাত্র, ইচ্ছা।

৩। নিম্নলিখিত ধাতু গুলির উত্তর ত প্রত্যয় করিলে কি কি পদ হইবে? শুষ, স্থা, দী, তৃ, দা, শম, যম, নম, ভিদ, পুর, দম ও বিশ।

৪। বাচ্য কাহাকে কহে, ও তাহা কয় প্রকার? করণ বাচ্যে অন (অনট্) প্রত্যয় করিয়া চারিটী পদ প্রস্তুত কর।

৫। কোন্ কোন্ কৃৎপ্রত্যয়ান্ত পদ স্ত্রীলিঙ্গ হয়।

৬। নিম্নলিখিত বিশেষণ পদ গুলির বিশেষ্য পদ বল—
দাতব্য, পেয়, আহার্য্য, বিবেচক, স্রষ্টা, স্থায়ী, অধিকারী, সম্রাট্, সন্দিহান, অধীত, অনুমত, ভগ্ন, ধৌত, তূর্ণ, ক্ষীণ, পক্ব, সহিষ্ণু, হিংস্র, পিপাসু।

৭। নিম্নলিখিত বিশেষ্য পদগুলির বিশেষণ বল—
নরহত্যা, ভক্তি, স্তুতি, ভীতি, বঞ্চনা, পোষণ, শয়ন, যোগ, রোগ, বিভাগ, বিবাদ, হর্ষ, জয়, দ্রব, ভিক্ষা, জরা, উপাসনা, অর্পণ, গণনা, গোপন।

সমাস।

১৯০। দুই বা বহুপদ মিলিত হইয়া একপদ হয়, ঐ মিলনকে সমাস কহে। সমাস করিতে হইলে পদগুলির পরস্পর অন্বয় অর্থাৎ সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক। (১)

সমাস ছয় প্রকার, যথা, দ্বন্দ্ব, বহুব্রীহি, কর্ম্মধারয়, তৎপুরুষ, দ্বিগু ও অব্যয়ীভাব। (২)

যে যে পদে সমাস করা যায় তাহাদিগকে সমস্যমান পদ কহে। সমাস করিলে যে পদ হয় তাহাকে সমস্তপদ এবং সমাসের বাক্যকে ব্যাসবাক্য, বিগ্রহবাক্য বা সমাসবাক্য কহে। যথা, অন্নবস্ত্র এইরূপ সমাস করিতে হইলে অন্ন, বস্ত্র এই দুইটী সমস্যমান পদ, অন্নবস্ত্র এইটী সমস্তপদ ; অন্ন এবং বস্ত্র এইটী ব্যাসবাক্য। আমার পুত্র, মৎপুত্র, দিন দিন প্রতিদিন ইত্যাদি স্থলেও এইরূপ।

দ্বন্দ্ব।

১৯১। যে সমাসে সকল পদেরই অর্থ প্রধানরূপে বুঝায়, তাহাকে দ্বন্দ্ব সমাস কহে। দ্বন্দ্ব সমাসের বাক্যে ও, আর, এবং ইত্যাদি অব্যয় পদের প্রয়োগ করিতে হয়, এবং সমাস হইলে

---

(১) পদ সকলের যে পরস্পর সঙ্গতি তাহার নাম অন্বয়। পদ সকল পরস্পর অসঙ্গত হইলে সমাস হয় না। যথা, জল দ্বারা সিক্ত এই বাক্যে জল-সিক্ত এইরূপ সমাস হইবে ; কিন্তু বহ্নি দ্বারা সিক্ত এরূপ বলিলে সমাস হইবে না। কারণ বহ্নি দ্বারা সেচন অসঙ্গত।

(২) উপপদ ও নিত্য সমাস এই দুইটী লইয়া কেহ কেহ সমাস আট প্রকার বলেন ; কিন্তু উপপদ, তৎপুরুষের অবান্তর ভেদ মাত্র এবং নিত্য সমাস সর্ব্ব সমাসের অন্তর্গত বলিয়া ঐ মত উপেক্ষিত হইল।

ঐ সকল অব্যয়ের লোপ হয় (১) যথা, স্থল ও জল, স্থলজল ; দেশ আর বিদেশ, দেশবিদেশ , শাল, তাল এবং তমাল, শালতাল-তমাল ; এইরূপ—মাতাপিতা, ধনজন, চন্দ্রসূর্য্য, আহারবিহার, ধর্ম্মাধর্ম্ম, গুরুলঘু ইত্যাদি।

সংস্কৃত ব্যাকরণে দ্বন্দ্ব সমাস ত্রিবিধ কথিত হইয়াছে। যথা, ইতরেতর-দ্বন্দ্ব, সমাহার-দ্বন্দ্ব ও একশেষ-দ্বন্দ্ব। সমাসস্থিত প্রত্যেক পদের অর্থ পৃথক্ রূপে বুঝাইলে তাহাকে ইতরেতর দ্বন্দ্ব কহে। যথা, ঘটপট ইত্যাদি। সমাস-স্থিত ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের সমাহার অর্থাৎ সমষ্টি বুঝাইলে তাহাকে সমাহার দ্বন্দ্ব কহে। যথা, হস্তপদ। দুই বা বহু পদের দ্বন্দ্ব সমাস হইলে যেখানে একটী মাত্র পদ থাকে, অন্য পদ গুলির লোপ হইয়া যায়, কিন্তু সমস্যমান পদের সংখ্যানু-সারে অবশিষ্ট পদে বচন যোগ হয়, তাহার নাম একশেষ দ্বন্দ্ব। যথা, আমি, তুমি ও তিনি, আমরা ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় দ্বন্দ্ব সমাসের এরূপ ভেদ জ্ঞান তাদৃশ প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া বিশেষ বিবরণ উপেক্ষিত হইল।

---

(১) কোন কোন স্থলে লোপ হয় না ; যথা, আদর ও বিনয় পূর্ব্বক বলি-লেন ইত্যাদি।

দ্বন্দ্ব সমাসের বিশেষ বিধি।

(ক) দ্বন্দ্ব সমাসে অল্পস্বর বিশিষ্ট পদ সকল প্রায়ই পুর্ব্ববর্ত্তী হয়। যথা, কীটপতঙ্গ, কাককোকিল, হংসসারস, হস্তপদমস্তক, স্ত্রীপুরুষ ইত্যাদি।

(খ) ব্রাহ্মণাদি জাতিবাচক এবং শিশিরাদি ঋতুবাচক পদ সকলের দ্বন্দ্ব সমাস করিতে হইলে তাহাদের মধ্যে অগ্র পশ্চাৎ যেরূপ ক্রম আছে তদনুসারে পদ সকল বসাইতে হয়। যথা, ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়, বৈশ্যশূদ্র, শিশিরবসন্ত ইত্যাদি। ক্ষত্রিয়ব্রাহ্মণ, শূদ্রবৈশ্য, বর্ষাগ্রীষ্ম ইত্যাদি প্রয়োগ হইবে না।

(গ) দ্বন্দ্ব সমাস হইলে অপেক্ষাকৃত সম্মানযুক্ত পদ সকল প্রায়ই পূর্ব্বে থাকে। যথা, রামলক্ষ্মণ, জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠ, গুরুশিষ্য, ভীমার্জ্জুন, নকুলসহদেব ইত্যাদি।

(ঘ) স্বরের সমতা থাকিলে ইকারান্ত ও উকারান্ত পদ পূর্ব্ববর্ত্তী হয়। যথা হরিহর, শম্ভুকৃষ্ণ ইত্যাদি।

(ঙ) দ্বন্দ্ব সমাসে পতি শব্দ পরে থাকিলে জায়া শব্দ স্থানে বিকল্পে দম্ আদেশ হয়। যথা, জায়া ও পতি এই অর্থে দম্পতি, জায়াপতি।

(চ) অহ ও রাত্রি, অহ ও নিশা, কুশ ও লব ইত্যাদি বাক্যে যথাক্রমে অহোরাত্র, অহর্নিশ ও কুশীলব প্রভৃতি পদগুলি দ্বন্দ্ব সমাসে নিপাতন সাধ্য।

বহুব্রীহি।

১৯২। যে যে পদে সমাস করা যায়, সেই সেই পদের অর্থ মাত্র না বুঝাইয়া যদি তদর্থবিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থের বোধ হয়, তবে তাহাকে বহুব্রীহি সমাস কহে।

এই সমাসের ব্যাসবাক্যে একটি যদ্ শব্দ নিষ্পন্ন পদের প্রয়োগ করিতে হয় (১) এবং সমস্ত পদটী বিশেষণ হইয়া যায়। যথা, কৃত হইয়াছে কর্ম্ম যৎকর্ত্তৃক সে, কৃতকর্ম্মা ; এ স্থলে কৃত ও কর্ম্মন্ এই দুই পদে সমাস হইয়াছে, কিন্তু উহাদের কোন পদেরই অর্থ প্রধানরূপে থাকিতেছে না, 'কৃতকর্ম্মা' এই সমস্ত পদ দ্বারা অন্য কোন কর্ম্মক্ষম ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে। এইরূপ, জিত হইয়াছে ইন্দ্রিয় যৎকর্ত্তৃক সে জিতেন্দ্রিয় ; ধন নাই যার সে নির্ধন ; দীর্ঘ বাহু যার সে দীর্ঘবাহু (পুরুষ)। এইরূপ—সদাশয়, পুণ্যাত্মা, সচ্চরিত্র, কোমলাঙ্গী, প্রবলপ্রতাপ, দশানন, চতুর্ভুজ, বীণাপাণি, শূলপাণি, ত্রিনেত্র, অনঙ্গ, শ্রীকণ্ঠ, নীলকণ্ঠ চন্দ্রশেখর, শূর্পণখা প্রভৃতি শব্দ গুলি বহুব্রীহি সমাস নিষ্পন্ন।

১৯৩। বহুব্রীহি সমাসে সহ শব্দ স্থানে "স" আদেশ হয়। যথা, পুত্রের সহ বর্ত্তমান যে এই অর্থে সপুত্র। এইরূপ—সচন্দন, সব্রত, সপ্রতিভ, সস্ত্রীক, সভয়, সদয় ইত্যাদি। (২)

---

(১) যেখানে 'সহিত' অর্থবাচক "সহ" শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হয়, সেই স্থানে প্রথমান্ত যদ্ শব্দের প্রয়োগ হয়। তদ্ভিন্ন স্থানে দ্বিতীয়াদি বিভক্ত্যন্ত যদ্ শব্দের প্রয়োগ হয়।

(২) সহ অর্থাৎ সমান উদর হইয়াছে যার এই অর্থে সোদর ও সহোদর এই দুই পদ হয়।

১৯৪। সমাস স্থলে গোত্র, বর্ণ, জাতীয়, পিণ্ড ও তীর্থ শব্দ পরে থাকিলে সমান শব্দ স্থানে 'স' আদেশ হয়। যথা, সমান গোত্র যার এই অর্থে সগোত্র ; এইরূপ—সতীর্থ, সবর্ণ, সজাতীয়, সপিণ্ড ইত্যাদি।

১৯৫। বহুব্রীহি ও কর্ম্মধারয় সমাসে মহৎ শব্দের ত ও তী স্থানে আ হয়। যথা, মহৎ বল যার মহাবল, মহতী মতি যার মহামতি ইত্যাদি।

১৯৬। পরস্পর যুদ্ধ করা বুঝাইলে সমানার্থক দুই পদে বহুব্রীহি সমাস হইয়া থাকে। এইরূপ বহুব্রীহি সমাস হইলে পূর্ব্বপদ অকারান্ত ও পরপদ ইকারান্ত হয়। যথা, দণ্ড দ্বারা প্রহার করিয়া যে যুদ্ধ হয় তাহার নাম দণ্ডাদণ্ডি ; এইরূপ মুষ্টামুষ্টি, কেশাকেশি ইত্যাদি।

১৯৭। বঙ্গীয় চলিত ভাষায় লাঠালাঠি, চুলাচুলি, মারামারি, ঠেঙাঠেঙি, হুড়াহুড়ি, ঠেলাঠেলি প্রভৃতি কতকগুলি পদ এই সমাসের অন্তর্গত। কোন কোন স্থলে যুদ্ধ না বুঝাইলেও এইরূপ সমাস নিষ্পন্ন পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, দৌড়াদৌড়ি, বলাবলি, মেশামেশি ইত্যাদি।

১৯৮। বহুব্রীহি সমাসে স্ত্রীলিঙ্গ পদ পরে থাকিলে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গের ন্যায় হয় এবং পরবর্ত্তী স্ত্রীলিঙ্গ আকারান্ত শব্দ অকারান্ত হইয়া যায়। যথা, প্রত্যুৎপন্না মতি যার প্রত্যুৎপন্নমতি ; হতা আশা যার সে হতাশ ; এইরূপ— স্থিরবুদ্ধি, ক্রূরমতি, স্থিরপ্রতিজ্ঞ ইত্যাদি।

১৯৯। বহুব্রীহি সমাসে জায়া শব্দ স্থানে জানি আদেশ হয়। যথা, যুবতী জায়া যার যুবজানি ; সীতা জায়া যার সীতাজানি ইত্যাদি।

২০০। বহুব্রীহি সমাসে অনর্থক, বিনয়পূর্ব্বক, অল্পবয়স্ক, সস্ত্রীক প্রভৃতি পদগুলি সমাসের উত্তর "ক" প্রত্যয় করিয়া সাধিত হয়।

২০১। বিশাল অক্ষি যার সে বিশালাক্ষ, এইরূপ—পুণ্ডরীকাক্ষ, নলিনাক্ষ, মৃগের ন্যায় অক্ষি যার স্ত্রীলিঙ্গে মৃগাক্ষী, পদ্ম নাভিতে যার সে পদ্মনাভ, সুন্দর গন্ধ যার সুগন্ধি, মন্দ গন্ধ যার পূতিগন্ধি এবং ছন্দ বুঝাইলে ত্রিপদী, চতুষ্পদী প্রভৃতি পদগুলি বহুব্রীহি সমাসে নিপাতন সাধ্য।

২০২। "ন" এই অব্যয়ের সমাস করিলে ন স্থানে, স্বরবর্ণ পরে থাকিলে "অন্" ও ব্যঞ্জন বর্ণ পরে থাকিলে "অ" হয়। যথা, নাই অন্ত যার এই বাক্যে ন অন্ত অনন্ত; এইরূপ—অচ্যুত, অসীম, অগাধ, অপার, অদ্বিতীয় ইত্যাদি। (১)

তৎপুরুষ।

২০৩। যে সমাসে পূর্ব্বপদ দ্বিতীয়া তৃতীয়া প্রভৃতি কোন এক বিভক্তি যুক্ত ও পর পদ প্রথমা বিভক্তি যুক্ত থাকে তাহাকে তৎপুরুষ সমাস কহে।

তৎপুরুষ সমাসে পূর্ব্বপদের বিভক্তির প্রভেদ বশতঃ দ্বিতীয়া তৎপুরুষ, তৃতীয়া তৎপুরুষ প্রভৃতি নামের উল্লেখ হইয়া থাকে।

ক। (বিপদকে আপন্ন অর্থাৎ প্রাপ্ত এই অর্থে) বিপদাপন্ন;

---

(১) নাক, নকুল, নক্র, নক্ষত্র, নপুংসক ও নখ প্রভৃতি শব্দে অন্ বা অ হয় না এবং কোন কোন স্থলে বিকল্পে হয়, যথা, নগ, অগ ইত্যাদি।

(দোষকে আশ্রিত এই অর্থে) দোষাশ্রিত ; (চিরকাল ব্যাপিয়া দুঃখী,) চিরদুঃখী ; (শীঘ্র গামী অর্থাৎ গমনশীল এই অর্থে) শীঘ্র-গামী, দ্রুতগামী ; এইরূপ—ইন্দ্রিয়াতীত, সহাধ্যায়ী, মরণাপন্ন, স্বর্গপ্রাপ্ত, চিররোগী, ক্ষণস্থায়ী, ঘনসন্নিবিষ্ট, সততসঞ্চরমাণ ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বপদে কোথাও কর্ম্মকারক, কোথাও ব্যাপ্তি অর্থ এবং কোথাও ক্রিয়ারবিশেষণ বুঝাইতেছে বলিয়া দ্বিতীয়া বিভক্তি হই-তেছে, এজন্য এই সকল পদের সহিত অন্য পদের সমাসকে দ্বিতীয়া তৎপুরুষ কহে।

এইরূপ—কুম্ভকার, ভয়ঙ্কর, শত্রুঘ্ন, ইন্দ্রজিৎ, বসুন্ধরা, যশস্কর, বরাহ, ধনঞ্জয়, বিশ্বম্ভর, নিশাকর, দিবাকর, নৃপ, বারিদ ও ভূধর প্রভৃতি শব্দ এই দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের অন্তর্গত। (১)

খ। (অগ্নিদ্বারা দগ্ধ) অগ্নিদগ্ধ ; (জল দ্বারা সিক্ত) জলসিক্ত। এইরূপ—হস্তধৃত, রজ্জুবদ্ধ, বাগ্বিতণ্ডা, শিরোধার্য্য জন্মাবচ্ছিন্ন, ফলানুমেয়, সুবর্ণখচিত, বাণবিদ্ধ স্বভাবসুন্দর, প্রকৃতিমধুর, জল-মিশ্র, (রাজাকর্ত্তৃক দত্ত) রাজদত্ত, পিতৃদত্ত, (২) শত্রুহত, ব্যাসরচিত, বাল্মীকিপ্রণীত, সর্পদষ্ট, সোপার্জ্জিত ইত্যাদি পদের সমাসকে তৃতীয়া তৎপুরুষ কহে।

একোন, দোষহীন, গুণবর্জ্জিত, জ্ঞানরহিত, ধনশূন্য, অর্থহীন প্রভৃতি শব্দও তৃতীয়া তৎপুরুষের অন্তর্গত।

---

(১) সংস্কৃত ব্যাকরণমতে কুম্ভকার প্রভৃতি পদে উপপদ সমাস এবং ভূধর প্রভৃতি পদে ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস বলা হইয়া থাকে।

(২) পিতৃদত্ত প্রভৃতি শব্দে যদি পিতা প্রভৃতিকে দত্ত এইরূপ অর্থ বুঝায় তাহা হইলে চতুর্থী তৎপুরুষ বলিতে হইবে।

গ। ব্রাহ্মণকে দত্ত, কন্যাকে দত্ত এইরূপ বাক্যে ব্রাহ্মণদত্ত, কন্যাদত্ত প্রভৃতি পদের সমাসকে চতুর্থী তৎপুরুষ সমাস কহে। *

ঘ। (মৃত্যু হইতে ভয়) মৃত্যুভয়, (রাজ্য হইতে চ্যুত) রাজ্যচ্যুত, (বৃক্ষ হইতে পতিত) বৃক্ষপতিত, (দুগ্ধ হইতে উৎপন্ন) দুগ্ধোৎপন্ন, (শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত) শাস্ত্রোদ্ধৃত ; (নগর হইতে বহিস্কৃত (নগরবহিস্কৃত) ; (পাপ হইতে বিরত) পাপবিরত ; (বন্ধন হইতে মুক্ত) বন্ধনমুক্ত ইত্যাদি স্থলে "মৃত্যুভয়" প্রভৃতি পদের সমাসকে পঞ্চমী তৎপুরুষ কহে।

ঙ। (জলের প্রবাহ) জলপ্রবাহ ; (বৃক্ষের শাখা) বৃক্ষশাখা, (সুখের ভোগ) সুখভোগ ; (কন্যার দান) কন্যাদান ; (বিদ্যার আলয়) বিদ্যালয় ; (গঙ্গার জল) গঙ্গাজল ; (সরোবরের শোভা) সরোবরশোভা ; (শত্রুর কুল) শত্রুকুল ; (পরের অধীন) পরা-ধীন ; (পক্ষীর সমূহ) পক্ষিসমূহ ; (মানের হানি) মানহানি ; (ঘৃণার আস্পদ) ঘৃণাস্পদ ; (বস্তুর জ্ঞান) বস্তুজ্ঞান ; (দেবের পূজা) দেবপূজা ;(রোগের শান্তি) রোগশান্তি ; (পূজার নিমিত্ত গৃহ) পূজাগৃহ ; (যজ্ঞের নিমিত্ত স্থল) যজ্ঞস্থল প্রভৃতি পদের সমাসকে ষষ্ঠী তৎপুরুষ কহে। এইরূপ—শূদ্রযাজক, বেদাধ্যাপক, রাজপরিচারক, গুণগ্রাহক, জগৎস্রষ্টা, বিশ্বনিয়ন্তা, শত্রুঘাতক, (নরের মধ্যে অধম) নরাধম ; (পুরুষের মধ্যে উত্তম পুরুষোত্তম ইত্যাদি পদের সমাসও ষষ্ঠী তৎপুরুষ।

---

* পাকের নিমিত্ত গৃহ, পাকগৃহ ; যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি, যজ্ঞভূমি ইত্যাদি স্থলে সংস্কৃতে চতুর্থী তৎপুরুষ হয়, কিন্তু বাঙ্গালায় যখন নিমিত্ত অর্থ বুঝাইলে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়া থাকে, তখন ষষ্ঠী তৎপুরুষ বলাই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা ভাষায় চতুর্থী তৎপুরুষের প্রয়োগ প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না।

২০৪। পূর্ব্ব প্রভৃতি একদেশবাচক পদের সহিত অহন্ শব্দের ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস হইলে অহন্ শব্দ স্থানে অহ্ন আদেশ হয়। যথা, অহন্ অর্থাৎ দিবসের পূর্ব্বভাগ, পূর্ব্বাহ্ন; এইরূপ—অপরাহ্ন, সায়াহ্ন।

গতির মৃদুতা, জলের মাধুর্য্য, রাজগণের প্রথম ইত্যাদি স্থলে তৎপুরুষ সমাস হয় না, এরূপ ভিন্ন পদই থাকে।

ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাসে মৃগীর শাবক মৃগশাবক, ছাগীর দুগ্ধ ছাগদুগ্ধ ইত্যাদি স্থলে পূর্ব্বপদ পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়।

চ। (অকালে মৃত্যু) অকাল মৃত্যু; (দানে বীর) দানবীর; (সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ) সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ; (কর্ম্মে কুশল) কর্ম্মকুশল, (রণে পণ্ডিত) রণপণ্ডিত; (আসনে উপবিষ্ট) আসনোপবিষ্ট; (পূর্ব্বাহ্নে কৃত) পূর্ব্বাহ্নকৃত (দিবাতে নিদ্রা) দিবানিদ্রা; (রাত্রিতে জাগরণ) রাত্রি জাগরণ; (গুণে অনুরাগী) গুণানুরাগী; (ধ্যানে রত) ধ্যানরত ইত্যাদি পদের সমাসকে সপ্তমী তৎপুরুষ কহে।

নঞ্ তৎপুরুষ।

২০৫। পূর্ব্ববর্ত্তী 'ন" এই অব্যয় শব্দের সহিত যে তৎপুরুষ সমাস হয়, তাহাকে নঞ্ তৎপুরুষ কহে। যথা ন-গ্রাহ্য অগ্রাহ্য; ন-সহ্য, অসহ্য; ন-পবিত্র, অপবিত্র; ন-অনতিদূর অনতিদূর; এইরূপ—অচল, অদেয়, অপেয়, অনিবার্য্য, অস্ফুট ইত্যাদি।

কর্ম্মধারয়।

২০৬। পর পদ বিশেষ্য এবং পূর্ব্বপদ উহার বিশেষণ এইরূপ দুই পদের সমাসকে কর্ম্মধারয় সমাস কহে। যথা, (রক্ত এমন উৎপল) রক্তোৎপল; (মহৎ-জন) মহাজন; (সর্ব্ব-লোক)

সর্ব্বলোক ; (পরম-আত্মা) পরমাত্মা ; এইরূপ—সুরভিচন্দন, নব-জলধর, মধুরবচন, মহাদেব, মহাপুরুষ, সপ্তর্ষি, নবগ্রহ ইত্যাদি।

২০৭। কর্ম্মধারয় সমাসে পূর্ব্ববর্ত্তী বিশেষণ স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ প্রায়ই পুংলিঙ্গের ন্যায় হয়। যথা, (মহতী ঘটা) মহাঘটা, (মহতী নবমী) মহানবমী, (পঞ্চমী কন্যা) পঞ্চমকন্যা ; (পাচিকা স্ত্রী) পাচকস্ত্রী ইত্যাদি।

২০৮। কোন কোন স্থলে দুই বিশেষণ শব্দেও কর্ম্মধারয় সমাস হইয়া থাকে। যথা, (হৃষ্ট অথচ পুষ্ট) হৃষ্টপুষ্ট ; এইরূপ—দত্তাপহৃত, সুপ্তোত্থিত ইত্যাদি।

দুরভিসন্ধি, দুঃসাহস, কুমন্ত্রণা, কুপ্রবৃত্তি, দুর্বিনীত, সুসন্তান, অতিধার্ম্মিক, সুমধুর প্রভৃতি শব্দ সকল কর্ম্মধারয় সমাস নিষ্পন্ন।

বাঙ্গালা ভাষায় কর্ম্মধারয় সমাসে অনেক শব্দের উত্তর মহাশয় এই বিশেষ্য পদের প্রয়োগ দেখা যায়। যথা, ঘোষালমহাশয়, বাবুমহাশয়, খুড়ামহাশয়, গুরুমহাশয় ইত্যাদি। কোন কোন পদের উত্তর সম্মানার্থ হিন্দী 'জি' পদেরও প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা, প্রভুজি, গুরুজি, পণ্ডিতজি, দেওয়ানজি ইত্যাদি।

২০৯। উপমান ও উপমেয় পদে কর্ম্মধারয় সমাস হয়।* সমাস কোথাও রূপক সমাস, কোথাও উপমিত সমাস বলিয়া

---

* যাহার সহিত তুলনা দেওয়া যায়, তাহাকে উপমান এবং যাহার তুলনা হয়, তাহাকে উপমেয় কহে। যথা, চন্দ্র সদৃশ মুখ এইরূপ বলিলে চন্দ্রকে উপমান এবং মুখকে উপমেয় বুঝিতে হইবে ইত্যাদি। রাজা সমুদ্র সদৃশ গম্ভীর, এই স্থলে গাম্ভীর্য্য গুণটী রাজা ও সমুদ্রের সাধারণ ধর্ম্ম, রাজা উপমেয়, সমুদ্র উপমান, সুতরাং উপমেয় ও উপমান বাচক পদের সমান ধর্ম্ম-বাচক গম্ভীর পদ ; এই পদের সহিত উপমান বোধক সমুদ্র পদের সমাস হইবে। যথা, সমুদ্রগম্ভীর ইত্যাদি।

অভিহিত হয়। মুখ রূপ চন্দ্র এই অর্থে মুখচন্দ্র ; এইরূপ—জ্ঞান-রত্ন, বিদ্যাধন, চিত্তচকোর, সুখসাগর, বচনামৃত, ইত্যাদি স্থলে রূপক সমাস। মুখ চন্দ্রের ন্যায় এই অর্থে মুখচন্দ্র ; এইরূপ—করপল্লব, পুরুষসিংহ ইত্যাদি স্থলে উপমিত সমাস।

উপমিত সমাস স্থলে উপমেয় পদে কেবল উপমানের সাদৃশ্য বোধ হয়। রূপক সমাসে উপমেয় পদে উপমানের আরোপ অর্থাৎ অভেদ জ্ঞান হইয়া থাকে, উভয়ের এই ভেদ। কোথায় উপমিত সমাস এবং কোথায় বা রূপক সমাস ইহা স্থির করিতে হইলে অর্থগত সঙ্গতি ও অসঙ্গতি বিবেচনা করিয়া স্থির করিতে হয়। যথা, পুত্রের মুখচন্দ্র চুম্বন করিলে জননীর মন আনন্দ নীরে নিমগ্ন হয়। এখানে চুম্বন ক্রিয়া মুখের পক্ষেই সঙ্গত, চন্দ্রের পক্ষে অসঙ্গত এজন্য মুখচন্দ্র এরূপ স্থলে মুখ চন্দ্রতুল্য এই প্রকার উপমিত সমাস হইবে। জননী পুত্রের মুখচন্দ্র প্রভাবে বাসগৃহ আলোকময় দেখেন। এখানে প্রভাগুণ চন্দ্রের পক্ষেই সঙ্গত মুখের পক্ষে অসঙ্গত, এজন্য এরূপ স্থলে মুখচন্দ্র এই প্রকার রূপক সমাস হইবে। আর মুখচন্দ্র শোভা পাইতেছে ইত্যাদি স্থলে শোভারূপ ধর্ম্ম মুখ ও চন্দ্র উভয়ের পক্ষেই সঙ্গত, এজন্য এরূপ স্থলে উপমিত বা রূপক দ্বিবিধ সমাসই হইতে পারে।

(পল অর্থাৎ মাংস মিশ্র অন্ন) পলান্ন, (দিকে স্থিত গজ) দিগ্‌গজ, (এক হইয়াছে অধিক যাহার এরূপ দশ) একাদশ প্রভৃতি শব্দে কর্ম্মধারয় সমাস। কিন্তু এখানে মধ্যপদের লোপ হইয়াছে বলিয়া ইহাকে মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় বলে।

সমাহার দ্বিগু।

২১০। পূর্ব্বপদ সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পরপদ বিশেষ্য এবং শেষে সমাহার শব্দের প্রয়োগ হইলে (১) তাহাকে সমাহার দ্বিগু কহে।

(১) সমাহার শব্দের অর্থ সমষ্টি।

২১১। সমাহার দ্বিগু সমাস নিষ্পন্ন অকারান্ত শব্দ (১) স্ত্রী-লিঙ্গ ও ঈকারান্ত হয়। যথা, শত অব্দ অর্থাৎ বৎসরের সমাহার এই বাক্যে শতাব্দী। এইরূপ—পঞ্চবটী, সপ্তশতী ইত্যাদি।

মুখ, যুগ ও ভুবন শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও ঈকারান্ত হয় না। যথা, চতুর্মুখ, চতুর্যুগ, ত্রিভুবন।

পঞ্চনদ, ত্রিফলা প্রভৃতি শব্দ সমাহার দ্বিগু সমাসে নিপাতন সাধ্য।

অব্যয়ীভাব।

২১২। সমীপ প্রভৃতি (২) অর্থে অব্যয় পদের সহিত যে সমাস হয়, তাহাকে অব্যয়ীভাব কহে। অব্যয়ীভাব সমাসে অব্যয় পদ পূর্ব্বে থাকে।

সমীপ অর্থে, যথা, কূলের সমীপ এই অর্থে উপকূল, এইরূপ—উপবন, উপগৃহ ইত্যাদি।

বীপ্সা অর্থাৎ এক সময়ে অনেককে বুঝাইবার ইচ্ছা এই অর্থে যথা, দিনে দিনে প্রতিদিন, এইরূপ—প্রতিগৃহ অনুক্ষণ, প্রত্যহ ইত্যাদি। (৩)

সীমা অর্থে যথা, সমুদ্র পর্য্যন্ত এই অর্থে আসমুদ্র; এইরূপ—আজানু, আপাদমস্তক, আশৈশব ইত্যাদি।

যোগ্য অর্থে, যথা, রূপের যোগ্য এই অর্থে অনুরূপ, মূর্ত্তির যোগ্য, প্রতিমূর্ত্তি ইত্যাদি।

---

(১) লোক প্রভৃতি শব্দ বিকল্পে স্ত্রীলিঙ্গ ও ঈকারান্ত হয়। যথা, ত্রিলোকী, ত্রিলোক; দশমূলী, দশমূল; পঞ্চমূলী, পঞ্চমূল ইত্যাদি।

(২) সমীপ, বীপ্সা, সীমা, যোগ্য, অনতিক্রম, অভাব ও অধিকার।

(৩) অব্যয়ীভাব সমাসে অন্‌ভাগান্ত শব্দের উত্তর 'অ' প্রত্যয় হয় এবং অন্‌ভাগের লোপ হয়।

অনতিক্রম অর্থে, যথা, শাস্ত্রকে অতিক্রম না করিয়া এই অর্থে যথাশাস্ত্র ; এইরূপ,—যথাশক্তি, যথাবিধি,যথার্থ, যথাকাল, যথামতি ইত্যাদি।

অভাব অর্থে, যথা, বিঘ্নের অভাব এই অর্থে নির্ব্বিঘ্ন, ভিক্ষার অভাব এই অর্থে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি।

অধিকার অর্থে যথা, ভূত অর্থাৎ প্রাণীকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অধিভূত, আত্মাকে অধিকার করিয়া এই অর্থে অধ্যাত্ম ইত্যাদি।

কতকগুলি পদ ভিন্ন ভিন্ন সমাসে নিপাতন সাধ্য। যথা—

পদ	সমাসবাক্য	সমাস।
সমক্ষ	অক্ষির সমীপ	অব্যয়ীভাব
প্রত্যক্ষ	ঐ	ঐ
পরোক্ষ	অক্ষির পর অর্থাৎ অগোচর	ঐ
প্রদক্ষিণ	দক্ষিণাবর্ত্তে ভ্রমণ	ঐ
দ্বীপ	দুইদিকে অপ্ (জল) যাহার	বহুব্রীহি
সপত্নী	সমান পতি যাহার	ঐ
কাপুরুষ	কুৎসিত পুরুষ	কর্ম্মধারয়
কালিদাস	কালির দাস	ষষ্ঠীতৎপুরুষ
বিশ্বামিত্র	বিশ্বের মিত্র	ঐ
শ্বাপদ	শ্বা অর্থাৎ কুকুরের ন্যায় পদ যাহার	বহুব্রীহি,
মহারাজ	মহৎ রাজা	কর্ম্মধারয়।

যুধিষ্ঠির, গোষ্পদ, বনেচর, সরসিজ, খেচর ও মনসিজ, প্রভৃতি শব্দে সমাস হইয়া সংস্কৃত বিভক্তির লোপ হয় নাই বলিয়া উহাদিগকে সংস্কৃত মতে অলুক-সমাস কহে। বাঙ্গালায় তৎপুরুষ বলিলেই হইতে পারে।

পদান্বয় বা পরিচয়।

২১৩। যে সকল পদ উচ্চারণ করিয়া মনের একটী সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত করা যায় তাহার নাম বাক্য।*

বাক্যের অন্তর্গত এক একটী পদের বিশেষ্য, বিশেষণ, লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও কারকাদির নির্দ্দেশ করাকে পদান্বয় বা পদপরিচয় কহে।

---

* পরিশিষ্ট ভাগে বাক্যের বিশেষ বিবরণ লিখিত হইবে।

প্রশ্নাবলী।

১। সমাস কাহাকে কহে? সমাস কয় প্রকার?

২। দ্বন্দ্ব ও অব্যয়ীভাব কাহাকে কহে?

৩। নিম্নলিখিত সমস্ত পদগুলির ব্যাসবাক্য এবং সমাসের নাম লিখ। দম্পতি, অহর্নিশ, অধ্যাত্ম, নিধন, সরসীজ, মনুজ, চন্দ্রনক্ষত্র, অসুর, অনন্ত, ভোজনপ্রিয়, যথাজ্ঞান, উপকূল, দ্বীপ, প্রতিবচন, বনজাত, সুপ্তোত্থিত, অতীন্দ্রিয়, পঞ্চদশ, পর্ণকুটীর, দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপান্বিত, শিরোধার্য্য, রাজাধিরাজ, করপল্লব, পরমারাধ্য, বশীভূত, দেশাচার, কন্যাদান, বাগ্দত্তা, সত্যসন্ধ, প্রভাকর ইত্যাদি।

৪। নিম্নলিখিত ব্যাসবাক্যে কি কি সমস্ত পদ হইবে? বেলা অতিক্রান্ত, বর্ষ ব্যাপিয়া ভোগ্য, সুখে সেব্য, তৎকর্ত্তৃক আনীত, রঘুবংশে সৃত, দণ্ড হস্তে যার, জলে চরে যে, আপদের অভাব, নিদ্রাকে গত, পিতা ও পুত্র, ভ্রাতার পুত্র একাধিক দশ, স্থির লক্ষ্মী যার ইত্যাদি।

নিম্নে কয়েকটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়া উহাদের পদান্বয় প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা—

"উষ্ণরশ্মি নিজরশ্মির অসহ্যতেজেই যেন দগ্ধাঙ্গ হইয়া জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় অরুণ বর্ণ ধারণ করিলেন। তিনি উদিত হইয়া অবধি সমস্ত দিন ত্রিজগৎকে সে সাতিশয় সন্তাপ প্রদান করিয়াছিলেন সেই পাপেই যেন তেজোহীন হইয়া অধঃপতিত হইয়া গেলেন।"

"উষ্ণরশ্মি" (বিশেষণ হইলেও এস্থলে বিশেষ্য, পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, ধারণ করিলেন এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

"নিজরশ্মির" বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, সম্বন্ধ পদ, তেজে এই পদের সহিত সম্বন্ধ।

"অসহ্য" বিশেষণ পদ তেজে এই পদের বিশেষণ।

"তেজে" বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ; প্রথম পুরুষ, করণ কারক।

"ই" এই পদটী নিশ্চয়ার্থক অব্যয়।

"যেন" অব্যয়।

"দগ্ধাঙ্গ" বিশেষণ পদ, উষ্ণরশ্মি এই পদের বিশেষণ।

"হইয়া" অসমাপিকা ক্রিয়া, ইহার কর্ত্তা উষ্ণরশ্মি।

"জ্বলন্ত" বিশেষণ পদ, অঙ্গারের বিশেষণ।

"অঙ্গারের" বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, তুল্যার্থ ন্যায় শব্দের যোগে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

"ন্যায়" (সদৃশ) বিশেষণ পদ, অরুণ এই পদের বিশেষণ।

"অরুণবর্ণ" বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ম্ম কারক, ধারণ করিলেন এই ক্রিয়ার কর্ম্ম।

"ধারণ করিলেন" সকর্ম্মক, সমাপিকা ক্রিয়া, অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, উহার কর্ত্তা উষ্ণরশ্মি।

"তিনি" সর্ব্বনাম উষ্ণরশ্মি পদের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, পুংলিঙ্গ প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ত্তাকারক, প্রদান করিয়াছিলেন ও হইয়াছিলেন এই উভয় ক্রিয়ার কর্ত্তা।

"উদিত" বিশেষণ পদ, তিনি এই সর্ব্বনামের বিশেষণ।

"হইয়া" অসমাপিকা ক্রিয়া, ইহার কর্ত্তা তিনি।

"অবধি" অব্যয় পদ।

"সমস্ত" বিশেষণ পদ, দিন এই পদের বিশেষণ।

"দিন' বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, ব্যাপিয়া এই উহ্য ক্রিয়ার কর্ম্ম।

"ত্রিজগৎকে" বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ম্ম বা সম্প্রদান কারক।

"যে" অব্যয় পদ, প্রদান করিয়াছিলেন, এই ক্রিয়ার বিশেষণ।

"সাতিশয়" বিশেষণ, সন্তাপের বিশেষণ।

"সন্তাপ" বিশেষ্য, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, কর্ম্মকারক,

"প্রদান করিয়াছিলেন" সমাপিকা ক্রিয়া, অতীত কাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, উহার কর্ত্তা তিনি।

"সেই" সর্ব্বনাম-বিশেষণ, পাপে এই পদের বিশেষণ।

"পাপে" বিশেষ্য পদ, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন হেতুপদ।

"ই" নিশ্চয়ার্থক অব্যয়।

"যেন" অব্যয়।

"তেজোহীন" বিশেষণ, তিনি পদের সহিত অন্বিত।

"হইয়া" অসমাপিকা ক্রিয়া, তিনি পদের সহিত অন্বিত।

"অধঃপতিত" বিশেষণ, তিনি পদের সহিত অন্বিত।

"হইয়াছিলেন" অকর্ম্মক, সমাপিকা ক্রিয়া, অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, ইহার কর্ত্তা তিনি।

নিম্নলিখিত পদটার পদান্বয় দেখ। যথা—

"সবাকার অনুমতি লয়ে তার পর,
চলিলেন রাম যেন প্রমত্ত কুঞ্জর।"

"সবাকার" সর্ব্বনাম পদ (সেই স্থানের লোক সমূহের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে) পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, বহুবচন, সম্বন্ধে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, অনুমতি পদের সহিত সম্বন্ধ।

"অনুমতি" বিশেষ্য, স্ত্রীলিঙ্গ, প্রথমপুরুষ, একবচন, কর্ম্মকারক, লয়ে এই ক্রিয়াপদের সহিত অন্বিত।

"লয়ে" (লইয়া) অসমাপিকা ক্রিয়া, সকর্ম্মক, ইহার কর্ম্ম অনুমতি কর্ত্তা রাম।

"তার" সর্ব্বনাম পদ, পূর্ব্ববৃত্তান্ত বা কালের পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, ক্লীবলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন সম্বন্ধে ষষ্ঠী।

"পর" অব্যয়, কালাধিকরণ।

"চলিলেন" অকর্ম্মক ক্রিয়া, অতীতকাল, প্রথম পুরুষ, একবচন, উহার কর্ত্তা রাম।

"রাম" বিশেষ্য পুংলিঙ্গ প্রথম পুরুষ, একবচন চলিলেন এই ক্রিয়ার কর্ত্তা।

"যেন" (যেমন) অব্যয়।

"প্রমত্ত" বিশেষণ, ইহার বিশেষ্য কুঞ্জর।

"কুঞ্জর" বিশেষ্য পুংলিঙ্গ, প্রথম পুরুষ, একবচন, রাম এই পদের সহিত তুল্যকারক, অর্থাৎ কর্ত্তা।

পদান্বয় বা পদপরিচয় করিবার উপদেশ।

বাক্যের অন্তর্গত পদ সকলের বিশেষরূপে পরিচয় দিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হয়; যথা—

১। বিশেষ্য পদ হইলে, তাহার লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও কারক, কোন্ ক্রিয়ার সহিত তাহার অন্বয়, কারক না হইলে কোন্ শব্দের যোগে বা কোন্ অর্থে কি বিভক্তি হইয়াছে।

২। সর্ব্বনাম শব্দ হইলে, কাহার পরিবর্ত্তে বসিয়াছে, তৎপরে বিশেষ্য পদের ন্যায় সমস্ত উল্লেখ করিতে হইবে।

৩। বিশেষণ পদ হইলে, কোন্ পদের বিশেষণ।

৪। ক্রিয়াপদ হইলে কিরূপ ক্রিয়া (সকর্ম্মক কি দ্বিকর্ম্মক কিংবা অকর্ম্মক; সমাপিকা বা অসমাপিকা), তাহার কাল, পুরুষ, বচন ও কর্ত্তৃপদ।

৫। ক্রিয়ার বিশেষণ হইলে, কোন্ ক্রিয়ার বিশেষণ।

৬ অব্যয় হইলে, কিরূপ অব্যয় ও কোন্ পদের সহিত তাহার অন্বয়।

৭। সম্বন্ধ পদ হইলে, কোন্ পদের সহিত সম্বন্ধ ইত্যাদি।

পদ বিন্যাস।

১। বাঙ্গালা ভাষায় বাক্য লিখিতে হইলে প্রায়ই প্রথমে কর্ত্তৃপদ ও শেষে ক্রিয়াপদের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, ফুল ফুটিয়াছে, চন্দ্র উঠিয়াছে, গোপাল আসিতেছে ইত্যাদি।

২। কর্ম্মপদ প্রায়ই ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা, হরি চন্দ্র দেখিতেছেন। কিন্তু ক্রিয়াপদ দ্বিকর্ম্মক হইলে অগ্রে গৌণ অর্থাৎ অপ্রধান কর্ম্ম ও তৎপরে মুখ্য অর্থাৎ প্রধান কর্ম্মপদ প্রযুক্ত হয়। যথা, আমি যদুকে পত্র লিখিয়াছি। এস্থলে "যদুকে" এই পদটী গৌণ কর্ম্ম এজন্য মুখ্য কর্ম্ম "পত্র" এই পদের পূর্ব্বে বসিয়াছে।

৩। করণ পদ প্রায়ই কর্ম্মকারকের পূর্ব্বে বসে। যথা, চক্ষু দ্বারা চন্দ্র দেখিতেছে। কাষ্ঠদ্বারা রন্ধন করিতেছে। ছত্রদ্বারা আতপ নিবারণ করিতেছে ইত্যাদি।

৪। সম্প্রদান পদ কর্ম্মপদের পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, ব্রাহ্মণকে ধন দান করিতেছে ইত্যাদি।

৫। অপাদান পদ প্রায়ই কর্ত্তা ও কর্ম্ম পদের পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা, বৃক্ষ হইতে পুষ্প তুলিতেছে। সরোবর হইতে জল লইতেছে। বাষ্প হইতে জল উৎপন্ন হয় ইত্যাদি। অপাদান পদ কখন কখন কর্তৃকারকের পরে প্রযুক্ত হয়। যথা, জল বাষ্প হইতে উৎপন্ন হয় ইত্যাদি।

৬। যাহার সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, সম্বন্ধ পদ তাহারই পূর্ব্বে বসিয়া থাকে। যথা, রামের পুস্তক; গোপালের বাটী। প্রশ্ন স্থলে সম্বন্ধ পদ পরেও বসে। যথা, যন্ত্র কাহার? ইত্যাদি।

৭। অধিকরণ পদ কখন কর্ম্মের, কখন কর্ত্তার, কখনও বা ক্রিয়াপদের পূর্ব্বে বসে। যথা, মুকুরে মুখ দেখিতেছে। আকাশে চন্দ্র প্রকাশ পাইতেছে। জলে কুম্ভীর থাকে। আসনে বসিয়াছে। শয্যায় শয়ন করিতেছে ইত্যাদি।

৮। ক্রিয়াবিশেষণ পদ কখনও ক্রিয়ার, কখনও বা কর্ম্মাদির

পূর্ব্বে প্রযুক্ত হয়। যথা, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ পাঠ করিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ তাহা স্বীকার করিলেন ইত্যাদি।

৯। সম্বোধন পদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে বসে। যথা, পিতঃ! আমার প্রতি সদয় হউন। বন্ধো! তুমি যার পর নাই উপকার করিয়াছ ইত্যাদি।

১০। অসমাপিকা ক্রিয়া কখনও সমাপিকা ক্রিয়ার অব্যবহিত, কখনও বা ব্যবহিত পূর্ব্বে বসে। যথা, তিনি ভোজন করিতে গিয়াছেন। গোপাল আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন ইত্যাদি (১)।

১১। মধ্যম ও প্রথম পুরুষ কর্ত্তৃপদ থাকিলে মধ্যম পুরুষের ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। যথা, হরি ও তুমি শীঘ্র যাও ইত্যাদি।

১২। মধ্যম বা প্রথম পুরুষের সহিত উত্তম পুরুষ কর্ত্তৃপদ থাকিলে উত্তম পুরুষের ক্রিয়াপদ প্রযুক্ত হয়। যথা, আমি, তুমি একসঙ্গে যাইব; আমি, তুমি, হরি, একসঙ্গেই যাইব ইত্যাদি।

১৩। অনন্তর, যদি প্রভৃতি অব্যয় পদ প্রায়ই বাক্যের প্রথমে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, অনন্তর রাম অযোধ্যা পরিত্যাগ করিলেন। যদি গোপাল আসে ইত্যাদি।

১৪। যদ্ ও তদ্ এই দুইটী সর্ব্বনাম পদের নিয়ত সম্বন্ধ আছে, অর্থাৎ যদ্ শব্দের প্রয়োগ করিলেই তদ্ শব্দের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, যিনি আমার বিস্তর উপকার করিয়াছিলেন, অদ্য তাঁহাকে দেখিয়া প্রীত হইলাম ইত্যাদি।

---

(১) উক্ত নিয়মগুলি প্রায়িক, অর্থাৎ কোন কোন স্থলে উহাদের ব্যভিচারও দৃষ্ট হয়।

১৫। নিকটস্থ বস্তুকে নির্দ্দেশ করিতে হইলে ‘এই’ এবং দূরস্থ বস্তুকে বুঝাইলে ‘ঐ’ প্রভৃতি পদের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, “এই সেই কালিন্দীতটবর্ত্তী বটবৃক্ষ।” এস্থলে “এই” শব্দের দ্বারা অঙ্গুলি নির্দ্দিষ্ট চিত্র বুঝাইতেছে এবং “সেই” পদ দ্বারা বনবাসকালে দৃষ্ট যমুনাতটস্থ বটবৃক্ষকে বুঝাইতেছে। এইরূপ,—আকাশে ঐ নক্ষত্র উঠিয়াছে। ঐ দেখ, গ্রামের প্রান্তভাগে আসিতেছে ইত্যাদি।

১৬। কোনও পদ বা বাক্যের সহিত অন্য পদ প্রভৃতির সম্বন্ধ যোজনা করিতে হইলে এবং, ও, আর, অথচ, তবু, তথাপি, তথাচ প্রভৃতি যোজক অব্যয় পদ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, রাম ও শ্যাম যাইবেন। এস্থলে ‘ও’ এই অব্যয় পদটী যাইবেন এই ক্রিয়াপদের সহিত রাম ও শ্যামের যোজনা করিয়া দিতেছে।

১৭। অধিক পদ বা বাক্যের সহিত সম্বন্ধ বুঝাইলে শেষ পদ বা বাক্যের পূর্ব্বে যোজক অব্যয় থাকিবে। যথা, ঘৃত, দুগ্ধ, দধি ও মৎস্য আনয়ন করিবে। তিনি দেখিবেন, শুনিবেন, এবং যাইবেন। নিয়ত নিয়মিত পরিশ্রম, বিশুদ্ধ-বায়ু-বিশিষ্ট শুষ্ক স্থানে বাস, পরিমিত ভোজন ও যথাকালে প্রত্যহ অবাধে নিদ্রা এই সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য। এই স্থলে ‘ও’ ‘এবং’ এই অব্যয় পদ বহুপদ ও বাক্যের অন্বয় করিয়া দিতেছে। এইরূপ, রাম যাইবেন, গোপাল যাইবেন এবং যদু যাইবেন। রাজা আর মন্ত্রী তথায় আছেন। গোপাল বিস্তর চেষ্টা করিলেন (অথচ, তথাচ, তবু, তথাপি) আদায় করিতে পারিলেন না। যদি বলেন তবে করিব। তিনি যখন বলিয়াছেন, সুতরাং আমায় করিতে

হইবে ইত্যাদি স্থলে এবং, আর, ও, যদি, তবু, অথচ, তথাপি প্রভৃতি অব্যয় পদগুলি যোজক।

১৮। একটি পদ বা বাক্য হইতে অপর একটি পদ বা বাক্যকে পৃথক্ করিতে হইলে, কি, কিংবা, বা, অথবা, নতুবা, হয়, না হয় প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয় পদের প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, রাম কি শ্যাম করিবে। যদু কিংবা গোপাল যাইবে। তুমি সত্য বল নতুবা তোমার মুখ দেখিব না। হয় সীতা নয় প্রাণ পরিত্যাগ করিব। রঘুবংশ অথবা রামায়ণ কিনিব ইত্যাদি।

১৯। যে স্থলে অর্থের সঙ্কোচ করিতে হয়, তথায় "কিন্তু" প্রভৃতি অব্যয় পদের প্রয়োগ করিতে হইবে। যথা, আমি, টাকা, দিব, কিন্তু সমুদায় দিব না ইত্যাদি।

২০। উপমাস্থলে যেমন, যদ্রূপ, প্রায়, যথা, যেন প্রভৃতি উপমাবাচক অব্যয় পদ সকল উপমানের উত্তর প্রায়ই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যথা, প্রভাতের চন্দ্রপ্রায় তাহার বদন মলিন হইয়া উঠিল। যেমন সূর্য্যোদয়ে অন্ধকার বিনষ্ট হয়, সেইরূপ বিদ্যার প্রভাবে দুশ্চরিত্রতা দোষ নিরস্ত হয়। এস্থলে প্রায়, যেমন, সেইরূপ ইত্যাদি অব্যয় উপমাবোধক। উৎপ্রেক্ষাস্থলেও যেন, এই পদটির প্রয়োগ হয়। যথা, যেন কালান্তক যম আসিতেছে ইত্যাদি।

২১। ক্রোধ, শোক, প্রার্থনা ও অনুরোধ অর্থে "যেন" প্রভৃতি অব্যয় শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে। যথা, তিনি যেন বিবেচনা করিয়া কথা কন ইত্যাদি।

২২। প্রশ্ন, হর্ষ, ক্রোধ ও বিতর্ক প্রভৃতি অর্থে 'কি' এই

অব্যয় পদের প্রয়োগ হয়। যথা, কি লিখিব? কি সুন্দর হইয়াছে, কি এত বড় সাহস, কি ব্যাপার! কি মহামায়া! ইত্যাদি।

২৩। সতর্কতা, বিস্ময় ও শোকাদি প্রকাশ স্থলে যেন, হয়, আহা, আমরি, আহামরি, আ, তাইত, ঠিক, যেন প্রভৃতি অব্যয় পদ প্রয়োগ করিতে হয়। যথা, দেখিও যেন ছাদে উঠিও না। "তাইত, ঠিক যেন আর্য্যপুত্র হরধনু উত্তোলন করিয়া ভাঙ্গিতে উদ্যত হইয়াছেন।" "হায়, লোকরঞ্জন কি দুরূহ ব্রত।" "আমরি কি চমৎকার চিত্র করিয়াছে!" ইত্যাদি।

২৪। কতকগুলি অব্যয় ক্রিয়াবিশেষণরূপে ব্যবহৃত হয়। যথা, কথঞ্চিৎ কার্য্যটি সম্পন্ন করিব। তৎক্ষণাৎ যাইবে, শীঘ্র আসিবে। কেমন দেখাইতেছে। অমন করিতেছ কেন, ঠিক যেন দংশন করিতেছে। আজি যেন ফিরিতে না হয় ইত্যাদি।

২৫। কোমল করিয়া সম্বোধন করিতে হইলে "অয়ি" এই সম্বোধনসূচক অব্যয় পদ বাক্যের আদিতে ব্যবহার করিতে হয়। যথা, "অয়ি মুগ্ধে জানকি!" ইত্যাদি।

২৬। সত্য প্রভৃতি অর্থে "বটে" এবং বৈপরীত্য অর্থে প্রত্যুত এই অব্যয় পদের প্রয়োগ হয়। যথা, তিনি আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাক্ষাৎ করেন নাই। তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া সুখী হই নাই, প্রত্যুত দুঃখিত হইয়াছি ইত্যাদি।

২৭। 'কেন' এই অব্যয় পদটী বাক্যের আদি ও অন্তে কেবল প্রশ্ন স্থানেই ব্যবহৃত হয়। যথা, কেন তুমি আসিয়াছ? তিনি যান নাই কেন? ইত্যাদি।

২৮। 'ই' প্রভৃতি কতকগুলি অব্যয় নিশ্চয়ার্থক, যাহাকে

নিশ্চয় করিবে তাহার পরে বসিবে। যথা, প্রজারঞ্জনসম্ভূত নির্ম্মল কীর্ত্তিই রঘুবংশীয়দিগের পরম ধন ইত্যাদি।

২৯। নহে, না প্রভৃতি অব্যয় ক্রিয়াবিশেষণরূপে সমাপিকা ক্রিয়ার পরে ও অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্ব্বে বসে। যথা, তিনি না বলিলে আমি কখনও করিতাম না ইত্যাদি। (১)

৩০। একটী বাক্যে দুইটী নিষেধার্থক পদ থাকিলে তথায় নিষেধ না বুঝাইয়া বিধেয় অর্থকে বুঝাইবে। যথা, তিনি আসিবেন না ইহা কখনও হইতে পারে না, অর্থাৎ অবশ্যই আসিবেন ইত্যাদি।

৩১। যে যে স্থলে এবং ও প্রভৃতি যোজক অব্যয়পদদ্বারা একের অধিক কর্ত্তৃপদের সহিত ক্রিয়াপদ অন্বিত হয়, সেখানে ক্রিয়াপদ বহুবচনান্ত হইবে; কিন্তু যেখানে কি, বা, অথবা প্রভৃতি বিয়োজক অব্যয়দ্বারা একের অধিক কর্ত্তৃপদের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় হয়, সেখানে ক্রিয়াপদ একবচনান্ত হইবে। যথা, রাম, শ্যাম ও গোপাল যাইবেন। এস্থলে "যাইবেন" ক্রিয়াটি বহুবচনান্ত। রাম কি শ্যাম অথবা গোপাল যাইবেন ইত্যাদি স্থলে "যাইবেন" ক্রিয়াটি একবচনান্ত।

৩২। আপনি মহাশয় প্রভৃতি শব্দ, তুমি এই অর্থে প্রযুক্ত হইলে ক্রিয়াপদ প্রথম পুরুষের হইবে। যথা, আপনি যাঁইবেন। মহাশয় করিবেন ইত্যাদি।

৩৩। অসমাপিকা ও সমাপিকা ক্রিয়ার প্রায়ই এক কর্ত্তা হয়। যথা, রাম ভোজন করিয়া যাইবেন ইত্যাদি। কিন্তু "লে"

---

(১) "না" এই অব্যয় কখন কখন প্রশ্নস্থলেও ব্যবহৃত হয়। যথা, তাঁহারা আমাদিগকে স্মরণ করেন, না একেবারেই বিস্মৃত হইয়াছেন, ইত্যাদি।

যুক্ত অসমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ প্রায়ই পৃথক্ হইয়া থাকে। যথা, রাম ভোজন করিলে গোপাল যাইবেন।

৩৪। অসমাপিকা ক্রিয়াযুক্ত বাক্যাংশটী কারণ হইলে সমাপিকা ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ প্রায়ই পৃথক্ হইয়া থাকে। যথা, গোপাল অনুরোধ করাতে রাম কর্ম্ম সম্পন্ন করিলেন। এস্থলে অনুরোধ কর্ম্মনির্ব্বাহের কারণ হইল। "সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া লক্ষ্মণের শোকানল শতগুণ প্রবল হইয়া উঠিল।" এস্থলে সীতার এইরূপ ব্যাকুলতা ও কাতরতা দেখিয়া এই বাক্যাংশটী পর বাক্যের কারণ হওয়াতে, দেখিয়া ও উঠিল এই দুই ক্রিয়ার কর্ত্তৃপদ ভিন্ন ভিন্ন হইল।

পদবিন্যাসের রীতি।

১। ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপে পদস্থাপন করিবার এক একটী নিয়ম আছে তাহারই নাম রীতি। সেই সেই রীত্যনুসারে পদ স্থাপন করিতে হয়।

২। বাঙ্গালা ভাষায় যে রীতিক্রমে পদ স্থাপন করিতে হয়, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার রীতি। এক ভাষার রীতি-অনুসারে অন্য ভাষার পদ স্থাপন করা যাইতে পারে না। নিম্নভাগে বাঙ্গালা ভাষার পদ স্থাপনের সাধারণ রীতি প্রদর্শিত হইতেছে। যথা, রাম বলিলেন আমি যাইব না, এই স্থলে বাঙ্গালা ভাষার পদ স্থাপনের রীত্যনুসারে আমি পদটী সন্নিবেশিত হইয়াছে। রাম বলিলেন, তিনি যাইবেন না। এস্থলে তিনি এই সর্ব্বনাম পদটী বাঙ্গালা ভাষার রীত্যনুসারে স্থাপিত হয় নাই, ঐরূপে পদ স্থাপন করা ইংরাজী ভাষার রীতি।

৩। দেশাদিভেদেও ভাষার রীতি ভিন্ন ভিন্ন হয়। যথা, রাম কহিলেন, যদুর ব্যবহার দর্শনে আমার অন্তঃকরণ শীতল হইল। "শীতল" শব্দের অর্থ আনন্দিত না হইলেও উষ্ণপ্রধান বঙ্গদেশে শৈত্যগুণ সুখসেব্য বলিয়া এখানে শীতল শব্দের আনন্দিত এইরূপ অর্থ হইল, সুতরাং শীতল ও আমার প্রভৃতি পদগুলি বাঙ্গালার রীত্যনুসারে প্রযুক্ত হইয়াছে। এইরূপ—রাম কহিলেন, যদুর ব্যবহার দর্শনে আমার অন্তঃকরণ উষ্ণ হইয়া উঠিল, এস্থলে উষ্ণ শব্দের অর্থ ক্রুদ্ধ না হইলেও উষ্ণপ্রধান দেশে উষ্ণতা অপ্রিয় বলিয়া উহার অর্থ রুষ্ট হইল।

৪। ভূমি, লতা, লজ্জা প্রভৃতি পদগুলিকে স্ত্রীরূপে বর্ণনা করা এবং চন্দ্র, সূর্য্য, বৃক্ষ প্রভৃতি পদগুলিকে পুরুষরূপে বর্ণনা করা বাঙ্গালা ভাষার একটি রীতি। ভূমিকে পুরুষ বা ক্লীব ও চন্দ্রকে স্ত্রী বলিয়া বর্ণনা করিলে বাঙ্গালা ভাষার রীতিসঙ্গত হয় না।

৫। বাক্য রচনা কালে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে আমরা যেরূপ পদ বিন্যস্ত করিয়া থাকি, তাহাও বাঙ্গালা ভাষার একটি রীতি।

৬। কোন একটি পদ, কি বাক্য প্রয়োগ করিলে যদি তাহাদের বাচ্যার্থের বোধ না হইয়া অন্য কোন অর্থের প্রতীতি হয়, তবে যে রীতিক্রমে ঐরূপ পদাদির বিন্যাস করা হয়, তাহাকেও ভাষায় একরূপ রীতি কহে। যথা, বলিয়া বলিয়া মুখ ভোঁতা হইয়া গেল, ভোঁতা শব্দের অর্থ ধারশূন্য, কিন্তু এখানে পরিশ্রান্ত এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে। শুনিয়া শুনিয়া আমার কর্ণে কড়া পড়িয়াছে, "কড়া পড়িয়াছে" এই অংশের প্রকৃত অর্থ কঠিন চিহ্ন হইয়াছে, কিন্তু এখানে বহুবার শুনিয়াছি এইরূপ অর্থের

উপস্থিতি হইতেছে। তাঁহার কার্য্য দেখিয়া হৃদয় কম্পিত হইতেছে। এস্থলে হৃদয় কম্পিত এই অংশের অর্থ মনে ভয় হইতেছে। পরের ভাল দেখিলে যাহাদিগের চোক টাটাইয়া উঠে তাহারা অসুয়াপরবশ। ইহার অর্থ যাহারা অন্যের সম্পদ দেখিলে মনে কষ্ট পায়, তাহাদিগকে অসুয়াপরবশ কহে।

ভাষায় রীত্যনুসারে শব্দ বিন্যস্ত হইলে যেরূপ বাক্য হয়, নিম্নে তাহার কতকগুলি উদাহরণ প্রদর্শিত হইল।

আমার উভয় পক্ষে সঙ্কট। গণ্ডের উপরি বিস্ফোটক। তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। এক্ষণে বাণিজ্যকার্য্যের যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। তিনি রামের কথায় জল হইয়া গিয়াছেন। তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত স্থূল। প্রথম পক্ষের স্ত্রী মরিতে না মরিতে তিনি পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়াছেন। মশা মারিতে কামান পাতিয়াছে। কলম ধরিতে না ধরিতে লেখা হইয়া গেল। কি বলিতে কি বলিয়া ফেলে। নিযুক্ত হইতে না হইতেই কর্ম্মচ্যুত হইলেন। অত্যন্ত মাথা ধরিয়াছে। আপনি মারিলেও মারিতে পারেন, রাখিলেও রাখিতে পারেন। তুমি এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়াইয়া বলিলেও বিশ্বাস করি না। আমি আর গালি খাইতে পারি না। কুপথে গমন করা উচিত নয়।

সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট।

শব্দবিবরণ।

শব্দই ভাষার মূল।* শব্দ ও শব্দার্থবোধ হইলেই ভাষাজ্ঞান হইয়া থাকে। শব্দার্থবোধ শক্তিজ্ঞানসাপেক্ষ। শক্তিজ্ঞানের উপায় ছয় প্রকার। যথা, ব্যাকরণ, অভিধান, উপমান, আপ্তবাক্য, ব্যবহার ও সিদ্ধ শব্দের সন্নিধান।

ব্যাকরণদ্বারা প্রকৃতি ও প্রত্যয়ের অর্থানুসারে শব্দার্থ জ্ঞান হয়। যথা, পাচক, পক্ব, শ্রোতা, দর্শক ইত্যাদি।

অভিধান পাঠ করিলে নিকেতন শব্দে গৃহ, সমীরণ শব্দে বায়ু, উদক শব্দে জল, সবিতৃ শব্দে সূর্য্য ইত্যাদি শব্দার্থ জ্ঞান হয়।

উপমান দ্বারা সাদৃশ্য জ্ঞান হওয়ায় অনেক শব্দার্থ বোধ হয়। যথা, গবয় গোসদৃশ। এইরূপ উপদেশ পাইলে যে ব্যক্তি কখনও গবয় দেখে নাই, তাহারও গবয় শব্দের অর্থজ্ঞান হয়।

আপ্তবাক্য অর্থাৎ যাহাদের বাক্য বিশ্বাসযোগ্য এরূপ ব্যক্তিদের উপদেশানুসারে অনেক শব্দার্থ জ্ঞান হয়। যথা,—পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক, ভূত, প্রেত, অমরাবতী, নন্দনবন, ঐরাবত, কৌস্তুভ, উচ্চৈঃশ্রবা ইত্যাদি।

ব্যবহার অর্থাৎ অপর দুই ব্যক্তির কথোপকথনরূপ ব্যবহার অনুসারে তৃতীয় ব্যক্তির শব্দার্থ বোধ হয়। যেমন, এক ব্যক্তি তাঁহার ভৃত্যকে বলিলেন আমার পাগড়ি আনয়ন কর। তত্রস্থিত তৃতীয় ব্যক্তি পাগড়ি শব্দের অর্থ জানিতেন না এক্ষণে ভৃত্যকে পাগড়ি আনিতে দেখিয়া পাগড়ি শব্দে ঐরূপ বস্তু বুঝায় ইহা বুঝিতে পারিলেন। এই উপায়ে অনেক বিজাতীয় ভাষার শব্দার্থ শিখা যায়।

সিদ্ধ পদের সন্নিধান অর্থাৎ যে সকল শব্দার্থ বিদিত আছে, তাহাদের সন্নিধান বশতঃ অপর অবিদিত শব্দার্থও জানিতে পারা যায়। যথা, আমি সেই ক্ষুদ্র বৃক্ষের প্রসূনগন্ধ আঘ্রাণ করিয়া পরম প্রীত হইয়াছিলাম। এখানে বৃক্ষ, গন্ধ, আঘ্রাণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ পদের সন্নিধান হেতু প্রসূন শব্দে পুষ্প ইহা সহজে অবগত হওয়া যায়।

নানার্থ শব্দ হইলে সংযোগ, বিয়োগ, সাহচর্য্য প্রভৃতি দ্বারা এক একটী অর্থ স্থির করিয়া লইতে হয়।

শব্দের শক্তি তিন প্রকার। যথা, অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা।

---

* শব্দ দুই প্রকার বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক। পশুপক্ষ্যাদির শব্দ ধ্বন্যাত্মক ও মনুষ্যের শব্দ বর্ণাত্মক। মনুষ্যের বাগ্‌যন্ত্র হইতে বর্ণাত্মক ও ধ্বন্যাত্মক উভয়বিধ শব্দই নিঃসৃত হইতে পারে।

অভিধা—যে শক্তিদ্বারা শব্দের সাঙ্কেতিক (১) অর্থের বোধ হয়, তাহাকে অভিধা শক্তি কহে। অভিধা শক্তি দ্বারা উপস্থাপ্য অর্থের নাম শক্যার্থ। যথা, গোশব্দের শক্যার্থ লোমলাঙ্গুলগলকম্বল-বিশিষ্ট প্রাণিবিশেষ; বৃক্ষ শব্দের শক্যার্থ স্কন্দশাখাপল্লবাদি-বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিশেষ ইত্যাদি।

লক্ষণা—শব্দের অভিধাশক্তিলভ্য অর্থ দ্বারা বাক্যার্থ অসঙ্গত হইলে শব্দের অন্য যে শক্তিদ্বারা শক্যাথের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট অপর অর্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণাশক্তি কহে। লক্ষণাদ্বারা উপস্থাপ্য অর্থের নাম লক্ষ্যার্থ। যথা, ভারতবর্ষ দিন দিন দরিদ্র হইতেছে। এখানে ভারতবর্ষ শব্দের শক্যার্থ নির্দ্দিষ্ট সীমাবিশিষ্ট ভূভাগবিশেষ, তাহার পক্ষে দারিদ্র্য অসঙ্গত বলিয়া বাক্যার্থবোধ না হওয়ায় ভারতবর্ষ শব্দে ভারতবাসী লোককে বুঝাইল। রাম গঙ্গাবাসী হইয়াছেন। এস্থলে গঙ্গা শব্দের শক্যার্থ ভগীরথখাত-বর্ত্তি-জল-প্রবাহ, তাহাতে রামের বাস অসম্ভব, সুতরাং গঙ্গা শব্দের প্রকৃত অর্থ লইলে সমুদায় বাক্যার্থ-বোধে ব্যাঘাত হয়, এজন্য গঙ্গাশব্দের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা গঙ্গার সমীপস্থ তীর বুঝিতে হইবে। এইরূপ—

"দেখি আগে বিদ্যার বিদ্যায় কত দৌড়।
কি জানি হারায় বিদ্যা হাসিবেক গৌড়॥" বিদ্যাসুন্দর।

এখানে অচেতন গৌড়দেশের হাস্যের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং গৌড় শব্দের লক্ষ্যার্থ গৌড়দেশীয় লোক। গৌড়দেশবাসী সমস্ত লোককে সংক্ষেপে বুঝাইবার জন্য এরূপ প্রয়োগ করা হইয়াছে। এইরূপ—ব্রাহ্মসমাজ দুর্ভিক্ষ নিবারণের জন্য প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন। ইংলণ্ড নীতিবিরুদ্ধ সাহসের উপর নির্ভর করিয়া কোনও কার্য্য করেন না। পার্লিয়ামেণ্ট সভা একটী নূতন আইন প্রচার করিয়াছেন ইত্যাদি।

অতএব কোন না কোন প্রয়োজন বশতঃ ঐরূপ প্রয়োগ করাই উচিত, নতুবা নিরথক লক্ষণা স্বীকার করিলে হাস্যাস্পদ হইতে হয়। যথা—

ভ্রমর কমল পান করিয়া আনন্দে গুন্ গুন্ ধ্বনি করিতেছে। এখানে কমল শব্দের লক্ষার্থ কমল মধু; এরূপ নিরর্থক লক্ষণা স্বীকার অনুচিত।

কোন কোন স্থলে লক্ষণাদ্বারা শক্যার্থের বিপরীতার্থ বোধ হয়। যথা, আপনি যে আমার কত উপকার করেন, তাহা আমি একমুখে ব্যক্ত করিতে পারি না, এরূপ কথা কোন পরম শত্রুকে বলিলে তথায় উপকার শব্দের লক্ষ্যার্থ অপকার ইত্যাদি।

ব্যঞ্জনা—অভিধা বা লক্ষণাদ্বারা এক এক প্রকার অর্থবোধের পর শব্দের অপর যে শক্তিদ্বারা অন্যরূপ তাৎপর্য্যার্থের প্রতীতি হয়, তাহাকে ব্যঞ্জনাশক্তি কহে। ব্যঞ্জনাদ্বারা উপস্থাপ্য অর্থের নাম ব্যঙ্গার্থ।

---

(১) শব্দের যথাশ্রুত অর্থের নাম সাঙ্কেতিক অর্থ।

"আর বেলা নাই" এই বাক্য শুনিলে শ্রোতৃভেদে নানা প্রকার তাৎপর্য্যার্থ বোধ হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন সন্ধ্যাবন্দনার কাল উপস্থিত, পথিক ভাবিল আর অন্য স্থানে যাওয়া উচিত নয়, কৃষক ভাবিল গরু লইয়া স্বস্থানে গমন করা যাউক, জ্ঞানী ব্যক্তি ভাবিলেন পরমায়ু শেষ হইল, এই বেলা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করা যাউক ইত্যাদি। এইরূপ—

এলাম এ ভবহাটে হাটক কিনিতে,
কাচ পেয়ে ভুলিলাম নারিনু চিনিতে,
ছিন্ন বাসে তালি দিতে দুঃখ কত কব,
খণ্ড খণ্ড করিলাম কাশ্মীর রাঙ্কব। ইত্যাদি।

বাঙ্গালা ভাষায় অন্যান্য বিদেশীয় ভাষার যে সকল শব্দ অবিকৃত ও বিকৃত-রূপে মিশ্রিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতকগুলি শব্দের তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

আরব্য শব্দের তালিকা—আমীন্, আস্তীন্, ইজারা, ইমান্, ইমারৎ, এমারতী, ইজ্জৎ, ইশাদী, উকীল, এজেহার করার, কষাই, কামিজ খলিফা, খাজানা, খালাস, খালাসী, খালী (শূন্য), খাস (স্বীয়) খাসা, খাসী, খয়রাৎ, খাতির, খেয়াল, খেতাব, খেলাত, গরজ, জমাট, জমকাল, দাঙ্গা, দাওয়া, দালাল, দাবী, দেনা, দোয়াত, নসীব, নায়েব, নিকা, নিজাম, নেশা, বদল, বাতিল, মজবুত, মেহনৎ, রফা, হলফ, হাওদা, হাওয়া, হিসাব ইত্যাদি।

পারস্য শব্দের তালিকা—আন্দাজ, আন্দাজী, ইজার, ইস্তাহার, কাগজ, কামান, খরচ, খরচা, খরিদা, খাজাঞ্চী, খানসামা, খাসমহল, খুন, খুব, খুশী, খোশ, খোদ, খোরাকী, গুজব, গোলাপ, গোলাপজাম, গোমস্তা, গোলদার, দরকার, দরকারী, দরখাস্ত, দরবান, দরবার, দরাজ, দলিল, দাদ (প্রতিশোধ), দাদন, দারোগা, দালাল, দিকদার, দিল, দেনদার, দোকান, দোয়াত, দোয়াব, নমুনা, নাচার, নালবন্দ, নিমকহারাম, নেশাখোর, নোঙ্গর, পত্তনী, পিয়াঁজ, পিয়াদা, পিয়ালা, পাখোয়াজ, পায় (পা), পায়চারী, পায়জামা, পাল্লা, পালোয়ান বাজু, বাদশা, বাদাম, বাদী, বায়না, বারাণ্ডা, বালাপোষ, বালিশ, বাসিন্দা, বাহার, মজুমদার, মজুর, ময়দা, ময়দান, মাহিনা, মোহর, মোগোল, মেওয়া, রবাব, রোশনাই, শিকার, সওদা, সরপোষ, সরাই, হপ্তা, হরকরা, হাউই, হাজার, হামেশা ইত্যাদি।

হিন্দীশব্দের তালিকা—আবীর, আলবোলা, কয়লা, কুস্তি, খাস্না, খোলতা, চাপ, চাপরাশি, ছাওয়াল, টপ্পা, দরমা, দোঁহা, বুলী, বনাত ইত্যাদি।

ইংরাজী শব্দের তালিকা—গবর্ণর, কমিশনার, জজ্, মেজিষ্ট্রেট, কালেক্টর, ডেপুটী, ইন্স্পেকটার, হাইকোর্ট, আফিস, স্কুল, কালেজ, মাষ্টার, ম্যাপ, ফেল, পাশ, নম্বর, সার্টিফিকেট্, বোর্ড, স্লেট, পেন্শীল, পেন, পিন, উল, ফ্লানেল,

কার্পেট্, কোট, জ্যাকেট্, ষ্টকিং, ড্রিল, সার্জ্জ, পকেট্, বেঞ্চ্, চেয়ার, গেলাস, রেলওয়ে, ষ্টীমার, ট্রামওয়ে, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কেসিয়ার, রেজিষ্ট্রার, ওভারশিয়ার, ট্রেজারি, চেক, নোট, লেক্‌চার, শমন, পুলিশ, জেল, বারিষ্টার, ইয়ারিং, চেন, টিকিট, বল, কম্পাউণ্ডার, ডিসমিস্, মেম্বর, গবর্ণমেণ্ট ইত্যাদি।

পোর্ত্তুগীজ শব্দের তালিকা—সাবান, কেদারা, ফিতা, বেহালা, পাদরী, পেরু, গির্জ্জা, বাতাবীলেবু ইত্যাদি।

ইতালি শব্দের তালিকা—ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা, ম্যালেরিয়া, সোডা, ভেল্‌ভেট ইত্যাদি।

চীনদেশের শব্দ—চা, লিচু, সাটিন ইত্যাদি।

বাক্য প্রকরণ।

বাক্য।

১। যে সকল পদ উচ্চারণ করিয়া মনের একটি সম্পূর্ণ ভাব ব্যক্ত করা যায়, তাহার নাম বাক্য। একটা পদে সম্পূর্ণ ভাব অর্থাৎ অভিপ্রায় ব্যক্ত করা যায় না, সুতরাং উহা বাক্য হইতে পারে না। যথা, রাম, বৃক্ষ, জ্ঞান ইত্যাদি। ঐ শব্দগুলির প্রত্যেকটাতে অন্ততঃ আর একটা করিয়া ক্রিয়াপদ যোজনা করিলে বাক্য হইতে পারে। যথা, রাম পড়িতেছে, বৃক্ষ নাড়িতেছে ইত্যাদি। উহারা প্রত্যেকেই এক একটা সম্পূর্ণ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছে। ঐরূপ বহু পদ মিলিত হইয়া যখন কোন একটি সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত করে তখন সেই মিলিত পদ সমূহকে বাক্য বলে। যথা, পরিশ্রম না করিলে বিদ্যা লাভ হয় না। মনের অভিপ্রায় প্রকাশ করিবার নিমিত্ত যে সকল পদ প্রয়োগ করিতে হয়, তাহাদের পরস্পর সম্বন্ধ থাকা আবশ্যক, নতুবা যথেচ্ছ শব্দ প্রয়োগ করিলে অভিপ্রায় বোধ হয় না। ঐ সম্বন্ধের নাম আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তি। অতএব আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও আসত্তিযুক্ত পদ সমূহকে বাক্য বলে।

২। আকাঙ্ক্ষা—অর্থবোধের নিমিত্ত একটা পদের পর আর একটী পদ শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম আকাঙ্ক্ষা। যথা, হরি পুস্তক, এই মাত্র শুনিলে, পড়িতেছে, পাইয়াছে, আনিয়াছে, বা হারাইয়াছে, এইরূপ কোন একটী ক্রিয়া পদ শুনিতে ইচ্ছা হয়, এবং হরি পুস্তক পড়িতেছে, বলিলেই ঐ শ্রবণেচ্ছা নিবৃত্ত হয়, সুতরাং হরি, পুস্তক, পড়িতেছে, এই তিনটী পদ পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ অতএব হরি পুস্তক পড়িতেছে ইহা একটী বাক্য। নিরাকাঙ্ক্ষভাবে এক সময়ে উচ্চারিত বহুসংখ্যক পদও বাক্য হইবে না। যথা, পুষ্প পুস্তক কাক জল আসিয়া যাইতে রাম ইত্যাদি পদসমূহ বাক্য নহে।

৩। যোগ্যতা। অর্থবোধকালে পদ সকলের পরস্পর সম্বন্ধ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধকতা না থাকার নাম যোগ্যতা। যথা, অগ্নিদ্বারা পাক করিতেছে, ইহা বলিলে অর্থবোধ সম্বন্ধে কোনরূপ বাধা হয় না; সুতরাং ঐটী বাক্য; কিন্তু

অগ্নি দ্বারা সেচন করিতেছে বলিলে, বাক্যার্থবোধে ব্যাঘাত জন্মে যেহেতু অগ্নি দ্বারা সেচন কার্য্য অসম্ভব,অতএব আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও যোগ্যতা নাই বলিয়া উহা বাক্য নহে। এইরূপ—অন্ধ চন্দ্র দর্শন করিতেছে ইত্যাদি পদসমূহও বাক্য হইবে না।

৪। যে স্থলে হাস্যরসবিষয়ক বাক্য রচিত হয়, তথায় যোগ্যতা না থাকিলেও তাহা বাক্য বলিয়া পরিগণিত হয়। যথা—

"পুরাণে নবীন বিদ্যা হয়েছে আমার,
রাবণ উদ্ধবে কহে শুন সমাচার।
দ্রৌপদী কাঁদিয়া কহে বাছা হনুমান,
কহ কহ কৃষ্ণকথা অমৃত সমান।" ইত্যাদি।

৫। আসত্তি। যোগ্যতা ও আকাঙ্ক্ষাযুক্ত পদ সমূহের অব্যবধানে প্রয়োগ করার নাম আসত্তি। যথা, তিনি আমাকে পুস্তক দিয়াছিলেন, এখানে পরস্পর সাকাঙ্ক্ষ ও যোগ্যতাবিশিষ্ট পদগুলির অব্যবধানে প্রযোগ হইয়াছে বলিয়া উহা বাক্য হইল। অনাসন্ন পদ বা অযোগ্য সময় ব্যবধান থাকিলে বাক্য হইবে না। যথা, তুমি মনোযোগপূর্ব্বক (হনুমান চলিলেন সমুদ্র লঙ্ঘিতে) পুরাতন পাঠ অভ্যাস কর। এখানে এই বন্ধনীর অন্তর্গত অনাসন্ন পদ দ্বারা ব্যবহিত হওয়ায় এবং "তুমি মনোযোগপূর্ব্বক" এই কথাটী প্রাতঃকালে উচ্চারণ করিয়া মধ্যাহ্নকালে, "পুরাতন পাঠ অভ্যাস কর" এই অংশটী বলিলে "তুমি মনোযোগপূর্ব্বক পুরাতন পাঠ অভ্যাস কর" এটী বাক্য হইবে না ইত্যাদি (১)।

৬। একটী মাত্র পদ বাক্য নহে, সুতরাং প্রশ্নোত্তর স্থলে একটী মাত্র পদের প্রয়োগ থাকিলে অপর সাকাঙ্ক্ষ পদ উহ্য করিয়া লইতে হয়। যথা, গিয়াছিলে? গিয়াছিলাম। এখানে প্রশ্নবাক্যে তুমি এবং উত্তর বাক্যে আমি পদ উহ্য। একটী কর্তৃপদ ও একটী ক্রিয়াপদ এই দুই পদের ন্যূনে কোন বাক্যই হয় না। যেমন ক্রিয়াপদ মাত্র বলিলে কর্তৃপদ উহ্য থাকে সেইরূপ কর্তৃপদ মাত্র বলিলে ক্রিয়াপদ উহ্য করিয়া লইতে হয়। যথা, কে আমার পুস্তক লইয়াছে? "আমি"। এখানে উত্তর বাক্যে "লইয়াছি" এই ক্রিয়াপদ উহ্য করিলে আমি লইয়াছি এইরূপ বাক্য হইবে।

বাক্যাংশ।

যে সকল পদ দ্বারা বক্তার অভিপ্রায়ের অংশ মাত্র প্রকাশ পায়, তাহাকে বাক্যাংশ কহে। যথা, যত্ন পূর্ব্বক সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া; সকল কার্য্যেই

---

(১) পদ্যস্থলে ছন্দের অনুরোধে অনেক সময় অনাসন্নভাবে পদের প্রয়োগ হইয়া থাকে, কিন্তু বাক্যার্থবোধকালে তাহাদিগকে আসন্ন করিয়া পরস্পর অন্বিত করিয়া লইতে হয়।

ঈশ্বরকে স্মরণ করা ; পৃথিবীস্থ জ্ঞানিগণের জ্ঞান সমষ্টি স্বরূপ পুস্তকালয় ; বিবিধ পণ্য পরিপূর্ণ আপণশ্রেণী ; যদি তিনি বলেন ইত্যাদি। ঐ সমস্ত বাক্যাংশ দ্বারা বক্তার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় না, আংশিকরূপে অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়, সুতরাং উহাদিগকে বাক্য বলা যাইতে পারে না, উহারা বাক্যাংশ।

এক একটী পদও কোন কোন স্থলে বাক্যাংশ হয়। যথা, রাম যাইবেন এই বাক্যটীর মধ্যে দুইটী মাত্র পদ আছে, ঐ দুই পদদ্বারা বক্তার সম্পূর্ণ অভিপ্রায় ব ক্ত হইতেছে, সুতরাং রাম ও যাইবেন, এই পদের মধ্যে প্রত্যেক পদই বাক্যাংশ।

বাক্যবিভাগ বা বাক্যবিশ্লেষণ।

সকল বাক্যেরই দুইটী করিয়া প্রধান অংশ থাকে, একটীর নাম উদ্দেশ্য, অপরটীর নাম বিধেয়। বাক্যের একটী অংশকে উদ্দেশ্য করা হয় এবং ঐ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যাহা কিছু বক্তব্য তাহাই অপর অংশে বলা হইয়া থাকে। এইরূপে বাক্যের অন্তর্গত পদ সমূহকে বিভক্ত করার নাম বাক্যবিভাগ বা বাক্যবিশ্লেষণ। যেমন—গোপাল পুস্তক পাঠ করিতেছেন এই বাক্যের 'গোপাল' এই অংশটি উদ্দেশ্য এবং পুস্তক 'পাঠ করিতেছেন' এই অংশটি বিধেয় ; অর্থাৎ 'গোপাল' এই অংশটীকে উদ্দেশ্য করিয়া তৎসম্বন্ধে যাহা বক্তব্য 'পুস্তক পাঠ করা' এই অংশ দ্বারা তাহাই বিধান করা হইয়াছে। উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় অংশই বিশেষণ, কারক ও অব্যয়াদি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া প্রশস্ত হইতে পারে। যথা—বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী গোপাল বুদ্ধি ও পরিশ্রম দ্বারা কঠিন কঠিন পাঠ্যপুস্তক স্বয়ংই বোধগম্য করিয়া লয়, এখানে 'বুদ্ধিমান্ ও পরিশ্রমী গোপাল' এই অংশটী উদ্দেশ্য ও অপর অংশটী বিধেয়। বক্তার বাক্যের তাৎপর্য্যভেদে বাক্যবিশেষে কোন অংশ ক্ষুদ্র ও কোন অংশ প্রশস্ত হইয়া থাকে। যেমন—অকারণে কাহারও মনে দুঃখ দেওয়া কর্ত্তব্য নয়, এই বাক্যে অকারণে ..দেওয়া এই অংশটী উদ্দেশ্য এবং 'কর্ত্তব্য নয়' এই অংশটী বিধেয়। এইরূপ—সকল কার্য্যেই ঈশ্বরকে স্মরণ করা উচিত, যত্নপূর্ব্বক সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া পিতামাতার অবশ্য কর্ত্তব্য ইত্যাদি।

বাক্য সকল সাধারণতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, যথা—সরল বাক্য, সংযুক্ত বাক্য ও জটিল বাক্য।

সরল বাক্য।—রাম যাইবেন, এই বাক্যে 'রাম' এই একটী পদ মাত্র উদ্দেশ্য এবং 'যাইবেন' এই একটী পদ মাত্র বিধেয়, এইরূপ বাক্যকে সরল বাক্য কহে। অতএব যে বাক্যে একটী পদ উদ্দেশ্য ও একটী পদ বিধেয় তাহার নাম সরল বাক্য। মেঘ ডাকিতেছে, জল পড়িতেছে, পাখী উড়িতেছে, ঘোড়া দৌড়িতেছে এইরূপ বাক্যগুলিই প্রকৃত সরল বাক্যের উদাহরণ।

সরল বাক্যের উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ অন্যান্য পদের দ্বারা পরিবর্দ্ধিত হইলে

তাহাকেও সরল বাক্য বলা যায়। যথা, অশেষ গুণসম্পন্ন সুবিখ্যাত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া মানবলীলা সংবরণ করেন, এখানে 'অশেষ... কৃষ্ণচন্দ্র' এই অংশটী উদ্দেশ্য এবং 'যথেষ্ট...সংবরণ করেন' এই অংশটী বিধেয়। এখানে অন্যান্য পদের দ্বারা উদ্দেশ্য ও বিধেয় উভয় অংশই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

'পরের দ্রব্যে লোভ করিও না' এখানে 'তুমি' এই পদটী উহ্য আছে, 'উহ্যটী' উদ্দেশ্য বা কর্ত্তা এবং 'করিও না' এই পদটী বিধেয় বা কার্য্য, 'পরের' এই সম্বন্ধ পদ, 'দ্রব্যে' এই অধিকরণ পদ এবং 'লোভ' এই কর্ম্মপদের দ্বারা বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে।

সংযুক্ত বাক্য।—'জনক জননী যদি কুবচন কন' এই বাক্যে 'জনক যদি কুবচন কন,' অথবা 'জননী যদি কুবচন কন' এইরূপ দুইটী বাক্য আছে এবং ঐ দুইটী বাক্য পরস্পর নিরপেক্ষ অর্থাৎ একটী বাক্যের অর্থবোধের জন্য অপর বাক্যটীর অপেক্ষা নাই, এইরূপ দুই বা ততোধিক নিরপেক্ষ বাক্য মিলিত হওয়ায় যে বাক্য উৎপন্ন হয়, তাহাকে সংযুক্ত বাক্য কহে।

পূর্ব্বোক্ত বাক্যে 'জনক জননী' এই অংশটী উদ্দেশ্য এবং 'কন' এই অংশটী বিধেয়। 'যদি' 'কুবচন' এই দুইটী পদের দ্বারা বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত হইয়াছে। সরল বাক্যের ন্যায় সংযুক্ত বাক্যেরও উদ্দেশ্য ও বিধেয় অংশ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

জটিল বাক্য।—'যখন আমি তোমাদের বিদ্যালয়ে গিয়াছিলাম তাহার পূর্ব্বে তুমি ছুটী লইয়া বাটী গিয়াছিলে, এই বাক্যের মধ্যে 'যখন...গিয়াছিলাম' এই বাক্যটী পরবর্ত্তী 'তাহার পূর্ব্বে...গিয়াছিলে' এই বাক্যটীকে অপেক্ষা করিতেছে' অর্থাৎ পরবর্ত্তী বাক্যটী না বলিলে পূর্ব্ব বাক্যের সম্পূর্ণরূপ বক্তব্য শেষ হইল না, এইরূপ বাক্যকে জটিল বাক্য কহে। অতএব দুই বা তাহার অধিক সাপেক্ষ বাক্য একত্র মিলিত হওয়ায় যে বাক্য উৎপন্ন হয় তাহার নাম জটিল বাক্য।

'আমরা শৈশবকালেই কালকবলে পতিত হইতাম, যদি জনকজননী প্রাণপণে আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ না করিতেন', 'আমরা তাহা হইলে তোমার সহিত সদ্ভাব রাখিতে পারি, তুমি যদি অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ কর' এইরূপ বাক্য গুলি জটিল বাক্য।

জটিল বাক্যের অন্তর্গত কোন একটী বাক্য, কারক বা অপর বাক্যের বিশেষণ হইয়া থাকে। কারক যথা—'কে জানে তিনি এরূপ শঠতা করিবেন' এই বাক্যে 'তিনি করিবেন' এই বাক্যটী 'কে জানে' এই বাক্যের অন্তর্গত 'জানা' ক্রিয়ার কর্ম্ম। এইরূপ—'বলিতে পারি না, তিনি কবে আসিবেন' ইত্যাদি।

বিশেষণ যথা—'যাঁহার অনেক জানা শুনা আছে, তাঁহার উপর এই রূপ কার্য্যের ভার দেওয়া কর্ত্তব্য' এই বাক্যে 'যাঁহার—আছে' এই বাক্যটী 'অভিজ্ঞ' এই বিশেষণের কার্য্য করিতেছে, অর্থাৎ 'অভিজ্ঞ' এই বিশেষণটী বলিলে যে অর্থ বুঝাইত, ঐ বাক্যের দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। এইরূপ 'পরের দুঃখ দেখিলে

যাঁহাদের মনে দুঃখ হয়, পৃথিবীতে এরূপ লোকের সংখ্যা অতি অল্প,' এখানে 'পরের দুঃখ—হয়' এই বাক্যটী 'দয়ালু' এই বিশেষণস্থানীয় ইত্যাদি।

রচনা।

১। কোন একটী বিষয় বা বস্তু অবলম্বন পূর্ব্বক পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট নানাবিধ বাক্য সমূহ বিন্যাস করাকে রচনা কহে।

২। গদ্য ও পদ্য ভেদে রচনা দুই প্রকার। অক্ষর বা মাত্রা গণনা না করিয়া কেবল সান্বয় বাক্য সকল বিন্যাস করাকে গদ্য রচনা কহে। যথা, পরিশ্রম সকল সুখের মূল ; এই জগতে যত উন্নতি হইয়াছে, পরিশ্রমই তাহার কারণ ; যে দেশের লোক যে পরিমাণে পরিশ্রম করে, সেই দেশের সেই পরিমাণে উন্নতি হইয়া থাকে ইত্যাদি।

৩। অক্ষর বা মাত্রা গণনা পূর্ব্বক নানাবিধ ছন্দোবন্ধে বাক্য সকল বিন্যাস করাকে পদ্য রচনা বলে। যথা—

এস মা কল্পনা মম মানস আসনে,
পূর্ণ কর অভিলাষ, চাহ অকিঞ্চনে।
রচনা সাগরে যাই নাহি হেন তরি,
তুমি যদি কৃপা কর তবে তাহে তরি। ইত্যাদি।

দোষ।

রচনা করিবার কালে রচনাগত কতকগুলি দোষ আছে, সেই সকল দোষ পরিহারপূর্ব্বক পদবিন্যাস করিতে হয়। দোষ যথা—

১। ব্যাকরণ দুষ্টতা—যেখানে ব্যাকরণদুষ্ট পদপ্রযুক্ত হয়, সেই স্থলে ব্যাকরণদুষ্টতা দোষ হইয়া থাকে। যথা, তাঁহার মুহূর্ত্তমাত্র অলস নাই। আগত দিবসে গমন করিব। ইহা কদাচ গ্রাহ্যযোগ্য নহে। তৎকালীন তিনি সেখানে ছিলেন না। দারা, সুত, ভাই, বন্ধু কোথায় থাকিবে। তিনি শ্যামাঙ্গিনী ছিলেন। অদ্যাপিও আসেন নাই। সবিনয় পূর্ব্বক নিবেদন এই, তিনি হরির মোকদ্দমায় সাক্ষী দিবেন। বিস্তর সৌজন্যতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার সহিত বিলক্ষণ সৌহৃদ্যতা আছে। তিনি এ বিষয়ে সম্মত আছেন।

এই সকল বাক্যে অলস, আগত, গ্রাহ্যযোগ্য, তৎকালীন, দারা, শ্যামাঙ্গিনী, অদ্যাপিও, সবিনয়পূর্ব্বক, সাক্ষী, সৌজন্যতা, সৌহৃদ্যতা এবং সম্মত এই পদগুলি তত্তৎস্থলে ব্যাকরণদুষ্ট। ঐ সকল স্থলে ব্যাকরণের সূত্রানুসারে আলস্য, আগামী, গ্রাহ্য, তৎকালে, দার, শ্যামাঙ্গী, অদ্যাপি, বিনয়পূর্ব্বক বা সবিনয়, সাক্ষ্য, সৌজন্য, সৌহৃদ্য ও সম্মত এই শুদ্ধ পদ সমূহের প্রয়োগ করিতে হইবে।

পদ্য রচনায় শ্যামাঙ্গিনী সুকেশিনী ও অধিনী প্রভৃতি অনেক ব্যাকরণদুষ্ট পদ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাদৃশস্থলে অশুদ্ধ পদ প্রয়োগ সেরূপ দোষাবহ নহে।

২। পুনরুক্তি—এক বিষয় বারম্বার বলিলে পুনরুক্তি দোষ হয়। যথা, বৃক্ষ সকল মূল দ্বার মৃত্তিকার রস পান করিয়া জীবিত থাকে। ভূমির রস মূল দিয়া বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা ও পত্রাদিতে সঞ্চার করে বলিয়া, বৃক্ষ সকল বাচিয়া থাকে। এই স্থলে প্রথম বাক্যেরই অর্থ দ্বিতীয় বাক্যে প্রকাশিত হইতেছে সুতরাং অকারণ একার্থক বাক্য দুইবার প্রযুক্ত হওয়াতে অর্থগত পুনরুক্তি দোষ হইল। অকারণ বারংবার এক শব্দ প্রয়োগ করিলে শব্দগত পুনরুক্তি দোষ হইল। এই অনিত্য ও বিনশ্বর দেহ রক্ষার্থে কেন এতাদৃশ কষ্ট পাইতেছ? এস্থলে অনিত্য ও বিনশ্বর দুইটী শব্দের অর্থ এক সুতরাং পুনরুক্তি দোষ হইল।

৩। শ্রুতিকটুতা—যে স্থলে বাক্যের অন্তর্গত পদ সকল শ্রবণ সুখকর না হইয়া কার্কশ্যবোধক হয় তথায় শ্রুতিকটুতা দোষ হইয়া থাকে।

হর্ষ্যাক্ষাক্ষি নিরীক্ষণ করিয়া মনে ভীত্যুদয় হইল। এস্থলে হর্ষ্যাক্ষাক্ষি ও ভীত্যুদয় এই দুইটী সন্ধি নিতান্ত শ্রুতিকটু হইয়াছে।

৪। অশ্লীলতা—অনুপযুক্ত স্থলে যে সকল শব্দ প্রয়োগ করিলে মনে লজ্জা বা ঘৃণা অথবা অমঙ্গল বোধ হয়, সে সকল শব্দকে অশ্লীল কহে এবং অশ্লীল পদের প্রয়োগ নিবন্ধন অশ্লীলতা দোষ হইয়া থাকে।

লজ্জাব্যঞ্জক অশ্লীলতার উদাহরণ বিদ্যাসুন্দর পুস্তকে বিস্তর আছে। ঘৃণাব্যঞ্জক অশ্লীলতা, যথা, সেই কন্যাটী দেখিতে অতি সুন্দর বটে, কিন্তু তাহার অপাঙ্গে নিয়তই ক্লেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এস্থলে ক্লেদ শব্দটী ঘৃণাব্যঞ্জক। অমঙ্গলব্যঞ্জক, যথা, তোমার পুত্র নাই, সেই জন্য সম্পন্ন হয় নাই, থাকিলে সত্বরেই নির্ব্বাহ হইত। এস্থলে পুত্র উপস্থিত নাই, না বলিয়া কেবল নাই পদটীর প্রয়োগ অমঙ্গল ব্যঞ্জক হইল।

৫। ক্লিষ্টতা—যে স্থলে অর্থবোধ বিষয়ে অতি কষ্ট কল্পনা করিতে হয়, সেই খানে ক্লিষ্টতা দোষ হইয়া থাকে। যথা—

ধ্বান্তারিতনয়াপুলিনবিহারী কংসারি তোমার মঙ্গল করুন। এই স্থলে ধ্বান্তারি সূর্য্য, তাঁহার তনয়া যমুনা, তাহার পুলিনে অর্থাৎ তীরে যিনি বিহার করেন এমন কংসারি কৃষ্ণ, এইরূপে অতিকষ্টে অর্থ সঙ্গতি হওয়াতে ক্লিষ্টতা দোষ হইল।

৬। প্রসিদ্ধি-বিরুদ্ধতা—ভাষায় রীতির অনুসারিণী যে সকল কবি সময় প্রসিদ্ধি আছে, তাহার বিপরীত বর্ণনা করিলেই প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা দোষ ঘটিয়া থাকে।

যথা, দিবসে কমল প্রস্ফুটিত ও কুমুদ নিমীলিত হয়। কন্দর্পের পুষ্পময় বাণ। পদ্মিনী সূর্য্যপ্রিয়া। চন্দ্র, নিশা ও তারা কুমুদিনীর নায়ক। মেঘ গর্জ্জনে

ময়ূর নৃত্য করে। চন্দন তরু পুষ্পহীন। চক্রবাকমিথুনের রজনীতে বিচ্ছেদ। চাতক মেঘজল ব্যতীত অন্য জল পান করে না। সিংহ পশুদিগের রাজা। শৃগালের ধূর্ত্ততা, যশঃ শুক্লবর্ণ, পাপ কৃষ্ণবর্ণ ও গর্দ্দভের নির্বুদ্ধিতা ইত্যাদি।

এতদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রসিদ্ধ শব্দও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, জনতার রব কল কল, সিংহের ও মেঘের রব গর্জ্জন, অশ্বের হেসা বা হ্রেষা, গজের বৃংহিত বা বৃংহণ, গরুর হাম্বা, মেষ ও ছাগলের ভ্যা ভ্যা, কুকুরের ভেউ ভেউ, কাকের কা কা, ফেরুর ফেউ ফেউ, বিড়ালের ম্যাও ম্যাও, ষণ্ডের গাঁ গাঁ, ভ্রমরের গুঞ্জন বা গুন্ গুন্, ঝিল্লির ঝিঁ ঝিঁ, কোকিলের কুহু কুহু, অন্যান্য উত্তম পক্ষীর কলরব, পত্রের সর সর শব্দ, নূপুরের শিঞ্জন, অসির ঝন্ ঝন্, ঝড়ের সোঁ সোঁ, বজ্রের কড় কড়, ভগ্নবৃক্ষাদির মড় মড় ইত্যাদি।

নিশীথ সময়ে পদ্মপুষ্প সকল বিকসিত হইয়া সরোবরের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে। এখানে রাত্রিতে পদ্মবিকাশ বর্ণনে প্রসিদ্ধিবিরুদ্ধতা দোষ হইল। এইরূপ অন্যান্য স্থলেও হইবে।

অসমর্থতা—যে শব্দ যে অর্থের বাচক নহে, সেই শব্দ সেই অর্থে প্রয়োগ করিলে অসমর্থতা দোষ হয়। যথা,—

তিনি আমাদিগের প্রস্তাবটীর কিছুমাত্র নিরাকরণ করিতে পারিলেন না, উৎস রজচ্ছটা, ইত্যাদি স্থলে নিরাকরণ ও রজ এই দুইটি পদ যথাক্রমে সিদ্ধান্ত ও রৌপ্য এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু উহারা কদাচ ঐ অর্থের বাচক হইতে পারে না। সুতরাং এইরূপ স্থলে অসমর্থতা দোষ হইল।

৮। অনৌচিত্য—যে স্থলে যেরূপ বর্ণন উচিত নয়, সেই স্থলে সেইরূপ বর্ণন করিলেই অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়া থাকে। যথা,—

"একদা নিদাঘ কালে নিশীথ সময়,
তাপিত করিল তনু গ্রীষ্ম নিরদয়।"

ইত্যাদি স্থলে অত্যন্ত গ্রীষ্মবর্ণনকালে টুপ টুপ করিয়া হিমপাত হইতেছে, এরূপ বর্ণন নিতান্ত অনুচিত, তাহা হইলে কালগত অনৌচিত্য দোষ ঘটিয়া থাকে।

গুণ।

রচনা করিতে হইলে যেমন রচনাগত দোষের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, সেইরূপ রচনাগত কতকগুলি গুণ আছে, সেই সকল গুণের প্রতিও দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। যথা—

১। মাধুর্য্য—রচনার যে গুণ থাকিলে তৎপাঠে চিত্ত আর্দ্র হয়, তাহাকে মাধুর্য্য গুণ কহে। যথা,—

"বিকসিত কামিনী-কুসুম-তরু তলে,
বসিলাম চিন্তা সখী সহ কুতূহলে।

মনোরমা সে তটিনী নয়ন-রঞ্জিনী,
নিরমল নীরময়ী মৃদুল-গামিনী।" ইত্যাদি। সদ্ভাবশতক।

২। ওজ—রচনার যে গুণ থাকিলে তৎপাঠে চিত্ত উদ্দীপ্ত হয়, তাহাকে ওজোগুণ কহে। যথা—

"ব্রিটিসের রণবাদ্য বাজিল অমনি,
কাঁপাইয়া রণস্থল,
কাঁপাইয়া গঙ্গাজল,
কাঁপাইয়া আম্রবণ উঠিল সে ধ্বনি।
নাচিল সৈনিক রক্ত ধমনী ভিতরে.
মাতৃকোলে শিশুগণ,
করিলেক আস্ফালন,
উৎসাহে বসিল রোগী শয্যার উপরে।"
ইত্যাদি। পলাশির যুদ্ধ।

৩। প্রসাদ—রচনার যে গুণ থাকিলে, শ্রবণমাত্র অর্থবোধ হয়, তাহাকে প্রসাদগুণ কহে। যথা—

"পাখী সব করে রব রাত্তি পোহাইল.
কাননে কুসুমকলি কলি সকলি ফুটিল।"

রচনা বিষয়ক উপদেশ।

(ক) রচনাশিক্ষার্থীদিগের রচনা সম্বন্ধে দোষ প্রকরণে কথিত দোষগুলির পরিহার পূর্ব্বক রচনা করা কর্ত্তব্য।

(খ) যে বিষয়ের রচনা করিতে হইবে. সেই বিষয়টী শ্রবণমাত্র তাহার রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া উচিত নহে। যদি বস্তু কি প্রাণী ভিন্ন অন্য কোন বিষয় লিখিতে হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়টী একটু চিন্তা করিয়া তাহার প্রতিকূলে কি অনুকূলে অর্থাৎ লোভের বিষয় রচনা করিতে দিলে লোভটী উপকারক কি অপকারক বলিয়া রচনা করিবে, তাহা অগ্রে নিশ্চিত করিয়া লইবে। তৎপরে সেই সেই বিষয়দ্বারা অর্থাৎ লোভাদির দ্বারা কি কি উপকার বা কি কি অপকার হয়, তাহাও ভাবিয়া দেখিবে. যাহা মনে হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহা কাগজে টুকিয়া রাখিবে। রচনা লিখিবার সময়ে পূর্ব্বলিখিত সঙ্কেতগুলি মনে করিলেই সত্বরে লিখিতে পারিবে।

(গ) যখন তোমরা রচনায় প্রবৃত্ত হইবে. তখন বক্তব্য বিষয় যত সহজে প্রকাশ করিতে পায়, তাহার চেষ্টা করিবে, বাগাড়ম্বর বা অলঙ্কারাদি লিখিবার চেষ্টা কদাচ করিবে না।

(ঘ) সত্য, দয়া, ন্যায়, দ্বেষ, লোভ, ক্রোধ ইত্যাদি মনোবৃত্তিঘটিত রচনা করিতে হইলে, পঠিত পুস্তকে, ঐ ঐ বিষয় সম্বন্ধে যেরূপ বর্ণনা পাইয়াছ তাহাই অবলম্বন করিয়া রচনা করিবে। যখন কিছুই মনে পড়িবে না, তখন নিজ কল্পনার উপর নির্ভর করিবে। যাহা লিখিবে, তাহাদের যেন পরস্পর সম্বন্ধ থাকে, সম্বন্ধ না থাকিলে প্রবন্ধ রচনা হয় না রচনাশিক্ষার্থীদিগের পক্ষে স্বীয় কল্পনার আশ্রয়ই পথ্য। কিন্তু পরীক্ষার্থী বালকেরা যদি অন্যের ভাব নিজ ভাষায় ব্যক্ত করে, তাহা দোষাবহ হয় না।

(ঙ) রচনা করিবার কালে যখন শব্দ প্রয়োগ করিবে, তখন বিবেচনা করিয়া দেখিবে যে সেই প্রযুক্ত শব্দটী সেই স্থানের উপযুক্ত হইয়াছে কি না, যদি তদর্থক অন্য একটী শব্দ বসাইলে শুনিতে মিষ্ট ও অনায়াসে বোধগম্য হয় তবে পূর্ব্ব প্রযুক্ত পদটীর পরিবর্ত্তে যে পদটী পরে মনোনীত করিয়াছ, সেইটী সন্নিবেশিত করিবে। অপরিবর্ত্তসহ শব্দ প্রয়োগ করিতে পারিলেই উত্তম রচনা হয়। অপ্রচলিত ও দুর্ব্বোধ শব্দ কদাচ প্রয়োগ করিও না।

(চ) এতদ্ভিন্ন বাহ্য বস্তুঘটিত রচনা হইতে পারে। তাহা নানাপ্রকার। দেশ, পর্ব্বত, অরণ্য, উপবন, নগর, গ্রাম, সমুদ্র, হ্রদ, নদী, তড়াগ, মরুভূমি প্রভৃতির বর্ণন; প্রাণী, উদ্ভিদ, বস্তু ও মানবীয় জীবন বৃত্তান্ত; কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি ব্যবসায়। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠের ফল; স্বাস্থ্য, বন্ধুতা, মুদ্রাযন্ত্র প্রভৃতির ফল; পিতামাতার প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম; পরিজনবর্গের সহিত ব্যবহার; অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বিদ্যাশিক্ষা, দেশহিতৈষিতা ইত্যাদি।

কোন বিষয়ের রচনা করিতে হইলে যে সকল বিষয়ের বর্ণনা করিতে হয়, তাহাদের স্থূল বৃত্তান্ত নিম্নে প্রদর্শিত হইল।

মনুষ্য ভিন্ন প্রাণিবিষয়ক রচনায়,—প্রাণীদিগের আকৃতি, তাহার পরিমাণ, বর্ণ, গ্রাম্য কি বন্য, জন্মস্থান, উগ্র কি মৃদুস্বভাব, গর্ভধারণ কাল, এককালে এক বা একের অধিক সন্তান প্রসব করা, সন্তানের প্রতি কিরূপ স্নেহ, কোন ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা থাকিলে তাহার উল্লেখ, পুষিলে পোষমানে কি না, মাংসভোজী কি উদ্ভিদভোজী, জীবন কালের সীমা, তাহাদিগের দেহের উপাদান সামগ্রী দ্বারা কোনরূপ উপকার হইতে পারে কিনা ও জীবিত সময়ে মনুষ্যের কোন প্রকার উপকারে লাগে কি না ইত্যাদি বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়।

উদ্ভিদ-বিষয়ক-রচনায়,—উদ্ভিদের লক্ষণ, কোন্ জাতীয়, কোন্ কোন্ দেশে কিরূপ মৃত্তিকায় জন্মে, ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষের চারা উৎপাদনের বিশেষ বিশেষ নিয়ম, পূর্ণাবস্থায় উচ্চতা, কাণ্ড, শাখা, পুষ্প ও ফল কি প্রকার, কোন্ কোন্ অংশ কি কি উপকারে লাগে। উদ্ভিদের আহার নিদ্রা প্রভৃতি অনেক বিষয় রচনার মধ্যে বর্ণিত হইতে পারে, কিন্তু তাহা বালকদিগের পক্ষে উপযুক্ত নহে বলিয়া স্থূল

বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করাই বিধেয়। প্রাণিবিদ্যা ও উদ্ভিদ্‌বিদ্যা পাঠ করিলে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়।

বস্তু-বিষয়ক-রচনায়—(বস্তু নানাপ্রকার) ধাতু হইলে, বিশুদ্ধ কি বিমিশ্র, বিশুদ্ধ ধাতু হইলে কোন দেশে ও কোন্ স্থানে পাওয়া যায়। খনিজ ধাতু খনিতে কি অবস্থায় থাকে, কিরূপে পরিষ্কার করিতে হয় ও কিরূপে তুলিতে হয়। বিমিশ্র ধাতু হইলে কোন্ কোন্ বস্তুর যোগে কি নিয়মে উৎপন্ন। বর্ণ, ও গুণ আপেক্ষিক গুরুত্ব কিরূপ (অন্য ধাতুর সহিত তুলনা করিয়া দেখাইতে হয়) উহাতে কি কি বস্তু প্রস্তুত হয়, উহা দ্বারা কোন্ কোন্ কার্য্য সাধিত হয় এবং উহার আপেক্ষিক মূল্য প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয়, আপেক্ষিক গুরুত্বের কারণ প্রভৃতির বর্ণন করিতে হইলে কঠিন হইয়া উঠে, তাহাতে বালকদিগের ভ্রম হইতে পারে, অতএব উক্তরূপ স্থূল স্থূল বিষয়ের কীর্ত্তন করাই কর্ত্তব্য।

নীল, রেশম, চা, অহিফেণ প্রভৃতি বিষয় ঘটিত রচনা করিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হয়। ঐ সকল বস্তুর উৎপত্তির কাল, কোন্ দেশে কিরূপে উৎপন্ন, উহা কোন্ কোন্ কার্য্যে লাগে, উহাদের গুণ কি, কোন্ দেশে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত, উহাদের উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপে প্রকার ভেদ হয় কেন, এবং সচরাচর নির্দ্ধারিত মূল্যের পরিমাণ। বস্ত্র, চিনি, ঘৃত প্রভৃতি বস্তুবিষয়ক রচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয় বর্ণন করিতে হয়। যথা—ঐ সকল বস্তু কোন কোন্ বস্তু হইতে উৎপন্ন, এবং সেই সেই বস্তু কোন্ কোন্ দেশে জন্মে, তাহারা কি প্রকারে প্রস্তুত হয়; উহাদের প্রকারভেদ, কোন্ জাতীয় লোকেরা ঐ সকল বস্তু কিরূপে ব্যবহার করে, এবং উহাদের দ্বারা কি কি দ্রব্যাই বা উৎপন্ন হইতে পারে, ঐ সকল বস্তু না থাকিলেই বা আমাদের কি অনিষ্ট ঘটিত ইত্যাদি।

কাচ প্রভৃতি অনেক প্রকার বস্তু আছে, তাহাদের বিষয় রচনা করিতে হইলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উল্লেখ করিতে হয়। যথা—

উহারা কি পদার্থ, উহাদের উপাদান সামগ্রী কি? কি প্রকারে উৎপন্ন, কি কি গুণ আছে, উহাদের দ্বারা কোন্ কোন্ দ্রব্য প্রস্তুত হয়, ও উহারা কোন্ কোন্ কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, কোন্ জাতীয় লোকে কোন্ কোন্ দ্রব্য অধিক পরিমাণে ব্যবহার করে ইত্যাদি।

শিল্পদ্রব্য মাত্রের বর্ণন করিতে হইলে, তাহাদের উপাদান, উৎপত্তি স্থান, নির্ম্মাণকর্ত্তা, বিশেষ বিশেষ গুণ, গঠন, বর্ণ, মূল্যের পরিমাণ, ব্যবহার ও উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়গুলির বর্ণন করিতে হয়।

জল, বায়ু, প্রভৃতি বিষয়ের রচনা করিতে হইলে উহারা কি পদার্থ, রূঢ়, কি যৌগিক, যৌগিক হইলে কোন্ কোন্ পদার্থের যোগে উৎপন্ন, গুণ কি ও কত প্রকার গুণ, মনুষ্যাদি প্রাণিবর্গের সহিত উহাদিগের সম্বন্ধ কি, উহাদের

বিদ্যমানতায় কি উপকার, অবিদ্যমানতায় কি অপকার, উহাদের দ্বারা কি কি কার্য্য হয়, ঐ সকল বস্তুতে যে সকল জীব থাকে, তাহাদেরও বিষয় বর্ণন করিতে হয়। বস্তুবিচার ও তৎসদৃশ অন্যান্য পুস্তক পাঠ করিলে, বস্তু সম্বন্ধীয় অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়।

কোন লোকের জীবনবৃত্তান্ত লিখিতে হইলে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পর্য্যায়-ক্রমে বর্ণন করিতে হয়। যথা,—

জন্মস্থান, কিরূপে কোন্ বিষয়ে উন্নতিলাভ, বাল্যকালের অবস্থা, উন্নতির অবস্থার সহিত পূর্ব্বাবস্থার তুলনা, কোন্ কোন্ গুণ থাকাতে উন্নতি লাভ হইল, সংসারে কি কি সৎকার্য্য করিয়াছেন, তাঁহার দ্বারা লোকের কি পরিমাণে কত উপকার হইয়াছে তাঁহার জীবনকালের সীমা ও মৃত্যু স্থান ইত্যাদি।

দেশাদির বর্ণনাস্থলে,—তাহাদের চতুঃসীমা, অন্তর্বিভাগ, পরিমাণফল, অধিবাসীর সংখ্যা, জাতিবিভাগ, ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, নিকটে নদী ও পর্ব্বতাদি থাকিলে তাহার উল্লেখ, জল বায়ু কিরূপ এবং অধিবাসীদিগের স্বাস্থ্য, সুখ, দুঃখ ইত্যাদি বিষয়ের বর্ণন করিতে হয়।

সংক্ষিপ্ত রচনা করিতে হইলে দীর্ঘ রচনা করা কর্ত্তব্য নহে। যথা,—

প্রশ্ন। সময়ের বিষয়ে একটী সংক্ষিপ্ত রচনা কর।

উত্তর।

সময়।

সময় সকলের কারণ। কি সুখ, কি দুঃখ, কি উন্নতি, কি পতন সকলেই সময়সাপেক্ষ। আমরা এই সংসারে যে সুখ দুঃখ ভোগ করি, সময়ই তাহার জনক। বিশিষ্টরূপ চিন্তা করিয়া দেখিলে সময়কেই জন্য বস্তুমাত্রের বা সমস্ত পদার্থের জনক বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হয়। এই সময়সাগর কখনও সুখসাগর ও কখনও বা দুঃখসাগর বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সময়কে উত্তমরূপে অতিবাহিত করিতে পারিলে উহা আমাদের সুখের কারণ হইয়া থাকে, অন্যথা ঐ সময়ই আমাদিগকে দুঃখসাগরে নিক্ষিপ্ত করে। অতএব এই অমূল্যরত্নস্বরূপ সময়ের বৃথা ক্ষতি করা কদাচ উচিত নহে। যদি বিদ্যাভ্যাসে, কৃষি, বাণিজ্য প্রভৃতি কার্য্যসকলের অনুষ্ঠান দ্বারা সময়কে অতিবাহিত করিতে পারা যায়, তবে উহা সুখের কারণ হইয়া উঠে আর যদি আমরা আলস্য করিয়া বৃথা আমোদ প্রমোদে বা ক্রীড়া কৌতুকে সময় যাপন করি, তাহা হইলে সকল সুখের হেতু-ভূত সময়ই আমাদের অশেষ দুঃখের হেতু হইয়া থাকে। অতএব যদি সুখ-লাভের বাসনা থাকে তবে কখনও সময়কে বৃথা অতিবাহিত করা কর্ত্তব্য নহে।

উক্তরূপ ক্রম অবলম্বনপূর্ব্বক রচনা করা কর্ত্তব্য। যখন সামান্যাকারে কোন একটী পদার্থকে সুখ কি দুঃখ কি উপকার বা অপকারের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ

করিবে, তখন আবার কি কারণে সেই পদার্থটী ঐ সুখাদির হেতু হইল, তাহার সবিশেষ বিবরণ করা উচিত। বিবরণ করিবার সময়, ক্রমের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে, ক্রম-বিপর্য্যয় ঘটিলে উত্তম রচনা হয় না ইত্যাদি।

যতিচিহ্ন।

বাক্যরচনা কালে কতকগুলি চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে, উহাদিগকে যতিচিহ্ন কহে। নিম্নে তাহার বিবরণ করা যাইতেছে।

, এই চিহ্নটীর নাম পদচ্ছেদ বা কমা, যে স্থলে অত্যল্পকাল বিশ্রাম করিতে হয়, সেই স্থলে উক্ত চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যথা, কতিপয় দিবস পূর্ব্বে রাজা জনক, তনয়া ও জামাতাকে দেখিবার নিমিত্ত, অযোধ্যায়,আসিয়াছিলেন।

; এই চিহ্নটীর নাম অর্দ্ধচ্ছেদ বা সেমিকোলন। যেখানে অপেক্ষাকৃত অধিককাল বিশ্রাম করিতে হয়, সেই স্থলে এই চিহ্নের ব্যবহার হইয়া থাকে। যথা, তুমি অযোধ্যায় গিয়া আর্য্যপুত্রচরণে আমার প্রণাম জানাইবে; ভরত, শত্রুঘ্ন ও আমার ভগিনীদিগকে সস্নেহ সম্ভাষণ করিবে; শ্বশ্রূদেবীরা ভগবান ঋষ্যশৃঙ্গের আশ্রম হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাঁহাদের চরণে আমার সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করিবে।

। এই চিহ্নের নাম পূর্ণচ্ছেদ বা দাড়ি। যে স্থলে পরবাক্যের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তথায় ঐ চিহ্নের প্রয়োগ হয়। যথা, রাম কোনও কালে পরিচ্ছদ-পারিপাট্যের চেষ্টা করেন নাই।

? এই চিহ্ন প্রশ্নস্থলে ব্যবহৃত হয়। ইহার নাম প্রশ্নসূচক চিহ্ন। যথা, কোথা হইতে আসিতেছ?

! বিস্ময়, ভয়, হর্ষ ও শোকাদি বর্ণন স্থলে ও সম্বোধন পদে, এই চিহ্ন দিতে হয়। ইহার নাম বিস্ময়াদিসূচক চিহ্ন। যথা, আঃ পাপীয়সী দুর্ব্বিনীতে মহাশ্বেতে! ইনি তোমার কি অপকার করিয়াছেন? রে দক্ষিণানিল! তোমার মনোরথ পূর্ণ হইল। হা পুত্রবৎসল ভগবন্ শ্বেতকেতো! ইত্যাদি।

কোন অর্থ সুস্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে হইলে কিংবা আর একটী অতিরিক্ত বাক্য প্রয়োগ আবশ্যক হইলে ( ) এই বা [ ] চিহ্নের অন্তর্গত করিয়া লিখিতে হয়, উহার নাম বন্ধনী।

যথা, কি আশ্চর্য্য! এককালে যে পাপের কায়,
(নানা সাজে সাজি যাহা মানবে মজায়,)
প্রলোভনে হয়েছিল লুব্ধ লঘু মন,
বাঁশী-স্বরে ধরে ব্যাধ হরিণ যেমন;
এবে সেই কান্ত কায় মায়াময় পাপ
ভীষণ মুরতি ধরি দেয় মনস্তাপ। ইত্যাদি।

যে স্থলে একটী বিষয় বর্ণন করিতে করিতে অন্য বিষয়ের উল্লেখ করিতে হয়, অথবা যে স্থলে কোন একটী বাক্য বলিতে বলিতে কোন বাক্যাংশ উহ্য রাখিতে হয়, তথায়—এই চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উহার নাম ড্যাস উদাহরণ স্থলে এবং দীর্ঘকাল বিরাম স্থলেও ড্যাস লিখিবার প্রথা আছে। যথা—

হা ধিক্! কি কবে দাসী গুরুজন তুমি;
নতুবা কেকয়ী, দেব, মুক্তকণ্ঠে আজি
কহিত,—"অসত্যবাদী রঘুকুলপতি,
নির্লজ্জ; প্রতিজ্ঞা তিনি ভাঙ্গেন সহজে।
ধর্ম্ম শব্দ মুখে,—গতি অধর্ম্মের পথে।" মাইকেল।

সমাস ও পদচ্ছেদ কালে, এই চিহ্নটী ব্যবহৃত হয়; ইহার নাম হাইফেন। যথা হরি-হর ইত্যাদি।

" " এই চিহ্নকে উদ্ধরণ চিহ্ন কহে। অন্যের বাক্যাদি উদ্ধৃত করিতে হইলে ঐ চিহ্নের অন্তর্গত করিতে হয়। এতদ্ভিন্ন অনেক চিহ্ন আছে, সাহিত্য শাস্ত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয় নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল।

অলঙ্কার।

১। শরীরের শোভাজনক হার কুণ্ডল বলয়াদির ন্যায়, শব্দ ও অর্থের শোভাসম্পাদক অস্থির ধর্ম্মবিশেষের নাম অলঙ্কার।

যেমন, বলয় কুণ্ডল প্রভৃতি ভূষণ শরীরের শোভা সম্পাদন পূর্ব্বক আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে, সেইরূপ অনুপ্রাস ও উপমাদি অলঙ্কার, রস-ভাবের শরীর-স্বরূপ শব্দ ও অর্থের শোভাজনক হইয়া রস-ভাবের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে; এই হেতু অনুপ্রাস ও উপমাদির নাম অলঙ্কার হইয়াছে (১)। উহারা শরীরের কটককুণ্ডলাদির ন্যায় শব্দার্থের অস্থির ধর্ম্ম, অর্থাৎ কাব্যে কখন বিদ্যমান কখন বা অবিদ্যমান হয়।

অলঙ্কার দ্বিবিধ; শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কার। অনুপ্রাস যমক প্রভৃতি শব্দালঙ্কার, উপমা রূপক প্রভৃতি অর্থালঙ্কার।

---

(১) আলঙ্কারিকেরা বলেন, বাক্যের শব্দ ও অর্থ শরীর; রস ভাবাদি আত্মা, মাধুর্য্য ওজঃ প্রভৃতি গুণ; অনুপ্রাস, উপমা প্রভৃতি অলঙ্কার, বৈদর্ভী লাটী প্রভৃতি রীতি, অবয়বসংস্থান, এবং শ্রুতিকটুতা, পুনরুক্তি প্রভৃতি দোষ। গুণ, অলঙ্কার ও রীতি, শব্দার্থের সৌন্দর্য্য সাধন করিয়া রস-ভাবের পুষ্টি সাধন করে, এবং শ্রুতিকটুতা প্রভৃতি দোষ, উদ্ধত্যাদির ন্যায় শব্দার্থের শোভাবিঘাতক রস-ভাবের অপকার করিয়া থাকে।

শব্দালঙ্কার।

অনুপ্রাস।

২। এক প্রকার ব্যঞ্জন বর্ণের পুনঃ পুনঃ উচ্চারণকে অনুপ্রাস কহে। যথা—

"নীলবরণী, নবীনা রমণী, নাগিনীজড়িতজটাবিভূষিণী, নীলনলিনী, বিনি ত্রিনয়নী, নিরখিলাম নিশানাথনিভাননী" ইত্যাদি।

ছেক, বৃত্ত, অন্ত্য প্রভৃতি নানা প্রকার অনুপ্রাস আছে। এরূপ পুস্তকে তাহার বিবরণ করিবার প্রয়োজন নাই। ব্যঞ্জনবর্ণের সাম্য রাখিয়া যথেচ্ছা শব্দ বিন্যাস করিলেই অনুপ্রাস অলঙ্কার হয় না; রস-ভাবাদির উপকারক হয় এইরূপে শব্দ বিন্যাস করিলেই উহা অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যমক।

৩। ভিন্নার্থক একরূপ শব্দের পুনরাবৃত্তিকে যমক কহে। আদ্য মধ্য ও অন্ত্য ভেদে যমক তিন প্রকার। অদ্য যমক, যথা,—

নিদ্রাভঙ্গে দ্বিজগণ হইয়া ব্যাকুল।
দেবে বলি দেবে বলি তোলে নানা ফুল॥

এ স্থলে প্রথম দেবে এই পদের অর্থ দেবতাকে, ২য় দেবে এই পদের অর্থ প্রদান করিবে, প্রথম বলির অর্থ পূজাদ্রব্য, ২য় বলির অর্থ বলিয়া। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন অর্থে একাকার শব্দের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে বলিয়া যমক অলঙ্কার হইল। এইরূপ,

"সহকার সহ কার হয়েছে জড়িত?
মাধবী উহার নাম ভুবন-বিদিত।"

মধ্য যমক,—

"পাইয়া চরণ তরি তরি ভবে আশা,
তরিবারে সিন্ধু ভব ভব সে ভরসা।"

এই পদ্যটীর ১ম চরণের মধ্যে তরি ও তরি এই দুইটী পদ যথাক্রমে নৌকা ও পার হওয়া এই দুই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। ২য় চরণে ভব ও ভব এই দুইটী পদ সংসার ও শিব এই অর্থের প্রতীতি হওয়াতে মধ্য যমক হইল।

অন্ত্য যমক যথা,—

"আট পণে আধ সের আনিয়াছি চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি॥" বিদ্যাসুন্দর।

এ স্থলে প্রথমে চিনি পদটী শর্করাবাচক, দ্বিতীয়টী পরিচয়ক্রিয়াবাচক। এইরূপ,—

"কাতরে কিঙ্করে ডাকে তার ভব ভব।
হর তাপ হর পাপ কর শিব শিব॥"

এই স্থলে দুইটী ভব শব্দ ও দুইটী শিব শব্দ ক্রমান্বয়ে সংসার ও মহাদেব এবং মঙ্গল ও মহাদেব এই সকল ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বাচক হওয়ায় এবং পদের শেষে আছে বলিয়া অন্ত্য যমক হইল ইত্যাদি।

শ্লেষ অলঙ্কার।

৪। অনেকার্থবোধক পদ এককালে ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক হইলে শ্লেষালঙ্কার হয়। যথা,—

"গোত্রের প্রধান পিতা মুখবংশ জাত।
পরম কুলীন স্বামী বন্দ্যবংশ খ্যাত॥
পিতামহ দিলা মোরে অন্নপূর্ণা নাম।
অনেকের পতি তেঁই পতি মোর বাম॥" অন্নদামঙ্গল।

এখানে গোত্র শব্দে কুল ও পর্ব্বত, মুখবংশ শব্দে মুখোপাধ্যায় বংশ ও প্রধান বংশ, কুলীন শব্দে সৎকুল সম্ভূত ও পৃথিবী লীন হয় যাহাতে অর্থাৎ প্রলয়কারী, বন্দ্যবংশ শব্দে বন্দ্যোপাধ্যায় বংশ ও পূজ্যবংশ, পিতামহ শব্দে পিতার পিতা ও ব্রহ্মা, অনেকের পতি শব্দে বহু নায়িকার উপভোগকারী বিশ্বপতি, বাম শব্দে প্রতিকূল ও সুন্দর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন অর্থের প্রতীতি হওয়ায় শ্লেষালঙ্কার হইল।

কাকু।

৫। বিশেষ কারণবশতঃ স্বরের যে বিকৃতি, তাহার নাম কাকু। যথা—

রাম কহিলেন, "অয়ি মুগ্ধে! তাহাও কি আবার তোমারে বলিতে হইবেক?"

এখানে কাকু দ্বারা তাহা আর তোমায় বলিতে হইবে না, এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

"যাহা শুনিলাম, ইহা অপেক্ষা স্ত্রীলোকের পক্ষে আর কি সৌভাগ্যের বিষয় হইতে পারে?"

এখানে কাকু দ্বারা, ইহা অপেক্ষা সৌভাগ্যের বিষয় আর কিছুই নাই, এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

বক্রোক্তি।

৬। এক ব্যক্তির একরূপ অর্থবোধক বাক্যকে শ্লেষ বা কাকু দ্বারা অর্থান্তরে যোজিত করিলে বক্রোক্তি হয়। যথা,—

"কেন সখি তাপ পাও অমৃত কিরণে ?
মৃত হলে তাপ পায় বল কোন জনে ?"

এখানে সুধাময় এই অর্থে প্রযুক্ত অমৃত পদ শ্লেষবশতঃ মৃত নহে এই অর্থে যোজিত হইয়াছে।

"শ্যামের সে বংশী রব আবার শুনিব ?"

এখানে কাকু বশতঃ আর শুনিব না এইরূপ অর্থের প্রতীতি হইতেছে।

৭। যেরূপ পদ বিন্যাস করিয়া প্রশ্ন করা হয়, যদি সেইরূপ পদ বিন্যাস করিয়াই সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয়, তাহা হইলে তথায় বক্রোক্তি হয়। যথা,—

প্রঃ "কে বল আছেন ভব তরিবারে তরি ?
উঃ কেবল আছেন ভব তরিবারে তরি ॥"
প্রঃ "এই পৃথিবীটা কার বশ ?
উঃ এই পৃথিবী টাকার বশ।" ইত্যাদি। (১)

অর্থালঙ্কার।

উপমা।

৮। সমান ধর্ম্মবিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বস্তু দ্বয়ের সাদৃশ্য কথনের নাম উপমা (২)। ইহাতে তুল্য, প্রায়, সম, সদৃশ, ন্যায়, যথা, যেন প্রভৃতি উপমাবাচক পদের

---

(১) পদ্মবন্ধ, তড়াগবন্ধ প্রভৃতি অনেক প্রকার চিত্রপদ্য আছে। তৎসমুদায় তাদৃশ উপযোগী নয় বলিয়া উপেক্ষিত হইল। প্রহেলিকা অর্থাৎ হিয়ালী (Riddle) অলঙ্কার নহে, উহা কেবল বাক্যকৌশল মাত্র। যথা,—

"আদি বর্ণ বল্লাম না শেষ বর্ণ সেই।
নিরাকার নির্ম্মস্তক ভেদ মাত্র এই ॥
মধ্যেতে আছেন বসি রায় মহাশয়।
যে নাম লইলে পাপী পাপে মুক্ত হয় ॥" (নারায়ণ)

(২) যে বস্তু বা ব্যক্তির সহিত তুলনা করা যায়, তাহাকে উপমান কহে। আর যে বস্তুটী বর্ণনীয় অর্থাৎ উপমানের সহিত যাহার তুলনা করিতে হয়, তাহাকে উপমেয় কহে। মুখ চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর, এস্থলে মুখ উপমেয়, চন্দ্র উপমান এবং আহ্লাদকরত্ব সাধারণ ধর্ম্ম।

প্রয়োগ করিতে হয়। লক্ষণোক্ত সকল বিষয়ে সদ্ভাব থাকিলে তাহাকে পূর্ণোপমা কহে। যথা,—

কেবল ভরসা এক আছে মনে মনে,
কখনো করে না ঘৃণা সহৃদয় জনে।
দোষ ত্যজি গুণভাগ করয়ে গ্রহণ,
জবার বরণ ধরে মুকুতা যেমন।

এই পদ্যে সহৃদয়জন উপমেয়, মুক্তা উপমান, দোষত্যাগপূর্ব্বক গুণগ্রহণ সাধারণধর্ম্ম, অর্থাৎ উপমান মুক্তা যেমন জবার দুর্গন্ধাদি দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক কেবল লৌহিত্য গুণ মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, সেইরূপ উপমেয় সহৃদয় ব্যক্তি দোষের দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া গুণ দেখিলেই তাহা গ্রহণ করিয়া থাকেন, 'যেমন' এইরূপ উপমাবোধক পদ। এইরূপ,—

"এই সকল ব্যাপার অবলোকন করিয়া সভাস্থ সমস্ত লোক স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হইয়া চিত্রার্পিত প্রায় উপবিষ্ট রহিলেন ?" ইত্যাদি।

উপমেয় ও উপমান সমান লিঙ্গ হইলে রচনা সুন্দর হয়। যথা—

চির দিন সম্পদ কি কভু কারো রয়,
সলিল-রেখার ন্যায় ক্ষণে পায় লয়।

এস্থলে সম্পদ উপমেয়, সলিল-রেখা উপমান, উভয়ই স্ত্রীলিঙ্গ, অচিরস্থায়িত্ব সাধারণ ধর্ম্ম, ন্যায় উপমাবাচক পদ, সুতরাং পূর্ণোপমা হইল।

মালোপমা।

৯। একটী উপমেয়কে একাধিক উপমানের সহিত তুলনা করিলে মালোপমা হয়। যথা,—

"যৌবন ভূষণে যথা শোভে সীমন্তিনী।
নিশাকর করে যথা শোভে নিশীথিনী॥
কমল-কুসুমে যথা শোভে সরোবর।
নীতির সহিত ধন তেমতি সুন্দর॥" ইত্যাদি।

রূপক।

১০। উপমেয়ে উপমানের আরোপ হইলে অর্থাৎ উপমেয়কে উপমান বলিয়া অভেদরূপে বর্ণন করাকে রূপক অলঙ্কার কহে। রূপক অলঙ্কার হইলে কোন কোন স্থলে রূপক সমাস করিয়া রূপ শব্দের লোপ করা হইয়া থাকে এবং কোন কোন স্থলে সমাস না করিয়া রূপ শব্দের প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। যথা,—

লোভব্যাধ ফাঁদ পাতি, গুপ্তভাবে দিবা রাতি,
ব'সে থাকে বিষয়-বিপিনে।
দেখাইয়া সুশোভন, অগণন প্রলোভন,
মুগ্ধ করে মানস হরিণে॥

এস্থলে লোভে ব্যাধের আরোপ, বিষয়ে বনের আরোপ এবং মানসে হরিণের আরোপ হওয়াতে রূপকালঙ্কার হইল এবং রূপক সমাসে রূপক শব্দের লোপ হইয়াছে। (১)।

এইরূপ,—"মহারাজের যশোরূপ নিশাকর দশ দিক্ আলোকময় করিয়াছে।"

এস্থলে যশে চন্দ্রের আরোপ হওয়াতে রূপকালঙ্কার হইল।

উপমা ও রূপকের ভেদ এই, উপমা অলঙ্কারে উপমেয়কে উপমানের সদৃশ বলিয়া বর্ণনা করিতে হয়, রূপকে উপমেয়ে উপমানের আরোপ অর্থাৎ অভেদ করিয়া বর্ণন করিতে হয়।

পরম্পরিত রূপক।

১১। এক বস্তুতে এক বস্তুর আরোপ করা হইয়াছে বলিয়া অন্য বস্তুতে অন্য বস্তুর আরোপ করা হইলে পরম্পরিত রূপক হয়। যথা,—

"সূর্য্যরূপ সিংহ অস্তাচলের গুহাশায়ী হইলে ধ্বান্তরূপ দন্তিযূথ নির্ভয়ে জগৎ আক্রমণ করিল।" কাদম্বরী।

এখানে সূর্য্যে সিংহের আরোপ হইয়াছে বলিয়া অন্ধকারে দন্তিদলের আরোপ করা হইয়াছে, সুতরাং পরম্পরিত রূপক হইল। এইরূপ—

প্রতাপ-তপনে কীর্ত্তি পদ্ম বিকাশিয়া।
রাখিলেন রাজলক্ষ্মী অচলা করিয়া॥

এখানে প্রতাপে সূর্য্যের আরোপ হইয়াছে বলিয়া যশে পদ্মের আরোপ করিতে হইয়াছে।

১২। কোন কোন স্থলে উপমেয় পদে ষষ্ঠী বিভক্তি এবং উপমান পদে প্রথমা বিভক্তি থাকিলেও রূপক অলঙ্কার হয়। যথা,—

---

(১) ব্যাধ যেমন প্রলোভন দেখাইয়া বনে হরিণকে মুগ্ধ করে, অর্থাৎ ভ্রমে পাতিত করে, সেইরূপ লোভরিপু লোভনীয় বস্তু সকল দর্শন করাইয়া বিষয়ের প্রতি মনকে আকর্ষণপূর্ব্বক বিমোহিত করিয়া ফেলে। ব্যাধ অজ্ঞাত-ভাবে হরিণকে বিমোহিত করিয়া বনে বদ্ধ করে, লোভও অজ্ঞাতভাবে মনকে বিমোহিত করিয়া বিষয়ে আসক্ত করে।

"জ্ঞানের প্রদীপ মনে নাহি জ্বলে যার,
কখন ঘোচে না তার ভ্রম অন্ধকার।"

এখানে জ্ঞান উপমেয়, প্রদীপ উপমান, অর্থ জ্ঞানরূপ প্রদীপ, কিন্তু উপমেয় পদে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে।

উৎপ্রেক্ষা।

১৩। উপমেয়কে উপমান স্বরূপ করিয়া সম্ভাবনা অর্থাৎ বিতর্ক করার নাম উৎপ্রেক্ষা।

বাচ্যা ও প্রতীয়মানা ভেদে উৎপ্রেক্ষা দুই প্রকার। যে স্থলে যেন, বুঝি, ইত্যাদি শব্দের প্রয়োগ থাকে, তথায় বাচ্যা; আর যেখানে ঐ সকল শব্দের প্রয়োগ না থাকে, তথায় প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা হয়। বাচ্যা, যথা—

লোহিত অরুণ, নীল গগনে উঠিল।
জবা যেন সাগরের সলিলে ভাসিল॥

এই স্থলে বর্ণনীয় অরুণ ও নীলাকাশ এই দুই উপমেয়কে যথাক্রমে উপমান জবা পুষ্প ও সাগরবারি বলিয়া সম্ভাবনা করা হইতেছে এবং যেন শব্দের প্রয়োগ আছে বলিয়া বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হইল। এইরূপ,—

"কোথাও মাধবী সহ জড়িত হইয়া,
সহকার নদী পরে পড়েছে বাঁকিয়া।
যেন নিরমল স্বচ্ছ সলিল দর্পণে,
মুখ দেখে কান্তা কান্ত পুলকিত মনে।" ইত্যাদি।

প্রতীয়মানা, যথা,—

কুন্দহার শ্যাম কণ্ঠে শোভিতে লাগিল।
বলাকা মেঘের কোলে প্রকাশ পাইল॥

এস্থলে যেন শব্দের প্রয়োগ নাই বলিয়া প্রতীয়মানা উৎপ্রেক্ষা হইল।

ব্যতিরেক।

১৪। উপমান অপেক্ষা উপমেয়কে উৎকৃষ্ট বা অপকৃষ্ট করিয়া বর্ণন করাকে ব্যতিরেক অলঙ্কার কহে।

উপমেয়ের উৎকর্ষ, যথা,—

করিলে যাহারে কোলে হৃদয় জুড়ায়।
অমৃত বিস্বাদ যার মধুর কথায়॥

এই স্থলে কথা উপমেয়, অমৃত উপমান। কিন্তু অমৃতের মধুরতা অপেক্ষা কথায় মাধুর্য্য অধিক বর্ণিত হওয়াতে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল। এইরূপ,—

"কে বলে শারদ শশী সে মুখের তুলা।
পদনখে প'ড়ে তার আছে কতগুলা॥" বিদ্যাসুন্দর।

এইস্থলে উপমান শারদীয় চন্দ্র অপেক্ষা উপমেয় পদনখের উৎকর্ষ বর্ণন করাতে ব্যতিরেক অলঙ্কার হইল।

উপমেয়ের অপকর্ষ, যথা,—

"দিনে দিনে শশধর, দেখা যায় তনুতর,
পুন তার হয় উপচয়।
নরের নশ্বর তনু, হইলে ক্রমশঃ তনু,
আর ত নূতন নাহি হয়॥"

এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের অপকর্ষ বর্ণিত হইয়াছে ইত্যাদি।

অর্থান্তর-ন্যাস।

১৫। বিশেষ ঘটনা দ্বারা সামান্যের অথবা সামান্য ঘটনা দ্বারা বিশেষের সমর্থন অর্থাৎ দৃঢ়তা সম্পাদন করাকে অর্থান্তর-ন্যাস কহে।

বিশেষের দ্বারা সামান্য-সমর্থন, যথা,—

পাইলে মহৎ সঙ্গ নাহিক সংশয়,
কার্য্যপারে যেতে পারে অতি ক্ষুদ্রজন।
পর্ব্বতবাহিনী যত ক্ষুদ্র নদীচয়,
ধরি বৃহন্নদী, করে সাগর দর্শন।

এইরূপ—

তেজীয়ান নিজ মান রাখয়ে বজায়,
দুঃখ পায়, নাহি যায় অধম-সেবায়,
পিপাসায় প্রাণ যায় তথাপি চাতক,
নাহি যাচে অন্য কাছে হইয়া যাচক॥

এইস্থলে পরভাগের বিশেষ ঘটনা দ্বারা প্রথমভাগের সাধারণ ঘটনা সপ্রমাণ হইতেছে।

সামান্য দ্বারা বিশেষের সমর্থন, যথা,—

মহামতি গম্ভীর প্রকৃতি যুধিষ্ঠির বিষম বিপত্তিকালেও অটলভাবে অবস্থিতি করিতেন। বায়ুর প্রতিঘাতে পর্ব্বত কি কখনও চঞ্চল হইতে পারে?

এই স্থলে শেষবাক্যগত সামান্য অর্থ দ্বারা প্রথম বাক্যগত বিশেষ অর্থটা সপ্রমাণ হইতেছে (১)।

---

(১) এই অলঙ্কারে কারণ দ্বারা কার্য্যের ও কার্য্যদ্বারা কারণের সমর্থন প্রভৃতি আরও অনেক ভেদ আছে, বাহুল্যভয়ে বিবৃত হইল না।

অতিশয়োক্তি।

১৬। যে স্থানে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য প্রতিপাদনের জন্য উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ করা যায়, তথায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়া থাকে। যথা,—

আয় আয় দেখ সখি যশোদার অঙ্কে।
উঠেছে পার্ব্বণ চাঁদ ত্যজিয়া কলঙ্কে॥

এখানে কৃষ্ণ উপমেয়, কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া উপমান অকলঙ্কপূর্ণ-চন্দ্রের সিদ্ধবৎ নির্দ্দেশ করাতে অতিশয়োক্তি হইল।

উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কারে উপমানের অনিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ, এস্থলে নিশ্চিতরূপে নির্দ্দেশ এই ভেদ।

দৃষ্টান্ত।

১৭। উপমানবাচক শব্দ এবং সাধারণ ধর্ম্মের উল্লেখ না করিয়া পরস্পর সমানধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুদ্বয়ের সাদৃশ্য কথনকে দৃষ্টান্ত কহে। যথা—

"দেখ দেখ কোটালিয়া করিছে প্রহার,
হায় বিধি চাঁদে কৈল রাহুর আহার।" বিদ্যাসুন্দর।

এই স্থলে সুন্দরকে কোটালের প্রহার করা এবং চন্দ্রকে রাহুর আহার করা এই দুই বস্তুর সাদৃশ্য কথন হইতেছে বলিয়া দৃষ্টান্ত হইল।

স্বভাবোক্তি।

১৮। বস্তুর স্বাভাবিক গুণ ক্রিয়াদির বর্ণনকে স্বভাবোক্তি কহে। যথা,

"পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।" ইত্যাদি।

ভ্রান্তিমান।

১৯। পরস্পর সাদৃশ্য জানাইবার জন্য এক বস্তুতে অন্য বস্তুর কবিকল্পিত যে ভ্রম তাহাকে ভ্রান্তিমান কহে। যথা,—

"উৎপলাক্ষী সীতা সতী তমসার জলে,
আপন নয়নছায়া দেখি কুতূহলে।
কুবলয়-যুগ ভাবি বাহু প্রসারিয়া,
ধরিতে করেন যত্ন আনন্দ হইয়া।"

এখানে চক্ষু ও নীলপদ্ম উভয়ের সাদৃশ্য প্রতিপাদনার্থ জলে প্রতিবিম্বিত চক্ষুতে নীলপদ্মের ভ্রম সরসভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইল।

বিভাবনা।

২০। কারণ ব্যতীত কার্য্যোৎপত্তির নাম বিভাবনা। যথা,—

"অচক্ষু সর্ব্বত্র চান, অকর্ণ শুনিতে পান,
অপদ সর্ব্বত্র গতাগতি।
কর বিনা বিশ্ব গড়ি, মুখবিনা বেদ পড়ি,
সবে দেন কুমতি সুমতি॥"

কারণ ভিন্ন কার্য্য হয় না, সুতরাং বিভাবনা স্থলে প্রসিদ্ধ কারণের অভাব প্রদর্শিত হইলেও কোন একটী অনির্দ্দিষ্ট গূঢ় কারণ স্থির করিয়া লইতে হয়। উক্ত উদাহরণে অচিন্ত্য ঈশ্বরশক্তিই গূঢ় কারণ।

বিশেষোক্তি।

২১। যেখানে কারণ আছে অথচ কার্য্য হইতেছে না, এইরূপ বর্ণন করা হয়, তথায় বিশেষোক্তি অলঙ্কার হয়। যথা,—

"যদি করি বিষপান, তথাপি না যায় প্রাণ,
অনলে সলিলে মৃত্যু নাই।
সাপে বাঘে যদি খায়, মরণ না হবে তায়,
চিরজীবী করিল গোঁসাই॥ ইত্যাদি। অন্নদামঙ্গল।

ব্যাজস্তুতি।

২২। নিন্দার ছলে স্তব অথবা স্তবের ছলে নিন্দা করা হইলে তাহাকে ব্যাজস্তুতি কহে। যথা,—

"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।
কোন গুণ নাই তাঁর কপালে আগুন॥" ইত্যাদি।

কারণমালা।

২৩। পূর্ব্ব বাক্য উত্তর বাক্যের কারণরূপে বর্ণিত হইলে কারণমালা কহে। যথা,—

"বিদ্যা হ'তে জ্ঞান হয় জ্ঞানে হয় ভক্তি।
ভক্তি হ'তে মুক্তি হয় এই সার যুক্তি॥ ইত্যাদি।

অসঙ্গতি।

২৪। এক স্থানে কারণ এবং অন্য স্থানে তাহার কার্য্য বর্ণিত হইলে তাহাকে অসঙ্গতি অলঙ্কার কহে। যথা,—

"গগনেতে জলধর করয়ে গর্জ্জন।
বৃষ্টি করে বিরহিণী নারীর নয়ন।" ইত্যাদি।

নিদর্শনা।

২৫। পরস্পর সাদৃশ্য প্রতিপাদনার্থ কাহারও উপর কোন অসম্ভব বিষয়ের আরোপ করা হইলে তাহাকে নিদর্শনা কহে। যথা,—

"কেন হেন দুরাকাঙ্ক্ষা কর অনিবার,
হেলায় ভেলায় সিন্ধু হইবে কি পার?"

ছন্দঃ।

১। বর্ণ বা মাত্রার পরিমাণকে ছন্দঃ কহে। ছন্দোবদ্ধ বাক্যের নাম পদ্য। পদ্য দুই প্রকার; বৃত্ত বা অক্ষরাবৃত্তি, জাতি বা মাত্রাবৃত্তি।

২। বর্ণের সংখ্যানুসারে রচিত পদ্যকে বৃত্ত বা অক্ষরাবৃত্তি কহে।

৩। মাত্রার সংখ্যানুসারে (১) রচিত পদ্যকে জাতি বা মাত্রাবৃত্তি কহে।

বৃত্ত বা অক্ষরাবৃত্তি যথা—

"নবীন-নীরদ-ধারা পানের আশায়,
উর্দ্ধমুখে ছিল এক চাতক তথায়।"

এখানে দুই চরণই অক্ষরের সংখ্যানুসারে গ্রথিত এজন্য ইহাকে বৃত্ত বা অক্ষরাবৃত্তি কহে।

জাতি বা মাত্রাবৃত্তি যথা—

২ ২ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ১ ২ ২
'পীতাম্বর বর সুরধুনি মস্তে
২ ২ ১ ১ ১ ১ ২ ১ ১ ২ ২
স্থাণো ত্রিনয়ন দেব নমস্তে'।

এখানে প্রথম চরণে বারটী ও দ্বিতীয় চরণে এগারটী অক্ষর আছে। কিন্তু

---

(১) লঘুবর্ণের এক মাত্রা এবং গুরু বর্ণের দুই মাত্রা গণিত হয়। দীর্ঘ-স্বরযুক্ত বর্ণ, যুক্তাক্ষরের পূর্ব্ব বর্ণ, এবং অনুস্বার ও বিসর্গান্ত বর্ণকে গুরু বর্ণ কহে। চরণের শেষ বর্ণ কখন লঘু কখন গুরু বলিয়া পরিগণিত হয়।

প্রত্যেক চরণেই ষোলটী মাত্রা আছে। এজন্য ইহাকে জাতি বা মাত্রাবৃত্তি কহে।

৪। বৃত্ত দ্বিবিধ; সমবৃত্ত ও বিষমবৃত্ত। যাহার সকল চরণেই সমান অক্ষর থাকে, তাহাকে সমবৃত্ত কহে। যথা,—

"পাখী সব করে রব রাত্রি পোহাইল,
কাননে কুসুমকলি সকলি ফুটিল।"

ইত্যাদি স্থলে প্রত্যেক চরণেই অক্ষর সমান আছে বলিয়া ইহাদিগকে সমবৃত্ত কহে।

৫। যাহার কোন চরণে অধিক বা কোন চরণে অল্প অক্ষর থাকে তাহাকে বিষমবৃত্ত কহে। যথা,—

"ওরে মানস বিহঙ্গ! ওরে মানস বিহঙ্গ!
বিষম-বিষয় বনে কর কত রঙ্গ॥"

এখানে প্রথম চরণে ষোড়শ ও দ্বিতীয় চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর আছে বলিয়া ইহাকে বিষমবৃত্ত কহে।

৬। মিত্রাক্ষর ও অমিত্রাক্ষর ভেদে ছন্দঃ দুই প্রকার।

মিত্রাক্ষর ছন্দঃ। যে সকল ছন্দে এক পাদের শেষ বর্ণের সহিত অন্য পাদের শেষ বর্ণের মিল থাকে, তাহাদিগকে মিত্রাক্ষর ছন্দঃ কহে। মিত্রাক্ষর ছন্দঃ নানাপ্রকার। তন্মধ্যে কতিপয় ছন্দঃ নিম্নে বিবৃত হইতেছে।

পয়ার।

৭। যাহার প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশটী বর্ণ এবং উভয় চরণের অন্ত্যবর্ণ ও উপান্ত্য স্বরের সাম্য থাকে, তাহাকে পয়ার ছন্দঃ কহে। এই ছন্দে অষ্টম অক্ষরে যতি (১) থাকিলে শ্রুতিমধুর হয়। পয়ারে দুইটী চরণ থাকে, উহাকে দ্বিপদী কহে। যথা,—

এস মা কল্পনা মম মানস আসনে,
পূর্ণ কর অভিলাষ চাহ অকিঞ্চনে। ইত্যাদি।

---

(১) আবৃত্তিকালে ঈষৎ বিশ্রামস্থানকে যতি (Pause) কহে। ছন্দোভেদে কাহারও অষ্টম অক্ষরে, এবং কাহারও অন্যান্য অক্ষরে যতি হইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দে যতির কোনও নিয়ম নাই; তথায় অর্থানুসারে যতি কল্পনা করিতে হয়।

দীর্ঘ ত্রিপদী।

৮। যাহাতে প্রথমার্দ্ধের প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ৮টী করিয়া বর্ণ, তৃতীয় পাদে ১০টী বর্ণ থাকে, এবং প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের অন্ত্য বর্ণের মিল থাকে, আর তৃতীয় চরণের অন্ত্যবর্ণের সহিত অপরার্দ্ধের তৃতীয় চরণের অন্ত্যবর্ণের সাম্য থাকে, তাহাকে দীর্ঘ ত্রিপদী কহে। যথা,—

লোভব্যাধ ফাঁদ পাতি বসে থাকে দিবা রাতি,
গুপ্তভাবে বিষয়-বিপিনে।
দেখাইয়া সুশোভন অগণন প্রলোভন,
মুগ্ধকরে মানস-হরিণে। ইত্যাদি।

পর্য্যায়সম।

৯। যে ছন্দে প্রথম ও তৃতীয় চরণে, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণে মিল থাকে এবং প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশটী বর্ণ থাকে, তাহাকে পর্য্যায়সম কহে। যথা,—

আহা মরি বিশ্বনাথ নিশীথ সময়ে,
কি গম্ভীর ভাব বিভো! দেখালে আমায়।
কি অদ্ভুত রস হ'ল উদিত হৃদয়ে,
কি রূপ হইল মন বলা নাহি যায়॥ ইত্যাদি।

একাবলী।

১০। যাহার প্রত্যেক চরণ একাদশ বর্ণে গ্রথিত হয়, এবং প্রথম চরণের অন্ত্য ও উপান্ত্যবর্ণের সহিত দ্বিতীয় চরণের অন্ত্য ও উপান্ত্য বর্ণের মিল থাকে, তাহাকে একাবলী কহে। এই ছন্দে ষষ্ঠ ও নবম বর্ণে যতি থাকা আবশ্যক। যথা,—

ও খল কেমনে তোমার রীতি,
দেখে তব ভাব হতেছে ভীতি ইত্যাদি।

লঘু ত্রিপদী।

১১। যে ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় পাদে ছয়টী করিয়া বর্ণ ও শেষ বর্ণের মিল থাকে, এবং তৃতীয় পাদ আটটী অক্ষরে গ্রথিত হয়, আর প্রথমার্দ্ধের তৃতীয় চরণের সহিত অপরার্দ্ধের তৃতীয় চরণের সাম্য থাকে, তাহাকে লঘুত্রিপদী কহে। ইহাতে অষ্টাদশ বর্ণে যতি থাকিলে শুনিতে মধুর হয়। যথা,—

ওরে নীচাশয়, তৃণ পর্ণময়,
কুটীর তোমারে কই,
আমার বচন শুন দিয়া মন
উপকারী তব হই। ইত্যাদি।

মধ্যসম।

১২। যাহাতে প্রথমে ও চতুর্থ চরণে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় চরণে মিল থাকে এবং পয়ারের স্থায় প্রত্যেক চরণ চতুর্দ্দশ অক্ষরে গ্রথিত হয় তাহাকে মধ্যসম কহে। যথা,—

বল বল ওহে তরু সুধাই তোমায়,
কি সাধে বসতি কর পাপ জনপদে,
কেন বা যাতনা এত সহ পদে পদে,
কেন এত অনুরাগ তোমার হেথায়। ইত্যাদি।

কুসুম মালিকা।

১৩। পয়ারের প্রথম দুইটী অক্ষর অধিক যোজিত করিলে তাহাকে কুসুমমালিকা ছন্দঃ কহে। এই ছন্দে ঐ যোজিত অক্ষরের দ্বিতীয় বর্ণে যতি থাকা নিতান্ত আবশ্যক। যথা,—

ওহে, নিষাদ! কিক্ষণে তুমি বকের মিথুনে,
বাণ হেনেছিলে, বুঝি নিজ ধনুকের গুণে।
তাই, রত্নাকর হতে পাই কবিতা রতন,
যাহা, রত্নাকরে নাহি মিলে করিলে সেচন। ইত্যাদি।

ললিত চতুষ্পদী।

১৪। যে ছন্দে, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাদে আটটী করিয়া অক্ষর এবং চতুর্থ পাদে সাতটী অক্ষর থাকে, আর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় পাদের শেষ অক্ষরে অথবা কেবল প্রথম ও দ্বিতীয় পাদের শেষ অক্ষরে মিল থাকে, এবং প্রত্যেক পাদের চতুর্থ বর্ণে যতি থাকে, তাহাকে ললিত চতুষ্পদী কহে। যথা,—

স্থবির কি ভাব বসি, তোমার সুখের শশী,
একেবারে অস্ত গেল আর দেখা যাবে না।
সুখোপায় ছিল যত, ক্রমে সব হ'ল হত,
মাথাকুটে মর যদি আর তাহা পাবে না॥ ইত্যাদি।

মালতী।

১৫। পয়ারের শেষে একটী বর্ণ অধিক থাকিলে তাহাকে মালতী ছন্দঃ কহে। এই ছন্দে অষ্টম ও দ্বাদশ বর্ণে যতি থাকা আবশ্যক যথা,—

রসনা সরসা তুমি কথা কেন বিরস;
বজ্রসম বাজে প্রাণে জ্ব'লে যায় মানস। ইত্যাদি।

মালঝাঁপ।

১৬। যে ছন্দে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের চতুর্থ, অষ্টম ও দ্বাদশ অক্ষরে মি থাকে, এবং উভয় চরণের অন্ত্যবর্ণ ও উপান্ত্যস্বরের মিল থাকে, তাহার না মালঝাঁপ বা তরল পয়ার। যথা—

"কোতয়াল যেন কাল খাঁড়া ঢাল ঝাঁকে।
ধরি বাণ খরশান হান হান হাঁকে॥" ইত্যাদি। বিদ্যাসুন্দর।

তোটক।

১৭। যে ছন্দে প্রতি চরণে এরূপ বারটী অক্ষর থাকে, যাহার প্রথম দুই লঘু, তৎপরে একটী গুরু, অন্ত্যবর্ণ ও উপান্ত্য স্বরের মিল থাকে, তাহার না তোটক। যথা,—

"পর কিঙ্করতা কভু না করিবে
নিজ ভার পরোপরি নাহি দিবে।
কভু দৈব বলে ভর না থুইবে,
নিজ পৌরুষ সাধ্যমতে করিবে।"

অমিত্রাক্ষর ছন্দঃ।

১৮। যে ছন্দে প্রতি চরণের শেষাক্ষরে মিল রাখিতে হয় না, কেবল পরি মিত বর্ণ দ্বারা পয়ারের ন্যায় বর্ণ স্থাপন করিতে হয়, তাহাকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কহে। যথা,—

নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে রাঘব ভিখারী
বধিল সম্মুখ রণে? ফুল দল দিয়া
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলীতরুবরে!"